উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।

তৃতীয় অধিবেশন। সন ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।
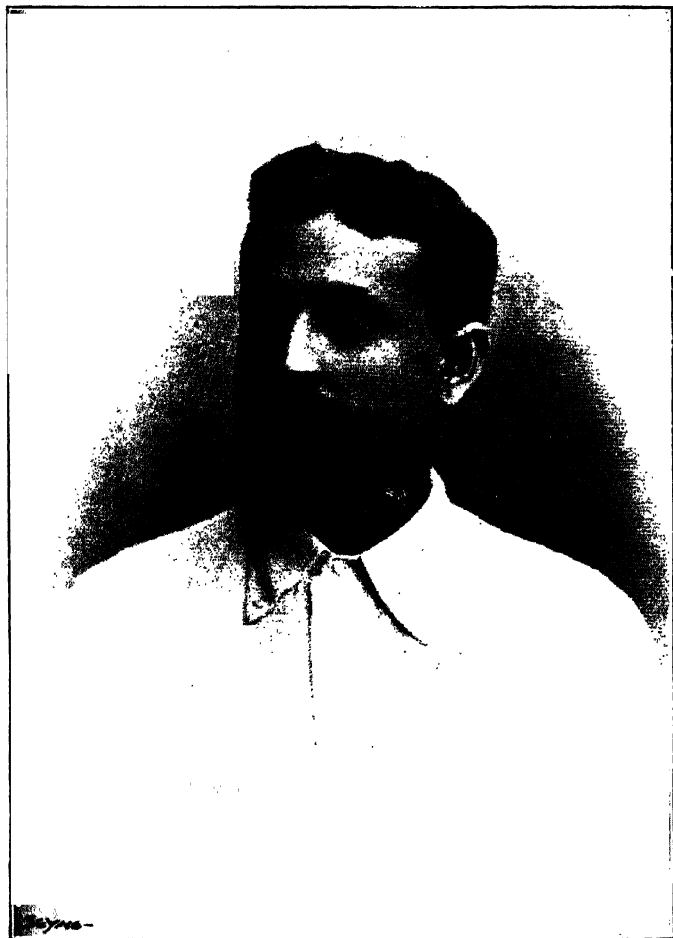
শ্রীযুক্ত অনরেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, তৃতীয় অধিবেশন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।

তৃতীয় অধিবেশন—গৌরিপুর।
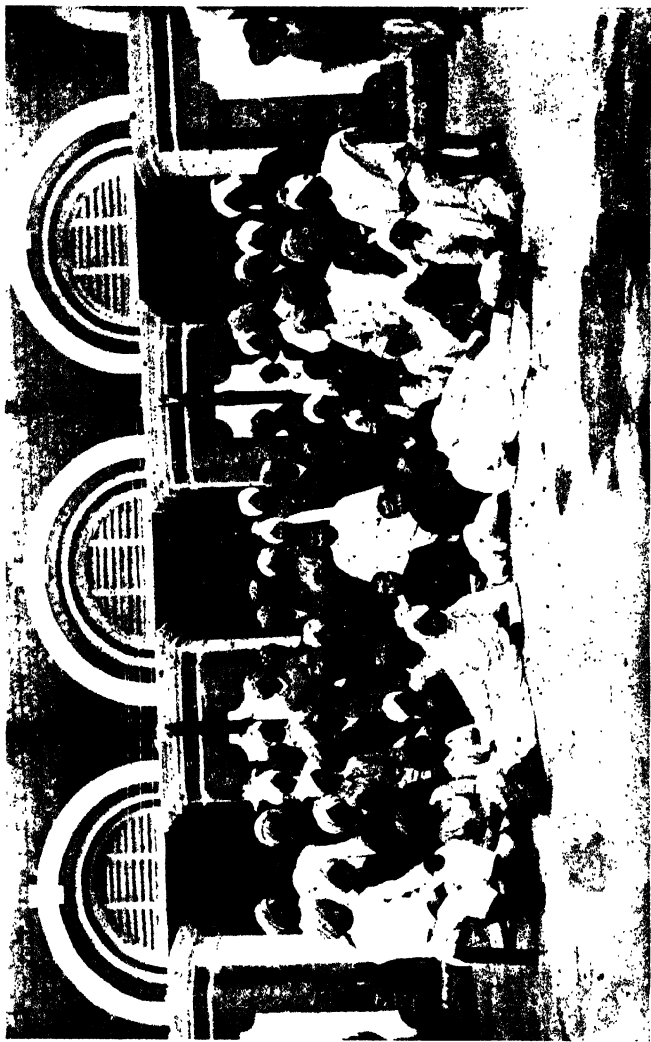
স্বেচ্ছাসেবকপরিবৃত সভাপতি।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, তৃতীয় অধিবেশন।

চিত্র নং ১৭, বশিষ্ঠাশ্রম—গৌহাটী।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন।

তৃতীয় অধিবেশন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

ভূমিকা।

বর্ষে বর্ষে শিশিরাগমে বিভিন্ন জেলায় অধিবেশনের সঙ্কল্পসহ ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের জন্ম ও ইতিহাস।

রঙ্গপুর নগরে ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৩ আষাঢ় তারিখে প্রাবৃটের প্রবল বারিধারার মধ্যে এই সাহিত্য-সম্মিলনের অকাল বোধন হয়। ঐ বর্ষেরই ১৮।১৯ মাঘ তারিখে বগুড়া নগরে শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পৌরহিত্যে উহার দ্বিতীয় অধিবাসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সম্মিলনোৎসব সন্নিহিত আসামেও সংক্রমিত করিবার অভিপ্রায়ে গৌরীপুরাধিপতি অনরেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আসাম ও বঙ্গের সন্ধিস্থল গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত তাঁহার গৌরীপুর রাজবাটীতে এই সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন সংঘটনের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিলে তাহা গৃহীত হয়।

এই গৌরীপুর সম্মিলনের অব্যহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৬ই মাঘ তারিখে উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ সম্মিলনের আমন্ত্রণ অধিবাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, অসমীয়া সাহিত্যিকগণের দ্বারদেশে গৌহাটী নগরীতে উপনীত হইলে মহাপীঠ কামাখ্যার প্রধান তীর্থ গুরু শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই এবং গৌহাটীর নেতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

উকীল শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী বি, এল, মহাশয়ত্রয় পাণ্ডুঘাটে তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। তথা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ নীলাচলে আরোহণ করিয়া ৺কামাখ্যা দর্শন ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণু-প্রসাদ শর্ম্মা দলই মহাশয়ের পর্য্যাপ্ত আতিথ্যে পরিতুষ্ট হন। (৺কামাখ্যা মন্দির ১৬নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)। অপরাহ্ণে নীলাচলের ভুবনেশ্বরী নামক সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে আরোহণ করিয়া তাঁহারা বিশালকায় ব্রহ্মপুত্রের রজতরেখার ন্যায় ক্ষীণ বারিধারা ও অদূরবর্ত্তিনী গিরিপ্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (গৌহাটী) রমণীয় শোভা সন্দর্শন করেন। অপরাহ্ণে পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গৌহাটীতে শুভাগমন করিয়া রজনীতে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার এক বিশেষ অধিবেশনে সাহিত্যিক-বৃন্দ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। (সম্ভাষণ বক্তৃতাদি "ঘ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। এই সাদর সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহাশয়দ্বয় কৃতজ্ঞতা জানাইলে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক অসমীয়া সাহিত্যিকবর্গকে প্রারব্ধ সম্মিলন যজ্ঞে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ করেন ও তাহা সাদরে গৃহীত হয়। রজনীতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী বি, এল মহাশয়ের আলয়ে সকলে উপাদেয় ভোজ্য লাভ করেন।

সাহিত্যিকগণের গৌহাটীভ্রমণ।

এইরূপে আমন্ত্রণ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া পরদিবস ৭ই পৌষ প্রত্যুষে গৌহাটীর নেতৃবর্গের সহিত সকলে বশিষ্ঠাশ্রম ও অরুন্ধতী গহ্বর দর্শনার্থ গমন করেন। পবিত্র গিরি নির্ঝরসমন্বিত এই তপোবনে মহামুনি বশিষ্ঠের তপঃক্লান্তি নিবারিণী ললিতা, কান্তা, সন্ধ্যা নাম্নী গিরি নির্ঝরিণীত্রয়ের সুবিমল

বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন।

বারিতে অবগাহন, সন্ধ্যা তর্পণ ও ধারা গর্ভস্থিত প্রস্তরোপরি কদলী বৃক্ষ-ত্বকে মহানন্দে ভোজন ও করপুটে জলপান করিয়া প্রায় সমস্ত দিন অতি-বাহিত করেন। বনস্থলীর বিপুল নিস্তব্ধতা-ভেদী নির্ঝরিণীর সুমহান্ নাদ যাহা শত শত মুনি কণ্ঠোত্থিত বেদধ্বনির সহিত একদা সংমিশ্রিত হইত এই সাহিত্যিক সমাবেশে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া তাহার ক্ষীণ স্মৃতি ভ্রমণকারিগণের মনে উদিত করিয়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই। এই পূতসলিলা নির্ঝরিণীর ছায়া-চিত্র গৃহীত হইয়া কার্য্য-বিবরণের সহিত সংযুক্ত হইল (১৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বশিষ্ঠমুনির আসনোপরি যে মন্দির কুচবিহাররাজগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা গত ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভীষণ ভূ-কম্পে ভাঙ্গিয়া গেলে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এল, প্রমুখ মহাত্মগণের চেষ্টায় তাহা পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে। এই পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ মন্দিরটির সংস্কারকার্য্যে হিন্দুমাত্রেরই সাধ্যানুসারে অর্থ দান করা আবশ্যক।

অরুন্ধতীগহ্বর দর্শন।

বশিষ্ঠপত্নী সাধ্বী অরুন্ধতীর আশ্রম মুনিবরের আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে দুর্গম বনমধ্যে অবস্থিত। গৌহাটীবাসিগণের অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতায় সাহিত্যিকগণের গমনস্বাচ্ছন্দ্যবিধানের নিমিত্ত কুঠারাদি অস্ত্রধারী একদল বলিষ্ঠ পাহাড়ীয়া তাঁহাদের পুরোভাগে গমনপূর্ব্বক পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিল। এই গহ্বরটি সুউচ্চ পর্ব্বতগাত্রে একখানি বৃহৎকায় প্রস্তরের তলদেশে অবস্থিত এবং পর্ব্বতোপরিস্থিত একটি অতি প্রাচীন রবরবৃক্ষের অসংখ্য মূলের দ্বারা সম্মুখদিকে অবরুদ্ধ। গৃহতলের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৮ ফিট্ এবং প্রস্থে ২৩ ফিট্ একটি নির্ঝরিণী উহাকে ভেদ করিয়া নিম্নে প্রবাহিতা হইয়াছে। মাতা অরুন্ধতী যে প্রস্তরাসনে উপবেশন করিতেন, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। ঐ নৈসর্গিক গৃহতলের নিকটে সূর্য্যরশ্মি

কখনও প্রবেশলাভ করে না বলিয়া আলোকচিত্র গ্রহণের সুবিধা হয় নাই। অপরের পক্ষে অন্যসময়ে এই গহ্বর দর্শন সহজসাধ্য নহে। পুরাতত্ত্বের আকরস্বরূপ প্রাচীন আসামের পুরদ্বারে শুভক্ষণে পাদক্ষেপ করিয়া অসমীয়া সাহিত্যিকগণের সহিত সখ্যতাস্থাপন এবং অনুসন্ধানের এক প্রকৃষ্টক্ষেত্রের আবিষ্কারপূর্ব্বক বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ ৭ই পৌষ (১৩১৬) রজনীতে গৌরীপুর অভিমুখে বাষ্পীয় যানে পুনর্যাত্রা করেন। ৮ই পৌষ (১৩১৬) তারিখে তাঁহারা গৌরীপুর ষ্টেশনে উপনীত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক এবং গৌরীপুর-রাজের সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, মহাশয় ও স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা যথাযোগ্যরূপে অভ্যর্থিত হন।

সাহিত্যিকগণের গৌরী-পুর প্রত্যাগমন।

গৌরীপুররাজের সুব্যবস্থায় পথিমধ্যে গোলকগঞ্জ নামক জংসন ষ্টেসনে সাহিত্যিকগণের প্রাতরাশ, চা-পান ও জলযোগের সুযোগ হইয়াছিল। স্থানানভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ আসামের প্রাচীন সভ্যতাদির বিষয় কত অদ্ভুত কাহিনী প্রচারিত করিতেছিলেন। বস্তুগত্যা প্রত্যক্ষ পরিদর্শন, সম্মিলনাদি ব্যতীত স্থান বিশেষের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যোদ্ঘাটন কখনই সম্ভবপর নহে। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের এই প্রকারের অমূলক তীব্র মন্তব্যাদি প্রকাশের ফলে অসমীয়া সাহিত্যিকগণ নিতান্ত ব্যথিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্বন্ধে একটি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনই সর্ব্বপ্রথমে সেই ঘৃণার ভাব দূর করিবার জন্য যে অগ্রসর হইলেন—ইহা তাঁহার পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। এই সন্নিহিত প্রদেশদ্বয়ের সাহিত্যকদিগের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইলে উভয়েরই সাহিত্যভাণ্ডার অচিরে পূর্ণ হইবে। অসমীয়া সাহিত্যিকগণের লিখিত যে কয়েকখানি পত্র পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল, তাহা পাঠ করিলেই

অসমীয় ও বঙ্গীয় সাহি-ত্যিকগণের সম্বন্ধ।

বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাহার প্রতীতি জন্মিবে।

এই সম্মিলনের অচিন্তনীয় সাফল্য সম্পূর্ণ বিধাতার কৃপার উপরেই নির্ভর করিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা সম্মিলনের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ভূমিকার উপসংহার করিব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয়ের যুবজনোচিত উদ্যমই সম্মিলনের জীবনী শক্তি সঞ্চার এবং রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের অক্লান্ত শ্রমে উহার সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধিত হয়। এই সুদক্ষ কর্ম্মচারিবৃন্দের নাম "ক" পরিশিষ্টে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য তালিকায় প্রকাশিত হইল। ইঁহারা সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

বেঙ্গলী, অমৃতবাজার প্রভৃতি দৈনিক কাগজে এবং বসুমতী বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, রঙ্গপুর দর্পণ, বঙ্গজননী, শিক্ষা সমাচার, দেশবার্ত্তা, আসাম এডভোকেট, আসাম বান্ধব, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, বাহী, উষা প্রভৃতি নানা সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এই সম্মিলনের সংবাদাদি প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সম্মিলন-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ উদ্ধৃত না করিয়া কয়েকটি মাত্র 'চ' পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল।

এই সুবৃহৎ কার্য্য বিবরণ সঙ্কলনে আমার সহকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের সাহায্যে উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিক পঞ্জী এবং শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়ের কমতাবিহারী সাহিত্য প্রবন্ধে ঐ প্রদেশের সাহিত্যিক বিবরণী ও শ্রীযুক্ত অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, মহাশয়ের "কামরূপী ভাষা" প্রবন্ধে অসমীয়া সাহিত্যিক বিবরণী সঙ্কলিত

হইয়াছে। এই তিন মহাত্মার সঙ্কলিত সাহিত্যিক বিবরণী সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামের সাহিত্যিক বিবরণীর একটা কলেবর দিয়াছে, ক্রমেই তাহা বর্দ্ধিতাকার প্রাপ্ত হইয়া সম্মিলনকে সার্থক করিবে।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ কলিকাতা, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ গৌহাটী, এবং শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি, এল্, বগুড়া মহোদয়ত্রয়ের সাহায্যে কার্য্য বিবরণে সংযোজিত চিত্রগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। বগুড়া নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের দ্বারা সম্মিলনের চিত্র এবং স্বয়ং রাজা বাহাদুরের দ্বারা স্বেচ্ছাসেবক পরিবৃত সভাপতি মহাশয়ের চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের নিকটে সম্মিলন চিরঋণী রহিলেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের যাবতীয় ব্যয় সহ এই কার্য্য বিবরণী প্রকাশের ব্যয় ভার বদান্যবর শ্রীযুক্ত অনরেবল্ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর বহন করিয়া সাহিত্যনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (ব্যয় তালিকা 'ছ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। এরূপ মহানুভবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে বঙ্গ সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারে। সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে লিখিয়া শেষ করিতে হইয়াছে বলিয়া কার্য্য বিবরণের নানা স্থলে ভ্রম পরিদৃষ্ট হইবে। আশা করি সহৃদয় সাহিত্যিকবৃন্দের নিকটে তাহা মার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী
সম্পাদক।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন।

তৃতীয় অধিবেশন।

কার্য্য-বিবরণ।

প্রথম ভাগ।

স্থান—গৌরীপুর রাজবাটী, আসাম।

উপস্থিত প্রতিনিধিগণ।

রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্।
" পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্।
" মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার কুণ্ডী।
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যালঙ্কার, সহকারী সম্পাদক রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।
" প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী, উকীল।
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
" কিশোরীমোহন হালদার।
" মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাদি রক্ষক রঙ্গপুর-পরিষৎ।
" হেমচন্দ্র সেন, পেশকার জজ আদালত।
" প্রফুল্লনাথ দাস গুপ্ত।
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু, জমিদার ও সহকারী সম্পাদক রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।
" রোহিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
" যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার।
" পূর্ণচন্দ্র নন্দী, জমিদার।
" যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী, জমিদার।
" রামকুমার দাস, দেওয়ান, ফতেপুর ইষ্টেট।
" গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
" গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, তাজহাট হাইস্কুল।
" সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী।
" রাসবিহারী ঘোষ, মোক্তার।
" দীননাথ বাগচী, বি, এল।
" ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস।
" আশুতোষ মজুমদার বি, এল।
" রজনীকান্ত সান্যাল।
" বসন্তকুমার লাহিড়ী।

শ্রীযুক্ত লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার বামনডাঙ্গা বড়তরফ।

,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল।

,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, সহকারী সম্পাদক রঙ্গপুর-পরিষৎ।

,, চন্দ্রনাথ ঘোষ, ওভারসিয়ার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড।

,, শশিমোহন অধিকারী, সম্পাদক বঙ্গজননী।

,, দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী।

,, সুরেন্দ্রমোহন সর্দ্দার।

,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।

,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার কুণ্ডী, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের ও রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী সম্পাদক।

রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল।

,, শশধর রায় এম, এ, বি, এল।

,, কিশোরীমোহন চৌধুরী বি, এল।

,, অনাথবন্ধু মৈত্রেয়।

,, শ্রীরাম মৈত্রেয়।

দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।

,, পণ্ডিত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন বি, এল।

,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী সবরেজিষ্ট্রার।

বগুড়া।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্।

,, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, সম্পাদক, বগুড়া সাহিত্য সমিতি।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল।

,, সারদানাথ খাঁ বি, এল।

,, ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র বক্সী।

,, প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল।

,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল।

,, পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন, সম্পাদক রায়কালী শাখা সাহিত্য-সমিতি।

,, রাজেন্দ্রমোহন রায়, জমিদার।

,, উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ছাত্রসভ্য রঙ্গপুর-পরিষৎ।

,, শিবেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু।

কোচবিহার।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম, এ, বি, এল, সম্পাদক রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

,, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো।

,, নবসুন্দর দাস তহশীলদার।

,, কবিরাজ চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

,, মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হালিম আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক কোচবিহার জেন্‌কিন্স্‌ বিদ্যালয়।

,, বংশীধর কার্জ্জি।

,, চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ, জমিদার ও কোচবিহার মন্ত্রী-সভার সদস্য।

,, দীনেশচন্দ্র গুহ।

পাবনা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

,, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার।

কামরূপ জেলা।

কামাখ্যা পাহাড়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন।

গৌহাটি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, অধ্যাপক কটন কলেজ। সভাপতি

,, মল্লনারায়ণ দাস দেওয়ানী সেরেস্তাদার ডিপুটী কমিশনারের আফিস।

,, কুমার হংসধর সিংহ চৌধুরী।

,, বিষ্ণুরাম চৌধুরী।

,, গোপালকৃষ্ণ দে, লাইব্রেরিয়ান্ কর্জ্জন হল লাইব্রেরী এবং গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার সহকারী সম্পাদক।

,, মথুরামোহন বড়ুয়া, সম্পাদক এড্‌ভোকেট্ অব্ আসাম।

,, কন্দর্পনারায়ণ বড়ুয়া।

গোয়ালপাড়া জেলা।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ বি, এল।

,, গঙ্গাচরণ সেন, ব্যাঙ্কার।

,, সতীশচন্দ্র বড়ুয়া, জমিদার।

ধুবড়ী।

শ্রীযুক্ত কুমার বিপ্রনারায়ণ বি, এ।
,, নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, ম্যানেজার লক্ষ্মীপুর ইষ্টেট।
,, বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এল।
,, যামিনীকান্ত বসু, উকিল।
,, মনোমোহন গুহ, উকিল।
,, প্যারীমোহন দত্ত, উকিল।
,, ভবানীকান্ত দাস, উকিল।
,, অনুকুলচন্দ্র দাস বি, এল।
,, পূর্ণচন্দ্র রায়, শিক্ষক ধুবড়ী জেলা স্কুল।
,, ভগবানচন্দ্র পাল, শিক্ষক ধুবড়ী জেলা স্কুল।
,, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।
,, শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত, মোক্তার।
,, ফটিকচন্দ্র সরকার।
,, মুন্সী নেজাবুদ্দীন খোন্দকার, হেড ক্লার্ক লোকাল বোর্ড।
,, মৌলবী আব্‌দুল রসীদ।
,, সূর্য্যকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।
,, কেদারনাথ দত্ত।

বিজনী।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন সুপারিণ্টেডেণ্ট্ বিজনী ষ্টেট্।

গৌরীপুর।

অনারেবল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, দেওয়ান গৌরীপুর-রাজ
অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ।
" " ত্রিলোচন ন্যায়বাগীশ।
" গগণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" শচীপতি চক্রবর্ত্তী।
" বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
" রুদ্রনারায়ণ বড়ুয়া।
" শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া।
" প্যারীকিশোর বড়ুয়া।
" মহেশচন্দ্র দত্ত সবরেজিষ্ট্রার।
" ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী এল, এম, এস।
" " হরকুমার গুপ্ত।
" " ঈশ্বরচন্দ্র দাস গুপ্ত।
" পণ্ডিত তারানাথ স্মৃতিরত্ন, প্রধান পণ্ডিত গৌরীপুর
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

" নৃত্যগোপাল গোস্বামী বি, এ, হেডমাষ্টার ঐ।
" অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, দ্বিতীয় শিক্ষক ঐ।
" হেমচন্দ্র দত্ত, বি, এ, অতিরিক্ত শিক্ষক ঐ।
" যতীন্দ্রমোহন রায় ৪র্থ শিক্ষক ঐ।
" মুন্সী আবদুল ময়িদ, পোষ্টমাষ্টার।
" অভয়ানাথ চক্রবর্ত্তী।
" প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রাইভেট সেক্রেটারী গৌরীপুর-রাজ।

শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র নারায়ণ রায়, সহকারী সম্পাদক অভ্যর্থনা-সমিতি।
" বেণীলাল মুখোপাধ্যায়।
" সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
" শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী, ইঞ্জিনিয়ার।
" আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সবওভারসিয়ার।
" পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার।
" মুন্সী ছারাজুদ্দীন সরকার।
" " আহাম্মদআলি সরকার।

ইহা ছাড়াও গৌরীপুর ও গোয়ালপাড়াবাসী বহু ভদ্রলোক সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

কলিকাতা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী সহকারী সম্পাদক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান সহকারী, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম।
" সতীন্দ্রসেবক নন্দী।

এতদ্ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে সম্মিলনে যোগদানার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন, পুলিশের অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কৃষ্ণনগর।
" হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
" পণ্ডিত হরসুন্দর সাংখ্যরত্ন, ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক।
" দামোদর দত্ত চৌধুরী, আর্টিষ্ট আন্দুল, হাওড়া।

কার্য্য-বিবরণ।

১ম দিন—শনিবার ২২শে জানুয়ারী ১৯১০, ৯ই মাঘ ১৩১৬।

প্রাতঃকাল—সময় ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা।

১। মঙ্গলাচরণ।

২। প্রারম্ভিক সঙ্গীত।

৩। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতা।

৪। সভাপতি নির্ব্বাচন।

৫। সহানুভূতি বিজ্ঞাপকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৬। সভাপতির অভিভাষণ।

৭। সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্মিলনের বিগত বর্ষের কার্য্যাবলির উল্লেখ।

৮। সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্মিলনের উদ্দিষ্ট কতকগুলি প্রবন্ধের সার বিজ্ঞাপন ও তাহা গ্রহণ জন্য প্রস্তাব।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৯ই মাঘ, শনিবার গৌরীপুরের সাহিত্যানুরাগী অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের উদ্যোগে তদীয় প্রাসাদ সংলগ্ন গৌরীপুরাধিষ্ঠাত্রী ভগবতী মহামায়ার মন্দির প্রাঙ্গনস্থ সুবিস্তৃত নাটমন্দিরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতদুপলক্ষে নানাবর্ণের পত্র পুষ্প ও বিচিত্র পতাকাদি পরিশোভিত রমণীয় তোরণাদির দ্বারা গৌরীপুর রাজধানী ও সভামণ্ডপ বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মহার্হ আস্তরণ বিস্তৃত সুরচিত মঞ্চের উপর সভাপতির জন্য সুচারু কারুকার্য্যখচিত রজতাসন সংস্থাপিত করা হয়। হরিদ্বর্ণের লতা পল্লবরচিত সুরম্য স্তম্ভ সংন্যস্ত বিচিত্র আলেখ্যাবলী সভার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছিল। পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ ঘটিকার সময় রৌপ্যদণ্ড সংযুক্ত লোহিতবর্ণের রেশমী পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবকগণে-পরিবেষ্টিত হইয়া নির্ব্বাচিত সভাপতি গৌহাটী কটন্-কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয়কে লইয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। তৎপূর্ব্বে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী কর্তৃক শ্রেণীবদ্ধরূপে সংবিন্যস্ত কাষ্ঠাসনগুলি অধিকৃত হইয়াছিল। ভদ্রমহিলাদের উপবেশনার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানেও জনতার অপ্রতুল ছিল না। সমবেত প্রতিনিধিগণ সভাপতি মহোদয় ও মাননীয় রাজা বাহাদুর আসন পরিগ্রহ করিলে কামাখ্যা পর্ব্বত নিবাসী আসামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুকবি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহোদয় একটি সুললিত ছন্দোনিবদ্ধ সংস্কৃত কবিতা উচ্চারণপূর্ব্বক সম্মিলনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

य: स्रष्टारं स्तुतवान् प्राक्‌तोऽस्मै
प्रादादिदं सर्व्वसाहित्यमूलम्।
स प्रत्यूहव्यूहमस्या निरस्यन्
विद्वद्गोष्ठ्या इष्टसिद्धिं विधध्यात्॥

जगति सदुपदेशच्छायया क्लेशघर्म्मं
रसघनरसवर्षैराश्रितानाम्पिपासाम्।
अमृतमयफलाढ्य: दुर्व्विपाकाम्बुभुक्ता-
मपनयतु नितान्तं साधुसाहित्यवृक्ष:॥

श्रीधीरेश्वराचार्य्यदेवशर्म्मण:।

কোচবিহার জেনকিন্স বিদ্যালয়ের আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৌলবী মহাম্মদ আব্দুল হালিম সাহেব পবিত্র কোরাণ সরিফের কয়েকটি সুরা আবৃত্তি পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীশ্রীভগবানের নিকট সম্মিলনের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করিলে,

দিনাজপুরের প্রতিনিধি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক তদ্রচিত "দুর্গা স্তোত্র" পঠিত হইল। এই সুদীর্ঘ স্তোত্র সম্মিলনের অধিবেশনকালেই মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত নিম্নোদ্ধৃত প্রারম্ভিক সঙ্গীতান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

প্রারম্ভিক সঙ্গীত।

ভৈরবী মিশ্র—কাওয়ালী।

জয় জয় দেবী বীণাপাণি।
ত্রৈলোক্য-তারিণী জ্ঞানবিধায়িনী
অজ্ঞানতিমির বিনাশিনী॥
ভুবনে অতুল তব ক্রীড়াকুঞ্জে
কাব্য দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান,
ছিল সজ্জিত স্তরে স্তরে পুঞ্জে পুঞ্জে
জগত গৌরব আছিল তনয় তব
আজি হের ঘৃণ্য তারা নেহার জননী॥
বিদ্যানুশীলন লুপ্ত বঙ্গদেশে
ততোধিক হায় প্রাগ্‌জ্যোতিষে,
মূঢ় দেশবাসিগণ (তবু) এতকাল অচেতনে
আছিল সুষুপ্ত ভুলি চৈতন্যদায়িনী॥
আজি কতিপয় অকৃতী পুত্র মিলি
দিবে পদ-কোকনদে পুষ্পাঞ্জলি
উর মা—এস মা,—রাখ মা
অভয়পদে অভয়দায়িনী॥

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর সমাগত সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণকে সসম্মান অভ্যর্থনা করিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা।

সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ!

আনন্দচিত্তে ও অন্তরের সহিত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপ আমার দীনালয়ে আপনাদের শুভাগমন জন্য সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আসাম ও বঙ্গ সাহিত্যিকগণের ভাষা ও ভাব বিনিময়ে দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে এই আশায় আপনাদিগকে উভয় প্রদেশের সঙ্গমস্থলে গোয়ালপাড়া জিলায় আহ্বান করিয়াছিলাম, আপনারা সাদরে উক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন।

আপনারা শীতের নিদারুণ কষ্ট সানন্দে অবহেলা করিয়া, দূর ভ্রমণ জনিত বিবিধ অসুবিধা ও ক্লেশ অবাধে উপেক্ষা করিয়া, সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন দেখিয়া আমি আমাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

এখানে অবস্থান কালে আপনাদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে অনেক বিষয়ে ত্রুটীও লক্ষিত হইতে পারে। কেননা আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা থাকা সত্বেও এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি উদার-হৃদয় মনীষি-মণ্ডলী স্বীয় গুণে তৎসমুদায় মার্জ্জনা করিবেন।

অদ্য এই ক্ষুদ্র সভামণ্ডপে কলিকাতা, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী, গৌহাটী প্রভৃতি স্থান হইতে শুভাগত সাহিত্যিকগণের সমাবেশ দেখিয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি; তাঁহাদের দর্শনে আমি পবিত্র ও ধন্য হইলাম। গৌরীপুরবাসীরাও ধন্য ও পবিত্র হইল।

সাহিত্যিকগণের উজ্জ্বল তারকারাজির শুভ্র আলোকে ও স্বর্গীয় জ্যোতিতে এদেশও আলোকিত ও পবিত্র হইবে সন্দেহ নাই।

এই শুভ সম্মিলনে বঙ্গ ও আসামের সাহিত্যরথিগণের পরস্পর আলাপ ও পরিচয়ে, চেষ্টা ও যত্নে দুর্ভেদ্য সমস্যাময় যবনিকার অন্তরাল-স্থিত অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়া দেখাইবে যে, প্রকৃতির লীলাভূমি এই আসাম প্রদেশেও প্রাচীনকালে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, তাস্কর ও তক্ষণ বিদ্যায়, সামাজিক রীতি ও নীতিতে তৎকালীন সভ্য জগতে হীন স্থান অধিকার করে নাই।

বাঙ্গালার নবদ্বীপ, আসামের কামরূপ। মহাপীঠ কামাখ্যায় বোধ হয় সামগানের শেষ উচ্চারিত পদটুকু এখনও গুহায় গুহায় পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু কালের কঠোর অত্যাচারে আজ সবই বিলুপ্তপ্রায়! সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই!

যতিশ্রেষ্ঠ সহিষ্ণুতার পূর্ণাবতার সূর্য্যবংশ-কুলগুরু মহামুনি বশিষ্ঠ এই পুণ্যভূমি আসামেই আশ্রমস্থাপন করিয়াছিলেন। কামরূপের বশিষ্ঠা-শ্রম এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আরও দূরে শোণিতপুরে (তেজপুর) উষা দেবীর কারুপ্রস্তরময় হর্ম্ম্যাবলীর ভগ্নাবশেষ উষার আলোকের মত প্রাচীন ইতিহাসের অস্পষ্ট আলোক প্রদান করিতেছে।—ঐ শোণিতপুরে লৌহিত্য তটে ঋজুভাবে দণ্ডায়মান, অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ ধেনুভঙ্গপর্ব্বতপার্শ্বস্থিত নাতিক্ষুদ্র শিলাখণ্ড অতীত গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে, স্বীয় বক্ষে অতি যত্নে অজ্ঞাত বর্ণমালায় লিখিত কোনও প্রাচীন ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। কিন্তু হায়! কালের করাল দৃষ্টিতে অক্ষরগুলি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিতেছে। এখনও প্রত্নতত্ত্বজিজ্ঞাসু মহাত্মগণের সমবেত চেষ্টায় উহার উদ্ধার সাধন হইতে পারে।

অদূরে গদাধর নদের পরপারে সম্মিলনের নিকটে রাজা পরীক্ষিতের সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী স্তূপীকৃত ইষ্টক রাশিতে পরিণত হইয়া কোনও উপযুক্ত পুরাতত্ত্ববিদের হস্তে যোগ্য উপাদান হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সম্মিলনের অতি নিকটে সভা মণ্ডপের উত্তরে সুবিস্তৃত নবাবীগড়, যাহা বীরপুঙ্গব মানসিংহের গড় (রাস্তা) বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত, আসামে মুসলমান আক্রমণের সময় নিরূপণের সহায় হইয়াছে। দূরে রাঙ্গামাটী পর্ব্বতে সেনাপতি মিরজুমলার প্রতিষ্ঠিত মসজেদ মুসলমানগণের অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধুবড়ীর নাম অনেকেই জানেন পুরাণান্তর্গত নেতা ধোপানীর পাট এখানে ছিল বলিয়া উহার নাম ধুবড়ী হইয়াছে। সম্ভবতঃ ধোবা বুড়ীর অপভ্রংশ বর্ত্তমান ধুবড়ীতে দাঁড়াইয়াছে। আবার ঐ ধুবড়ীতে 'শিখটিলায়' একটি প্রাচীন মন্দির শিখগুরু নানকের ধর্ম্ম কিরূপে দুর্গম আসামে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে তাহাই নীরবে প্রকাশ করিতেছে। আরও কত কি প্রাচীন কীর্ত্তির শেষ চিহ্নটুকু উপযুক্ত যত্ন ও গবেষণার অভাবে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে কে বলিতে পারে? শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবনীও ক্রমে ক্রমে ঠাকুরমার উপকথায় পরিণত হইতেছে। বলিতে লজ্জা হয়, এই কামরূপের—সমগ্র আসাম খণ্ডের বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বাধীন মত প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ শঙ্কর দেবের জীবনী এদেশের কয়জনে জানেন বা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। কৃত্তিবাসের লুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য বঙ্গ সাহিত্যিকগণের যেরূপ সমবেত চেষ্টা হইতেছে, আমাদের লুপ্ত গ্রন্থাদি উদ্ধারের জন্য সেরূপ চেষ্টা দেখিতেছি কৈ?

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে কত লুপ্তরত্নের উদ্ধার হইয়াছে ও হইতেছে, সভাস্থ বিদ্বন্মণ্ডলীর তাহা অবিদিত নহে।

তাই সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গে এত গৌরব ও আদরের জিনিষ। শুধু বঙ্গের বলিয়াই বা বলি কেন? ভারতেরও গৌরবের জিনিষ। এই পরিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আসামেও স্থানে স্থানে প্রাচীন লুপ্তরত্নের উদ্ধার ও ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহার্থ তুল্য সমিতি গঠিত হইলে দেশের ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যাবলী। আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে, এই রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে এমন সমস্ত দ্রব্য ও উপাদানাদি সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা অচিরে কোনও বিচক্ষণ প্রত্ন-তত্ত্ববিদের হস্তে উপযুক্ত সফলতা লাভ করিবে।

আমি আর অধিক বাক্যব্যয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে চাহি না। উদারহৃদয় সাহিত্যিকগণ আমার ভাষা ও ভাবে কোনও অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইলে নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন; এই বিশ্বাসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-রূপেও অনেক স্থলে অযাচিত ভাবেসাহিত্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি।

সভা আরম্ভের সময় সন্নিকট। আর অধিক বলিতে চাহি না।

পরিশেষে বক্তব্য আপনারা আমার সমুদয় ক্রটী মার্জ্জনা পূর্ব্বক আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা গ্রহণ করুন।

অতঃপর দিনাজপুরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি. এল, মহাশয় গৌহাটী কটন্ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, মহোদয়কে সভাপতির পদে বরণের প্রস্তাব উত্থাপন পূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন যে, এই সম্মিলনক্ষেত্রে সমবেত কর্ম্মী পুরুষদের প্রতি বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ আছে বলিয়াই আমার মনে হয়। আজ প্রকৃতির লীলা-নিকেতন মহাপীঠ কামরূপের সন্নিহিত গৌরীপুরে এই শুভ সম্মিলনের অনুষ্ঠান। ফলে আসাম ও বঙ্গবাসী পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের

মহা সুযোগ উপস্থিত। আশা করি, এই মণি কাঞ্চন সংযোগে অচিরে উভয় ভাষায় বিশেষ উন্নতি সাধিত এবং বাঙ্গালী ও আসামী ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে চিরসৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইবে। উপসংহারে সম্মিলনের আহ্বানকর্ত্তা বদান্যবর মাননীয় রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বক্তা উপবিষ্ট হইলেন। গৌহাটি নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারানাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় সময়োপযোগী একটি স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি পূর্ব্বক উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, ধুবড়ীর শ্রীযুক্ত মুন্সী নিজামুদ্দীন খোন্দকার সাহেবের অনুমোদনে এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হইল। নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয় আনন্দ কোলাহলের মধ্যে স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, রাজসাহীর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় সভাপতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতের গৌরব ভূষণ সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ স্বদেশবৎসল মহামনা মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত এবং উত্তরবঙ্গের গৌরবরবি সাহিত্যানুরাগী বদান্য ভূম্যধিকারী রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের আকস্মিক বিয়োগে সম্মিলনের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। কারণ তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত যশোগৌরবে তিনি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সাহিত্য জগতে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তিনি অসাধারণ মনীষা প্রভাবে রাজা প্রজা উভয়েরই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৃত মহাত্মার স্বদেশ হিতৈষণা অতুলনীয় ছিল। আজ সেই মনীষিপ্রধানকে হারাইয়া ভারতবাসী যে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কোনকালে তাহা পূরণ হইবে কিনা কে বলিতে পারে? রাজা মহিমারঞ্জন একজন নীরব সাহিত্যসেবী ছিলেন। আজীবন

জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত করিয়া চিরবিলাসিতার কোমলাঙ্কে প্রতি-পালিত ভূম্যধিকারিগণের সম্মুখে এক উজ্জ্বল আদর্শ সংস্থাপনপূর্ব্বক তিনি অনন্তধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। সাহিত্য চর্চ্চাই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। তিনি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার অধিনায়কত্বে শিশু-পরিষৎ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছিল। তাদৃশ যোগ্যতর কর্ণধারের অভাবে আজ ক্ষুদ্র পরিষৎ প্রকৃতই দিগ্‌ভ্রান্ত। এই সাহিত্য-সম্মিলনও তাঁহার নিকট কম ঋণী নহে। মাতৃভাষার এই অকৃত্রিম সেবকদ্বয়কে হারাইয়া দীনা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যিক সমাজ প্রকৃতই আজ এক বিষম অভাব উপলব্ধি করিতেছেন। বক্তা আরও বলিলেন যে, কোন শুভ কর্ম্মের পূর্ব্বে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নান্দীমুখের ব্যবস্থা আছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্য শুভ সম্মিলনের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সেই বিষাদময় গুরু ভার আমারই উপর অর্পিত হইয়াছে। এইরূপে মুক্তকণ্ঠে তিনি মৃত মহাত্মদ্বয়ের অসীম গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্বীয় বক্তব্যের উপসংহার করিলেন।

বগুড়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি-এল, মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন-কালে বলিলেন, মৃত উভয় মহাত্মার নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে ঋণী। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণই তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রকৃষ্টতর পন্থা।

ধুবড়ীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত প্যারীলাল দত্ত মহাশয় উত্থাপিত প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক আবেগভরে বলিলেন যে,প্রস্তাবিত মহাত্মদ্বয়ের লোকান্তর গমনে আজ বাঙ্গালী যেরূপ শোক সাগরে মগ্ন, তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে, অশ্রুবর্ষণই একমাত্র শোক প্রকাশের উপায়। সমবেত সভ্যমহোদয়গণ, আসুন আমরা সেই অশ্রু দ্বারা মৃত মহাত্মদ্বয়ের তর্পণাদির অনুষ্ঠান করি। সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমারের প্রতি

এই শোক প্রকাশের প্রস্তাব উথাপনের ভার প্রদত্ত হওয়ায়, সুবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে। বাস্তবিক তিনিই এই সাহিত্যকম্বরের নান্দীমুখ ও তর্পণাদি অনুষ্ঠানের যোগ্যতম পুরোহিত। এই সুযোগ্য পুরোহিত মাতৃভাষার সেবা করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করুন। সর্ব্বসম্মতিতে নীরবে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অনিবার্য্য কারণে যে সকল মহাত্মা সম্মিলনে যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়া পত্রাদি দ্বারা সম্মিলনের কার্য্যে সহানুভূতি বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে তাঁহাদের নামোল্লেখপূর্ব্বক সম্মিলন-সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

("ক" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

অনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

সভাপতির অভিভাষণ।

যিনি এই রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আমাদের সাক্ষাতেই বিরাজমানা, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া আমাদের কল্যাণ করুন। যাঁহার কৃপাকণায় মূক বাচাল হইয়া থাকে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরম দেবতা আমাদিগকে আরব্ধ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদনের শক্তি প্রদান করুন।

যখন মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণে আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তখন মনে ভাবিয়াছিলাম যে, সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-বিষয়ে নানা উপদেশ লাভ করিব; বিশেষতঃ নানা কারণে গতবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই বড়ই উৎসাহসহকারে 'আসিব' বলিয়া স্বীকার

করিয়া উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার পর তিনি যখন দ্বিতীয়পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিবার ভার দিলেন, তখন উৎসাহটা কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল; তথাপি রাজাদেশ বলিয়া সেই বিষয়েও স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত করিলাম। কিন্তু যখন ৬ই মাঘ বুধবার অর্থাৎ যে দিন গৌহাটি হইতে গৌরীপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা, তৎপূর্ব্বদিন একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমাকে এই সম্মিলনের অধিনায়কত্ব করিতে হইবে, তখন প্রকৃতই স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার অযোগ্যতা নানা প্রকারের—এই আপনাদের সমক্ষে যে ভাবে প্রবন্ধটি পাঠ করিতেছি, ইহাতেও এক প্রকার অযোগ্যতার চিহ্ন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছেন; সে বরং সামান্ত কথা। কিন্তু একটা সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণে যেরূপ ভাব ও ভাষার সমাবেশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহার অধিকারী আমি নই। আবার ঈদৃশ স্থলে পাঠ করিবার নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ রচনার্থ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে যতটুকু সময়ের আবশ্যক, তাহা পাওয়া ত দূরের কথা, কয়েকটিমাত্র কথাও যে গোছাইয়া বলিতে পারি, সে সময়ও পাওয়া গেল না। প্রকৃতই একটি মাত্র দিনের মধ্যে ইহা কোনও রূপে লিখিয়া সমাপন করিতে হইয়াছে। আমারই দুর্ভাগ্যের বিষয়! শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর যে সাধ করিয়া এই অযোগ্যের উপর এরূপ গুরু ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। হস্তিনাপুরাধিপতি যেমন ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণাদির অভাবে মদ্রবীর শল্যবর্ম্মাকে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, গৌরীপুরাধিপতিও মাদৃশ ব্যক্তিকে তাদৃশ হেতুতেই বোধ হয়, এই কার্য্যে বৃত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ যাহাতে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় প্রথমাধিবেশনে বৃত হইয়াছিলেন, যে পদে পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় দ্বিতীয় অধিবেশনকালে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তৎস্থলে আমার ন্যায় শক্তিসামর্থ্যহীনের নিয়োগ আমার পক্ষে

অতীব সম্মানের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তুলনায় উপহাসভাজন হওয়ার আশঙ্কাও যে একটা আছে, তাহা বোধ হয় বলা বাহুল্যমাত্র।

সহৃদয় সভ্য মহোদয়গণ,—আপনাদের প্রায় সকলেই হিন্দু-সন্তান; একটি শিলাখণ্ড কিংবা মৃৎপ্রতিমা সম্মুখে বসাইয়া যেমন আপনারা ইষ্টদেবের ধ্যানে চিত্ত সমাহিত করিয়া থাকেন, আশা করি, তেমনই মৃৎ-শিলোপম এই অযোগ্যকে সাক্ষাতে রাখিয়া আপনাদের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন।

এইবার উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন গোয়ালপাড়া গৌরীপুরে হওয়াতে ইহার কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। গোয়ালপাড়া বঙ্গদেশ ও আসামের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। তীর্থরাজ প্রয়াগে যেমন গঙ্গা ও যমুনা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া প্রবাহমানা হইয়াছে, গোয়ালপাড়াতেও বঙ্গ-ভাষা ও অসমীয়-ভাষা সংমিশ্রিত ভাবে অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। প্রয়াগের পুণ্য-সঙ্গমে যেমন ক্বচিৎ শ্বেত গঙ্গাপ্রবাহ ক্বচিৎ কৃষ্ণা যমুনা-লহরীর মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য নিরীক্ষণে দর্শকের মনে মহাকবি কালিদাসের সেই—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ-
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।

ইত্যাদি ললিত মধুর বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হয়, তেমনি গোয়ালপাড়ার কোনও স্থলে অসমীয় ভাষা, কোনও স্থলে বঙ্গভাষা এইরূপ এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হইয়া ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর মনে কৌতূহলোদ্দীপন হইয়া থাকে। সম্মিলনের আমন্ত্রণকারী রাজা বাহাদুরও সেই নিমিত্ত "আসাম ও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলন ও পরস্পর ভাষার উন্নতি সাধন কল্পে" গৌরীপুরে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া সবিশেষ সমীচীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিশেষতঃ যেমন রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে একবার ভগদত্তের প্রাগ্-জ্যোতিষপুর বিজয়ার্থ মহারথী অর্জ্জুন সসৈন্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তেমনই এই সম্মিলন যজ্ঞের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সাহিত্যিকবর্গ সমন্বিত মহারথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বর্ত্তমান প্রতিনিধি গৌহাটিতে গমনপূর্ব্বক ইহার জয়সাধন করিয়া সম্মিলনের কার্য্যক্ষেত্র সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুর হইতে কোনও বন্দী রাজসূয়স্থলে আনীত হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ স্থলে আমন্ত্রিত মহাত্মগণের নিকট বর্ত্তমান প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের —আসামের কাহিনী বলিবার জন্যই বোধ হয় তথা হইতে একজনকে ধরিয়া এখানে আনিয়া দণ্ডায়মান করা হইয়াছে। ফলতঃ এই নববিজিত এবং সম্মিলনে সংযোজিত দেশের বিষয়ে সভাস্থ অনেকেই প্রকৃত তথ্য অবগত না থাকিতে পারেন। তাই তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

এখন যাহাকে আসাম বলে তাহা এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের এক বিশিষ্ট অংশ লইয়া প্রাচীন 'কামরূপ' দেশ অবস্থিত ছিল। কালিকাপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্রে ইহার সীমার উল্লেখ আছে। যোগিনীতন্ত্রের একাদশ পটলে আছে—

"নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্॥
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়া তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥"

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমানে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম"

গবর্ণমেণ্টের যতদূর অধিকার, তাহার অধিকাংশ এবং কোচবিহার প্রাচীন কামরূপের অন্তবর্ত্তী ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল; তাই মহাভারতের যুগে রাজধানীর নামেই রাজ্যের পরিচয় ছিল। পুরাণতন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলে, কালিদাসের রঘুবংশে ৪র্থ স্বর্গে সর্ব্বপ্রথম কামরূপ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যে একই রাজ্যের নাম, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর বাণভট্টকৃত হর্ষচরিতের ৭ম উচ্ছ্বাসে দেখিতে পাই—কুমার ভাস্করবর্ম্মা হর্ষদেবের নিকট দূত পাঠাইয়া সেই নরকাসুরের সময়ের শ্বেতচ্ছত্র তাঁহাকে উপহার দিতেছেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হোয়েন্থ-সাঙ্ ইঁহারই নাম উল্লেখ করিয়া এই কামরূপের সভ্যতার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তারপর বলবর্ম্মা, ইন্দ্রপাল, রত্নপাল প্রভৃতির তাম্রশাসনগুলি কৃষকের লাঙ্গলাহত হইয়া বহু শতাব্দীর পর ভূগর্ভ হইতে সমুত্থান পূর্ব্বক শাসন-প্রদাতা রাজগণের বদান্যতার ও নরক-ভগদত্তের বংশে তাঁহাদের উৎপত্তির কথা ঘোষিত করিয়া তৎকালীন সভ্যতারও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাঁহারা তাম্রফলক গুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লিপিভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা ঐ গুলিকে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর এই ত্রিযুগব্যাপী যাহার ইতিবৃত্ত, সেই নরকাসুরের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপে ধারাবাহিক একটা সভ্যতা চলিয়া আসিতেছিল। আবার কালিকাপুরাণে (৩৯-৪০শ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই, ভগবান্ বরাহের পুত্র নরক বাণের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া সঙ্গদোষে "অসুর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, "শোণিতপুর" নরকের রাজ্যের কাছাকাছিই ছিল। বর্ত্তমান তেজপুরই সেই শোণিতপুর। অসমীয় ভাষায় শোণিত অর্থে "তেজ" শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; আসামপ্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী

মহাশয় বলেন যে, এই সে দিন মাত্র—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, আসাম অধিকারের (১৮২৬ খৃঃ) পর—কোনও ডেপুটি কমিশনর সাহেব এই নামটি অসমীয় গোছের হইবার জন্যই 'শোণিতের' পরিবর্ত্তে 'তেজ' করিয়াছেন! ইহা অসম্ভব নহে; কাছাড় জেলা ব্রিটিশ অধিকারে আইসার (১৮৩২ খৃঃ) পরও কিয়দ্দিন "হিড়ম্ব" নামে অভিহিত হইত—তাদৃশ কোন কারণেই বোধ হয় ইহারও নামটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আবার কালিকাপুরাণে (৩৯ অধ্যায়ে) দেখা যায়, নরক বিদর্ভরাজ-পুত্রীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে কুণ্ডিন নামে একটি নদী আছে—ইহার তীরে যে সকল ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, স্থানীয় পুরুষপরম্পরা প্রবাদ এই যে, ঐ গুলি রাজা ভীষ্মকের রাজধানী কুণ্ডিন নগরেরই ধ্বংসাবশেষ—নদীরও নাম নগরের নামেই নাকি কুণ্ডিন হইয়াছে। মহাভারত ও হরিবংশে বিদর্ভ ও তদ্রাজধানী কুণ্ডিনের সংস্থান স্পষ্টই বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণে নির্দ্দেশিত আছে। তবে নরকের শ্বশুরালয় এত দূরে না হইয়া সন্নিকৃষ্ট কুণ্ডিন-বিদর্ভে ছিল কি না তাহা সুধীগণের কিঞ্চিৎ বিভাব্য। ইতিপূর্ব্বে 'হিড়ম্বের' উল্লেখ হইয়াছে; ইহার প্রাচীন সংস্থানও এই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছিল, যদিও সম্প্রতি ইহার খানিকটা কাছাড় জেলা নামে আখ্যাত হইয়া সুরম্যোপত্যকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এই সকল হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, যে আসামকে উত্তরবঙ্গ সম্মিলন সমীচীনভাবেই স্বীয় কার্য্য গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছেন, ইহা এক বহু পুরাতন স্থান। যে সকল প্রাচীন ভূপতি এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেবল পরাক্রান্ত নহেন, বিলক্ষণ কীর্ত্তিমানও ছিলেন। ইঁহাদের সেই কীর্ত্তির চিহ্ন কোথায় গেল? তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? তবে সেই বিলোপের দুইটি

কারণ ;—প্রথম ও প্রধান স্বাভাবিক, দ্বিতীয় কৃত্রিম। সময় গতিতে ক্ষয় ও ভূকম্পাদিতে লয়ই স্বাভাবিক কারণ। কৃত্রিম কারণ বড়ই শোচনীয় ; আসাম ও বেঙ্গল রেলওয়ে যখন প্রস্তুত হইতেছিল, তখন ভূমি খনন দ্বারা গৌহাটি সহরের কাছে এবং আরও নানা স্থানে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল—সেই গুলি যে কোথায় গেল, কি হইল, তাহা বিধাতাই জানেন। তার পর তেজপুরে যে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ বাণরাজার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত, উহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে কয়েক খণ্ড মাত্র প্রস্তর ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট গুলি নাকি সহরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাইবার নিমিত্ত জনৈক সেনানী ডেপুটি কমিশনার ভূগর্ভে সমাহিত করিয়া তাহার উপরে আফিস আদালতের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

সেই প্রাসাদের একটি মাত্র অর্দ্ধভগ্ন স্তম্ভের প্রতিকৃতি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে (জানুয়ারি ১৯০৯) মুদ্রিত হইয়াছে—অপরগুলি যে তাদৃশ বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল না কে বলিতে পারে ?

যাহা হউক সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রাচীন ভগ্নাবশেষ গুলির পরিরক্ষণার্থ সম্প্রতি অনেক যত্ন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হিড়ম্ব-রাজকীর্ত্তি ডিমাপুরের স্তম্ভাবলীর এবং গড়গাঁও, রঙ্গপুর (শিবসাগরস্থ) প্রভৃতি স্থানের আহোম রাজকীর্ত্তি সমূহের সংস্কারকল্পে গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা অতীব প্রশংসাযোগ্য। যেখানে যে প্রাচীন বা আধুনিক কীর্ত্তির নিদর্শন আছে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত রাজপুরুষেরা তাহার তালিকাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের ধন্তবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুত গেইট্ সাহেবের "Report on the Progress of Historical Researches in Assam" নামক ১৮৯৭ সালে মুদ্রিত প্রবন্ধে, তিনি প্রায় চারি বৎসর কাল পরিভ্রমণ ও গবেষণা

দ্বারা যে সকল বিষয়ের সন্ধান জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের তালিকা এবং কোনও কোনও স্থলে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তাম্রশাসনাদিরও বিবরণ তাঁহারই সাহায্যে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে প্রকাশিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশে আহোম রাজগণের সময় হইতে যে ধারাবাহিক বুরুঞ্জি বা ইতিহাস আহোমদের ভাষায় কি অসমীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, ঐগুলি হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহাত্মা গেইট্ সাহেব "আসামের ইতিহাস" লিখিয়া আসামবাসীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

এই গেল গবর্ণমেণ্টের বা সাহেবদের কর্ত্তব্য পালনের প্রশংসনীয় কাহিনী। কিন্তু আমরা কি করিয়াছি? বলিতে গেলে এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই। অথচ এই স্থানে আমাদের এক বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গদেশবাসিগণ আসাম সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত ধারণা পরিপোষণ করেন, অথচ আসাম তাঁহাদের অতীব সন্নিকৃষ্ট, পূর্ব্বে বহুদিন —এবং সম্প্রতি কিয়দ্দিন যাবৎ পুনশ্চ—তাঁহারা আসামের সঙ্গে একই প্রদেশভুক্ত। সুদূর হিমালয়ের পথে মাসাধিক কাল পর্য্যটন পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমের কাহিনী প্রচারিত করা হইয়াছে; কিন্তু ডিব্রুগড় হইতে পাঁচ ছয় দিনে যে স্থানে পৌছা যায়, সেই পরশুরাম ক্ষেত্রের কাহিনী এ যাবৎ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল না। কনিষ্ক ও কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বহু অনুশীলন করা হইয়াছে—কিন্তু আহোম-আকবর রাজা রুদ্রসিংহের নাম কেহ জানেন কি না সন্দেহ। অমৃতসরের নামকরণ বিবরণ অনায়াসে বলিয়া দিতে পারি, কিন্তু শিবসাগরের কথা কিছুই বলিতে পারি না। "উদাসীন সত্যশ্রবা" এ সকল বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে আলোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও আজ উহার একখণ্ড কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না—বঙ্গবাসিগণের আসাম বিবরণ সংগ্রহে এত সমাদর!

সাহেবেরা এই সকল বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন, এবং পুস্তকাদি লিখিয়াছেন, এই হেতুবাদে আমাদের ঔদাসীন্য অবলম্বন সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাঁহাদের গবেষণায় অনেক ভুলভ্রান্তি আছে; তাঁহাদের লেখা ইংরাজীতে, ইহাতে আমাদের লাভ কি? বিশেষতঃ জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলে এই সকল বিবরণী স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব আমাদের এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্ত্তব্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। গতবর্ষে গৌহাটিতে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভা স্থাপিত হওয়াতে এই সকল বিষয় কিছু কিছু আলোচিত হইতেছে বটে; কিন্তু মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র সভার দ্বারা আশানুরূপ কাজ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

এই বৎসর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন এই আসামের এক দেশে হইতেছে; এতদুপলক্ষে সম্মিলনের প্রথম সভাপতি শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহোদয় এবং সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিকগণ পুরাণোক্ত সমগ্র কামরূপের কেন্দ্র স্থান ৺কামাখ্যাধিষ্ঠিত নীলাচলে এবং আসামের বর্ত্তমান রাজধানী গৌহাটি সহরে গমনপূর্ব্বক ইহার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে আশা করা যায় যে, আসামের প্রাচীন তত্ত্ব বিষয়ে যথোচিত আলোচনা হইবে। মনে রাখিবেন যে, উত্তরবঙ্গ ও আসাম প্রাচীনকাল হইতে পরস্পর সম্বন্ধ—এই আসাম-প্রদেশ পূর্ব্বে যখন বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন ছিল, তখন উত্তরবঙ্গ ও আসাম একই স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের অধীন ছিল। অতএব উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন কর্ত্তৃক আসামকে আপন কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করা সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে। কেবল পুরাতত্ত্ব নহে, অন্যান্য নানা বিষয়েও আসাম-প্রদেশ বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। আসামে যত প্রকারের জাতি ও রীতিনীতি দেখিতে পাওয়া যায়, যত

প্রকারের বিভিন্ন ভাষা ও ভূষা প্রচলিত, যত প্রকারের উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য আছে, বোধ হয় ভারতবর্ষের অপর কোনও প্রদেশে এত আছে কিনা সন্দেহ।

এই সকল বিষয়ে কোনও রূপ গবেষণা করিতে হইলে, আসামে যত মালমসলা পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা সুদুর্লভ। বিখ্যাত-পণ্ডিত মিঃ সি, বি, ক্লার্ক কেবল উদ্ভিদ্বিদ্যার অনুশীলনের সৌকর্য্যার্থ বৃদ্ধ বয়সে আসামে আসিয়া স্কুল ইন্‌স্পেক্টার হইয়াছিলেন, আর আমরা আসামে কোনও কিছু শিখিবার বা জানিবার আছে কিনা তাহারই তত্ত্ব রাখি না।

এই আসাম ও বাঙ্গালার সংমিশ্রণ স্থানে আহূত সাহিত্য-সম্মিলনে অসমীয় ও বঙ্গভাষা উভয়েরই সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার উপভাষা (dialect) মাত্র কিনা, এ বিষয়ে এক বিরাট আন্দোলন এই প্রদেশে হইয়া গিয়াছে। আহোম রাজ-গণের সময় রাজ ভাষা (court language) যে অসমীয় ভাষাই ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই অসমীয়া আহোমদের আপন জাতীয় ভাষা নহে। ইঁহারা ব্রহ্মদেশীয় নিজভাষা এস্থানে আগমনের অল্পপরেই পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের নর্ম্মাণগণের ন্যায় বিজিত জাতির ভাষাই গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। প্রথমে তাঁহাদের আপন ভাষাতেই ইতিহাস গ্রন্থ (বুরঞ্জি) লিখিত হইত, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাও অসমীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

আসাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে, অসমীয় ভাষাকে বাঙ্গালার উপভাষা মনে করিয়াই বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে ও আদালতে বঙ্গভাষারই ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ বৎসর পরে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন নামক আসামের জনৈক প্রতিভাশালী কৃতিসন্তান এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকটন করেন। ইতিপূর্ব্বেই মিশনরী মহাত্মগণ অসমীয়

ভাষায় তাঁহাদের পুস্তকাদি লিখিয়া জন সাধারণের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করিতেছিলেন এবং তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম "অরুণোদয়" পত্রিকা শিবসাগর হইতে প্রকাশিত করিয়া অসমীয় ভাষায় বিজ্ঞানাদির প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আনন্দরাম ফুকনের পিতা হলিরাম ফুকন আসামের একখানি ইতিহাস বাঙ্গালাভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গদেশে মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং আনন্দরাম ফুকন স্বয়ং আইন সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক ইংরেজী হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ-শতবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত করেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রচার বঙ্গভাষায় বোধ করি, উহাই সর্ব্বপ্রথম ;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতেও আনন্দরাম ফুকন অতএব একজন স্মরণীয় পুরুষ।

যাহা হউক, মিশনরিগণের প্ররোচনায় এবং অসমীয় ভদ্রলোকদের প্রার্থনায় সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ১৮৭৩ অব্দে অর্থাৎ আসাম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আসিবার ৪৭ বৎসর পরে পাঠশালায় অসমীয় ভাষার প্রবর্ত্তন করেন এবং তখনই ইহা আদালতের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষায় অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে এবং নর্ম্মাল ও এণ্ট্রেন্স স্কুলে বঙ্গভাষাই প্রচলিত থাকিল। কিন্তু ১৮৯৮ সাল হইতে ক্রমশঃ ঐ গুলিতেও অসমীয় ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ ও এফ্, এর ভার্ণাকিউলার (vernacular) বলিয়াও অসমীয় ভাষার সমাদর হইয়াছে, এবং কিয়দ্দিন হইল, হাইকোর্টের ফরম গুলিও অসমীয় ভাষায় অনূদিত হইবার অনুজ্ঞা হওয়াতে বঙ্গভাষার সঙ্গে আসামবাসিগণের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে অভিন্ন ও কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বতন্ত্র তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রবন্ধান্তর লিখিত হইয়াছে, তাহা এই সভায় পঠিত হইবে। (কার্য্য বিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।)

এক্ষণে অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষার উপভাষা কিনা, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ডাক্তার গ্রিয়ার্সন তদীয় Linguistic Survey of India গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Whether Assamese is a dialect or a language is really a mere question of words which is capable of being argued *adinfinitum* for the two terms are incapable of mutually exclusive definition. Like 'hill' and 'mountain' they are convenient methods of expression, but no one can say at what exact point a hill ceases to be a hill and becomes a mountain. It must be confessed that if we take grammar alone as the basis of comparison it would be extremely difficult to oppose any statement to the effect that Assamese was nothing but a dialect of Bengali. The dialect spoken in Chittagong. which is universally classed as a form of the latter language, differs far more widely from the grammar of the standard dialect of Calcutta than does the Assamese. If grammar is to be taken as test and if on applying that test we find that Assamese is a language distinct from Bengali, then we should be compelled with much greater reason to say the same of the Chittagong *patois*." Vol. V. Part I pp. 393-94. এইরূপ বলার পরেও গ্রিয়ার্সন্ সাহেব অসমীয় ভাষা স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য বলিয়া যে যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আসামের ইতিহাসে গেইট্ সাহেব তাহাই

কিঞ্চিৎ জোরের সহিত বলিয়াছেন উহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ;—"It may be pointed out that the possession or otherwise of a separate literature is generally regarded as one of the best tests to apply, and that if this be taken as a criterion, Assamese is certainly entitled to rank as a separate language. Assamese is believed to have attained its present state of development independently of and earlier than Bengali; and it is the speech of a distinct nationality which has always strenuously resisted the efforts which have been made to foist Bengali on it (pp. 328-329.)

গেইট্ সাহেবের ইতিহাসের এই অংশের সমালোচনা উপলক্ষে মৎ-কর্তৃক যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা একটু দীর্ঘ হইলেও এস্থলে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি :—

"Since the Assamese gentlemen of education and position, almost without exception, are very keen on having their mother-tongue recognized as an independent language, none should have any objection to Assamese having a distinct place of its own. But the argument of Mr. Gait is open to criticism. The first Asssmese books were written by Sankara Deva, Madhava Deva, Ananta Kandali and others, who flourished during Naranarayan's time, *i. e.*, by the middle of the 16th century. But the poems of Chandidas were

composed about a century and a half earlier (circ. 1400 A. D.) and Krittibas also wrote his Ramayan about a century earlier (circ. 1459 A. D.) প্রায় হাজার বৎসরের প্রাচীন শূন্য পুরাণের কথাটা তখন ভ্রমতঃ এস্থলে উল্লিখিত হয় নাই। So, the Assamese literature cannot claim precedence in time. Whether its development was "independently of Bengali" or not, is a point which it is very difficult to discuss. But when we consider even on Mr. Gait's authority, that the wave of the religious movement of Sri Chaitanya reached Assam and led to the foundation of the Mahapurushiya sect, the wave of the renaissance of the vernacular literature to propagate that religion of love and devotion in Bengal must have also done much to stir up the literary activity among the inhabitants of Kamarupa. The unification of these two dialects Assameseand Bengali,would not, in my humble opinion, lead to any other results than beneficial to the people of Assam who seem to have done very little since Naranarayan's time for the development of their language. The opportunity was a fair one, which has now gone away there was a special facility, too, for this, as the script was the same for both the languages ; and as to the existing books in the dialect they would form part of the great body of the Bengali literature as will

be evident from the fact that Babu Dineshchandra Sen author of a history of the Bengali literature has actually included the Ramayana written by Ananta Kandali in his subject-matter as he was kept in the dark as to the locality to which the author belonged. It is fortunate for our Assamese brethren that there desire to have the recognition of their mother-tongue as a court language, has been so easily fulfilled; the Irish-men and the Welsh people whose mother languages are of Celtic origin—and so, quite distinct from the Teutonic English—have not got the same privilege as yet." Mr. Gait's History of Assam; A study. p. 21.

আমাদের আসামবাসী বন্ধুগণ অবশ্য দেশবৎসলতা দ্বারা পরিচালিত এবং মাতৃভাষার প্রতি স্নেহপরায়ণ হইয়াই আপনাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অতিদূরদর্শী হইয়া আপাতস্বার্থ কেহ বিসর্জ্জন দিতে পারে না; এবং সকলেই নিজের বিষয়ে পক্ষপাতী হয়, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁহারা এখন অসমীয়া ভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাষা গ্রহণ করুন, সে কথাও বলিতেছি না। কিন্তু এই ভাষা স্বাতন্ত্র্য নিবন্ধন বঙ্গ ও আসামবাসির পরস্পর বিবাহাদি সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এক হইয়া যাওয়ার পক্ষেও যে বিঘ্ন হইল ইহাই প্রধানতঃ আক্ষেপের কথা।

এতৎ প্রবন্ধে এই বিষয়টি উল্লেখ করিবার একটু কারণও আছে। আসামবাসী অনেকের ইচ্ছা গোয়ালপাড়া জেলায় অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদের প্রধানতঃ এই মত যে, (১) গোয়ালপাড়ার অধিকাংশ

লোক অসমীয়া ভাষাই ব্যবহার করে, (২) এই জেলার লোক প্রায়শঃ মহাপুরুষীয়া, অতএব অসমীয় ভাষা না শিখিলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শঙ্করদেব প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠের অসুবিধা হইবে। তাঁহাদের এই হেতুদ্বয়ের প্রথমটি সেনসাস্ টেব্‌ল্ দ্বারা সমর্থিত হয় না। ১৯০১ সালের সেন্‌সাসে গোয়ালপাড়ার ১০,০০০ জনমধ্যে ৬,৯২৬ জন বঙ্গভাষা, ২৪৬ জন মাত্র অসমীয় ভাষা, ২৭৯ হিন্দিভাষা এবং অবশিষ্ট কাছাড়ী গারো রাভা ইত্যাদির ভাষা বলে। দ্বিতীয় হেতুবাদ সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, শঙ্করদেবাদি রচিত ঘোষা প্রভৃতি পড়িয়া বুঝিবার নিমিত্ত অসমীয় ভাষার প্রবর্ত্তন অনাবশ্যক। শঙ্করদেবের কবিতার ভাষা কিরূপ ছিল তাহার নমুনা প্রবন্ধান্তরে প্রদর্শিত হইবে। বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিলেই উহা অনায়াসে বোধগম্য হইয়া থাকে। অপিচ যখন প্রথম অসমীয়ভাষা কামরূপ জেলায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ঐ জেলার বহু সংখ্যক লোক উহাতে আপত্তি করিয়াছিল। কামাখ্যা পাহাড়ের উপর যে উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়টি আছে, তাহাতে অদ্যাপি বাঙ্গালাই প্রচলিত। কামরূপের সাধারণ লোকে অনেকে আজিও কাশীরামদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রাময়ণ পড়িয়া থাকে।

বঙ্গভাষা পূর্ব্বে আসামের পার্ব্বত্য জাতি-সমূহের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; কাছাড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে, গারোপাহাড়ে, মণিপুরে ও লুসাই পাহাড়ে বঙ্গভাষাই চলিত। এখন তত্তজ্জাতির নিজ নিজ ভাষা—তাহাও প্রায়শঃ ইংরেজী অক্ষরে—অধ্যাপিত হয়। এইরূপ ঘটাতে পাহাড়ী জাতীয় লোকগুলি যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে সংসৃষ্ট থাকিত তাহার পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালী সমাজের অপেক্ষা এই সকল জাতিরই অধিকতর ক্ষতি হইল।

আসামে বঙ্গভাষা প্রচলিত না হওয়াতে আসামের আরও একটি গুরুতর ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। বঙ্গভাষার সহিত অসমীয় ভাষা মিশ্রিত

হইয়া গেলে আসামের প্রাচীন সাহিত্য বঙ্গভাষার সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত। এবং আসামের যে সকল হস্তলিখিত বুরঞ্জি কি অন্যান্য পুঁথি আছে, তাহাও নিজের সম্পত্তি ভাবিয়া বঙ্গীয়সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিত, আবিষ্কৃত, আলোচিত ও প্রকাশিত হইত—যেমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নানাস্থানের পুঁথিগুলির উদ্ধার হইতেছে। এখন অসমীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া তাঁহারা ইহার দিকে আর দৃক্‌পাতও করিতেছেন না। আসাম প্রদেশে অসমীয়গণের মধ্যে অদ্য পর্য্যন্তও এই সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানাদি করিবার কোনও আয়োজন হইতেছে না—সত্বর হইবার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। পুঁথি গুলি প্রকাশিত হইলেও বিক্রয়াদি দ্বারা কোনও লাভ হইবার সম্ভাবনা কম। অসমীয়গণের মধ্যে এই সকল গ্রন্থের সমাদরকারী লোক সংখ্যা বস্তুতঃ বড়ই কম। সেন্‌সাসে দেখা যায়, মাত্র সাড়ে তের লক্ষ লোক অসমীয় ভাষা বলে; ইহাদের মধ্যে সাহিত্যের বিস্তৃতি আর কত হইবে? প্রায় পাঁচ কোটী লোক বঙ্গভাষা বলে; অসমীয় ও বাঙ্গালার মিলন হইলে শঙ্করদেব প্রভৃতির প্রতিভার পরিচয় এই পাঁচ কোটী লোকও পাইত। তাহা না হওয়ায় আসামের লাভ কি ক্ষতি হইল, বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

অসমীয় ভাষা বঙ্গভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার একটা ফল এই হইয়াছে যে, অসমীয় গ্রন্থকার মহাশয়েরা তাঁহাদের ভাষাকে বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র দেখাইবার নিমিত্তই বোধ হয়, যতদূর পারেন সাহিত্যে দেশজ কথার অবতারণা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অসমীয় প্রাচীন ভাষা এরূপ ছিল না। সাহিত্যের ভাষা লৌকিক ভাষানুযায়ী হইলে অনবরত এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র উহা পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়ে; তন্নিমিত্তে স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার পক্ষে অন্তরায় ঘটে। গভীর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি এইরূপ ভাষায় লিখিত হওয়া অনেক সময় প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অসমীয় ভাষার

গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সভার পঠিতব্য অপর প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরালোচনা বাহুল্য মনে করি।

অনেকের মত এই যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা আসায় আসামে বঙ্গভাষা প্রবেশলাভ করিয়াছে, আহোমরাজগণের সময়ে এখানে বাঙ্গালা ছিল না। ইহা অবশ্যই ঠিক যে, যদি আহোমরাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব না করিতেন, তবে প্রাচীন কামরূপীয় ভাষা বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া যাইত, হয়ত আজি অসমীয় ভাষার চিহ্নও দেখিতে পাইতাম না। আহোমরাজগণ এই ভাষাকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদের সময়ে আসামে ছিল না, ইহা বলা যাইতে পারে না। ১৫৫৩ শকে অসমীয় রাজার পক্ষ হইতে গৌহাটির তদানীন্তন মোসলমান ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁর নিকটে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গভাষায় লিখিত। ১৯০১ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে "আসামবন্তি" নামক তেজপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় "ঐতিহাসিক চিঠি" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। সভ্য মহোদয়গণ দেখিবেন প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষা কিরূপ ভাবে লিখিত হইত।

স্বস্তি বিবিধ গুণগাম্ভীর্য্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাব আলেয়ার খাঁ

সদাশয়েষু।

সস্নেহ লিখনং কার্য্যঞ্চ—আগে এথা কুশল; তৌমাৰ কুশল সততে চাহি। পৰং সমাচাৰ পত্র এহি। এখন তোমাৰ উকিল পত্র সহিত আসিয়া আমাৰ স্থান পঁহুছিল। আমিও প্রীতি প্রণয়পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম। আৰ তুমি যে লিখিয়াছ, তোমাৰ উত্তম পত্র আসিতে আমাৰ কিঞ্চিৎ মনস্বিতা না ৰহে এ যে তোমাৰ ভালাই দৌলত। অতএব আমিও পৰম আহ্লাদরূপে জানিতে আছো তোমাৰ আমাৰ অদ্বয়ভাব প্রীতি ঘটিলে

মনমাফিক সন্তোষ কি কাৰণ না হইবেক। আৰ তোমাৰ আমাৰ অত্যন্ত-ৰূপ আনন্দযুক্ত হইলে উভয় পক্ষ লোকৰ নাবিদ্বেশৰূপ অবিযুতা অন্তশেত কিসক না ৰহিবেক। এ কাৰণ তুমি লেখিবাক পোৱা।—আৰ তুমি যে লেখিয়াছ, পূৰ্ব্বে সত্ৰাজিতেৰ সময় সিঙ্গৰি বালিপাড়া বৰগাও এই সকলত আমাৰ লোকজনে হাট খৰিদ কৰিয়া আপন মাফিক নিৰ্ম্মিত কৰিয়াছিল, এমত খান বুলিতে তোমাৰ উচিত নোহে। সেই ওক্তেত পাৎসাই লোকক ভোট পাহাড়ী ডফলা অনেক ঘাইল কৰিলেক। আমাৰও ফুকন ডাঙ্গৰিয়া সকলে অনেক প্ৰকাৰ করি বাৰম্বাৰ পাহাড়ী লোকক কাটীলেক। তত্ৰাপি তাহাৰ বদনাম আমাত হইল। এখনো যে তাৰক কৰিবাক চাহ এমন গোট তোমাৰ উচিত না হয়। আৰ অপৰ তুমি যে বুলিয়াছ ২৩ জন মনুষ্য তোমাৰ যে ঘাইল কৰিতে আছ, আমি তো তাৰেক নিৰ্ম্মীত কৰিতে নাহি পাৰে। সম্প্ৰতি প্ৰীতিপক্ষত তোমাৰ এমন প্ৰকাৰ অপৰিতোষ কৰিবাৰ চিতেত উৎকৰ্ষ না বিশেষ। একটা হেঙ্গালৰ কাৰণ তুমি যে তিনি জন মনুষ্য লোহাৰে বান্ধিয়া তোমাৰ দিনেক নিয়া আছ, এমন ধৰ্ম্ম কৰিবাৰ তোমাৰ উচিত বেবহাৰ নোহে। কিন্তু বৰলোকেৰ জবানি হস্তিদন্তৰ সদৃশ যে লিখিছ ই গোট তোমাৰ প্ৰীতি ব্যবহাৰ হয়। কিন্তু বৰলোকেৰ বচনসামৰ্থতা কাৰ্য্যকামৰ দ্বাৰাএ জানি। আৰ অধিক কি কহিম। আমাৰ উকিল সনাতন ও শ্ৰীকানু শৰ্ম্মা প্ৰমুখে সমস্তে জানিবেক। ইতি শক ১৬৫৩।"

এই চিঠি হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, তদানীং কামরূপ পর্য্যন্ত মোসলমানের অধীন ছিল এবং তখন রাজভাষা এখানে বাঙ্গালা ছিল। ইহার প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে যখন কামরূপ রাজা নরনারায়ণের অধীন ছিল, তখনও এই স্থানে রাজভাষা বাঙ্গালা ছিল। তন্নিদর্শন স্বরূপ ১৯০১ সালের ২৭ জুন তারিখে 'আসামবন্তিতে' প্রকাশিত অপর একখানি চিঠি

এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৭৭ শকাব্দে অহোম নৃপতি চুকাম্ফা স্বর্গদেবের (ওরফে খোঁড়া রাজার) নিকটে লিখিত :—

স্বস্তি সকলদিগ্‌দন্তিকর্ণতালাস্ফালসমীৰণপ্রচলিতহিমকৰহাৰহাসকাশ-কৈলাসপাণ্ডৰযশোৰাশিবিৰাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতৰঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রক-লেবৰধীষণপ্রচণ্ডধীৰধৈর্য্যমর্য্যাদাপাৰাবাৰসকলদিক্‌কামিনীগীয়মানগুণসন্তান-শ্রীশ্রীস্বর্গনাৰায়ণমহাৰাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমাৰ কুশল। তোমাৰ কুশল নিৰন্তৰে বাঞ্ছা কৰি। অথন তোমাৰ আমাৰ সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতিৰ বীজ অঙ্কুৰিত হইতে ৰহে। তোমাৰ আমাৰ কর্ত্তব্যে সে বাদ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমৰা সেই উদ্যোগত আছি। তোমাৰো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয়, না কৰ তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী ৰামেশ্বৰ শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দাৰ উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামৰাই ইমৰাক পাঠাইতেছি। তামৰাৰ মুখে সকল সমাচাৰ বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপৰ উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গৰ মৎস ১ জোৰ বালিচ ১ জকাই ১ সাৰি ৫ থান এই সকল দিয়া গৈছে। আৰ সমাচাৰ বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমাৰ অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগৰি ১০ কৃষ্ণ চামৰ ২০ শুক্লচামৰ ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।”

ইহা হইতে শ্রোতৃবর্গ কিঞ্চিদধিক সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহার রাজধানীতে কিরূপ বাঙ্গালা ভাষা লেখা হইত তাহারও পরিচয় পাইলেন এবং এই দুইখানি চিঠিদ্বারা সূচিত হইল যে, আহোম রাজসভাতেও বাঙ্গালা লেখাপড়ার চর্চ্চা হইত—নচেৎ এই চিঠি পত্র লেখালেখি চলিত কিরূপে?

এ স্থলে অবান্তর হইলেও একটি কথা বলিতে হইল। আসাম বুরঞ্জি আলোচনা করা বঙ্গবাসিগণেরও একটা কর্ত্তব্য—কেননা এইরূপ চিঠি পত্র তাহাতে অনেক পাওয়া যাইবে। ইহাদ্বারা বঙ্গদেশের ইতিহাস-সম্পর্কীয় নানা কথাও জানা যাইবে এবং বঙ্গভাষার অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহারও বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে।

অসমীয় ভাষাদি সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন বঙ্গভাষার সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে। এতদ্বিষয়ে এই সম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশনদ্বয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং এই অধিবেশনেও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সম্মিলনের উদ্দিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও আমার ঐ একই কথা। গোয়াল-পাড়ার স্থানীয় ইতিবৃত্ত রাজাবাহাদুরই অনেকটা আপনাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। সে সকল বিষয়ের আলোচনা এক প্রকার পিষ্টপেষণবৎ বাহুল্য মাত্র; তৎসম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার জন্য চিন্তা করিবার সময়ও আমি পাই নাই। তবে একটি কথা বলিব; অসমীয় ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধে সেই ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলেও বলিতে চাই—কেননা তাহা বঙ্গভাষা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য মনে করি।

সমগ্র ভারতবর্ষে কালে এক ভাষা হয় ইহা স্বদেশহিতৈষী মাত্রেরই বোধ হয় চরম স্বপ্ন। সেইটি ঘটিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য প্রত্যেক ভাষার লোক সাধারণেরই এখন হইতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। সম্প্রতি ইহা দেখা উচিত, যেন ভাষা এইরূপে গঠিত হয় যাহাতে অপর ভাষাভাষী লোকেরা শুনিলে বা পড়িলে বুঝিতে পারে। এই নিমিত্ত প্রতি ভাষারই উচিত সংস্কৃতের দিকে টানিয়া চলা; সংস্কৃত মূলক শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইলে কেবল বিভক্তি প্রত্যয়ের পার্থক্য অবগত হইলেই এক ভাষার লোক অন্য ভাষা অনায়াসে বা অল্পায়াসে বুঝিতে

পারিবে। একলিপি-বিস্তার-পরিষদের বোধ হয় তাহাই চরম উদ্দেশ্য। আজ কাল বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা উপভাষা বিশেষের শব্দাদি চালাইতে চান, তাঁহারা যেন একটুকু স্মরণ রাখেন, এই নিবেদন। এখন, বিশেষতঃ যখন সমগ্র বঙ্গভাষী একই প্রদেশবাসী নহেন, তখন এক পক্ষের বেশী বাড়াবাড়ি হইলে, ঐক্যের বন্ধন স্বরূপ ভাষাও যে কালে পৃথক্ না হইয়া যাইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

উপসংহারের পূর্ব্বে সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে সাধারণ দুই একটি কথা বলিতে চাই। এতদ্বিষয়ে বোধ করি অনেকেই আমার মতাবলম্বী হইবেন না। তথাপি যখন আপনারা আমাকে বলিবার অধিকার দিয়াছেন তখন ব্যক্তিগত মতটাও বলিয়া ফেলা ভাল। সাহিত্য-সম্মিলন আমার মতে সাহিত্যিক বর্গের একটা মজলিশের ন্যায়ই হওয়া উচিত। ইহাতে আড়ম্বর করিয়া সভাপতি নিয়োগ, অভ্যর্থনা সমিতি গঠন, অভ্যর্থনা সমিতির সম্ভাষণ, সভাপতির অভিভাষণ, প্রস্তাব উত্থাপন, তৎসমর্থন, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি এত ঘনঘটা করিবার প্রয়োজন কি? অবশ্য সাহিত্যিকগণের সম্মিলন হওয়া একান্ত আবশ্যক; তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতের আদান প্রদান একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু আড়ম্বর করিয়া কিছু করিলেই স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে কুণ্ঠার ভাব আসিয়া পড়ে, পরস্পর কথাবার্ত্তার সুযোগ এবং অবসরও থাকে না; কেননা, কার্য্যতালিকায় বহু কর্ম্মের সমাবেশ থাকে, এবং তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারিতে হয়। তার পর সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজি কালি "সাহিত্য" শব্দটির অর্থ বড় বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি অবান্তর বিষয় ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইতেছে। তবে "সাহিত্য-সম্মিলন" শব্দের পরিবর্ত্তে "সারস্বত সম্মিলন" নাম দিলে, বোধ হয় কাহারও কোনও আপত্তি থাকিবে না।

সভ্য মহোদয়গণ আমাদের বক্তব্যের কোনও প্রকারে উপসংহার করা হইল। আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত; আপনারা যে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমার এই নীরস বাগ্‌ব্যাপার শ্রবণ করিলেন, তজ্জন্যও আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমার মনে এই ক্লেশ হইতেছে যে, এই বিষয়ক ভার যোগ্যতর পাত্রে অর্পিত হইতে পারে নাই। যেখানে দেবদূতেরা পদক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করেন সেইখানে ব্যক্তিবিশেষ সবেগে ধাবিত হইতে কুণ্ঠিত হয় না—যে ভার প্রবীণতর সাহিত্যসেবিগণ গ্রহণ করিতে অসামর্থ্য বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে গ্রহণ করাও সেইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক "গতস্য শোচনা নাস্তি।" পরিশেষে প্রার্থনা এই যে, উদারাশয় আপনারা আমার দোষরাশি পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি কিছু সার থাকে তাহাই গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

আশা করি আপনাদের অনুকম্পায় সভার কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইবে। ভগবতী মহামায়া আমাদের সহায় হউন।

কার্য্যবিবরণ।

সভাপতি মহাশয়ের অহ্বানে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এই সম্মিলনের পূর্ব্বাধিবেশনের নির্দ্দেশমত সাহিত্যিক বৃন্দ এ পর্য্যন্ত সাহিত্য চর্চ্চায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী সহ উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিক তালিকা এবং তাঁহাদের পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নির্দ্দেশমত আরও কয়েকটি নাম উহার সহিত সংযোজিত হইয়া উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণরূপে যথারীতি গৃহীত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, কোচবিহার।
সমর্থক— „ অভয়ানাথ চক্রবর্ত্তী, গৌরীপুর।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, রঙ্গপুর।

("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

পাবনার শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় রচিত "উত্তরবঙ্গের কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ" এবং রাজসাহী, মালোপাড়ার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের "রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ শীর্ষক" প্রবন্ধদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সম্মিলন সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলে তাহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

উত্তরবঙ্গের কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ, রাজা বিরাট ও মৎস্যদেশ।

(কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম,এ, বি,এল, গৌরীপুর।

অনুমোদক—শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু, বগুড়া।

ইহার পর বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় স্নানাহারাদির নিমিত্ত সম্মিলনের কার্য্য স্থগিত থাকে।

কার্য্য-প্রণালী।

প্রথম দিবস।

অপরাহ্ন—সময় ২ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা।

প্রবন্ধ পাঠ—

১। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি,এ, সবডেপুটী কালেক্টর মহাশয় কর্ত্তৃক "সূর্য্যপূজা"।

২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল, (রাজসাহী) মহাশয় কর্ত্তৃক "ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্পের লক্ষণ।"

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম,এ, মহাশয়ের "বৈদিক সাহিত্য"।

(৫টা হইতে ৬টা অবসর।)

রজনী—৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত—

১। শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় বি,এল. ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ, মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক প্রাগুক্ত প্রবন্ধাবলম্বনে আলোক চিত্র প্রদর্শন। (৮টা হইতে ৯টা অবসর।)

রজনী—৯টা হইতে নাট্যাভিনয়।

শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হালিম সাহেবের বক্তৃতা।

পুনরায় সম্মিলনের কার্য্যারম্ভ হইলে কোচবিহার জেন্‌কিন্স বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হালিম সাহেব সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন যে, "বঙ্গবাসী মোহম্মদীয়গণের পক্ষে পারস্য ভাষা শিক্ষা করাই পর্য্যাপ্ত নহে। যখন বাঙ্গালা দেশ তাহাদের জন্মভূমি, তখন বঙ্গভাষা যে তাহাদের মাতৃভাষা তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? সেই মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে হিন্দুভ্রাতৃগণের ন্যায় মোহাম্মদীয় ভ্রাতাদিগেরও ঐকান্তিকতা আবশ্যক। আমার সমধর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের মুসলমানগণের উর্দ্দূভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহাদের সহিত আমি কিছুতেই একমত হইতে পারি না। একতাই সকল প্রকার উন্নতির মূল। ভাষার বিভিন্নতা একতার প্রধান অন্তরায়। বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান একমাত্র বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়াই অচ্ছেদ্য একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নানারূপে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। বিরাট বঙ্গসমাজের অক্ষিদ্বয়রূপে হিন্দু ও মুসলমান বিরাজ করিতেছে। কোনও কারণে একটি চক্ষু পীড়িত হইলে, অপর চক্ষেরও ব্যথিত হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। গ্রন্থকারগণের অযথা সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হইতে সতর্কতার সহিত দূরে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রন্থাদি রচনা করা বিশেষ আবশ্যক। এই সম্মিলনে মোহাম্মদীয় সাহিত্যিকগণের বিরল সমাগমে আমি

নিতান্তই পরিতপ্ত হইতেছি!" পরিশেষে পবিত্র কোরাণ শরিফের একটি সুরা পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার অবতারিত বিষয়ের সমর্থন করিয়া স্বীয় বক্তব্য শেষ করিলে সভ্যবৃন্দ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

বগুড়া হইতে সমাগত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী কালেক্টর মহোদয় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ "সূর্য্যপূজা" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পাঠান্তে তিনি উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে সূর্য্যমূর্ত্তির আবিষ্কার সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক এই প্রদেশে সূর্য্যোপাসক সম্প্রদায় সহ প্রসিদ্ধ কর্ণার্কের সূর্য্যমন্দিরের ন্যায় কোন সূর্য্যমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল অনুমান করিয়া তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত সাহিত্যিকগণকে অনুরোধ করিলেন।

সূর্য্যপূজা।

(কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয় রঙ্গপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সঙ্কলিত বৈদিক সাহিত্য দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া তাহার সার সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। এই গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবটি রাজসাহীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্য—দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য)

রাজসাহী হইতে সমাগত ঐতিহাসিক প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয় তাঁহার রচিত "ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের লক্ষণ" শীর্ষক কৌতূহলোদ্দীপক ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পকলার ক্রমবিকাশ ও প্রাদেশিক পার্থক্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্বলিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্পের লক্ষণ।

এই প্রবন্ধ-সংক্রান্ত চিত্রাবলী পরে রজনীযোগে আলোক সাহায্যে প্রদর্শন পূর্ব্বক সভ্য মহোদয়গণের চিত্তবিনোদন ও স্বীয় সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। (কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য)

ইহার পরে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পর দিবসের নিমিত্ত সম্মিলনের কার্য্য স্থগিত থাকে।

রজনীতে রাজপ্রাসাদে "বিষয় নির্ব্বাচনী" সমিতির অধিবেশনান্তে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল, ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, ভারতীয় চিত্রশালার সহকারী অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতীয় প্রাচীন মূর্ত্তিশিল্পের কতকগুলি সুন্দর চিত্র আলোক সাহায্যে প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়। বুদ্ধদেবের বিভিন্ন অবস্থা, বোধিসত্ত্ব, সূর্য্যমূর্ত্তি প্রভৃতির চিত্র হইতে গান্ধার ও গৌড়ীয় শিল্পিগণের নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের তারতম্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া ভক্তিপ্রবণ ভারতীয় শিল্পিগণ কিরূপে শিল্পের মধ্য দিয়া আরাধ্য দেবকে অন্বেষণপূর্ব্বক বাহিরে পরিস্ফুটিত করিয়া থাকে, তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন।

চিত্র প্রদর্শনী।

এই চিত্র প্রদর্শনী অন্তে গৌরীপুর নাট্যসমাজ অতি দক্ষতার সহিত পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনয়ের দ্বারা সমাগত সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

নাট্যাভিনয়।

কার্য্য-প্রণালী।

২য় দিন—রবিবার ৩০শে জানুয়ারী ১৯১০, ১৩ই মাঘ ১৩১৬।

প্রাতঃকাল—সময় ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা—

১। নাম ঘোষা কীর্ত্তন।

২। প্রদর্শনী।

৩। সাহিত্যোন্নতিকল্পে প্রস্তাব গ্রহণ।

(১১ টা হইতে ১ টা অবসর।)

অপরাহ্ণ—১টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত—

প্রবন্ধ পাঠ——

১। শ্রীযুক্ত অমৃতভূষণ অধিকারী মহাশয় কর্ত্তৃক "প্রাচীন কামরূপী ভাষা"।

২। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক "কামতাবিহারী সাহিত্য"।

৩। সভাপতি রচিত "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কিছুমান কথা"।

৪। শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমানতুল্ল্যা আহম্মদ সাহেব কর্ত্তৃক "কোচ বা রাজবংশীর ভাষা ও জাতিতত্ত্ব"।

৫। শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয় মহাশয়ের "মধ্য বরেন্দ্রের পুরাকীর্ত্তি" ও অন্যান্য।

সভাপতি মহোদয় পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় স্বেচ্ছাসেবকাদি-পরিবৃত হইয়া সভাস্থ হইলে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, মহাশয় স্বরচিত বন্দনা-গীতি হারমোণিয়াম যোগে গান করিলেন।

বন্দনা।

কমলবাসিনি কমলনয়নে,
কণ্ঠে শোভিত কমল হার,
ভারত কুঞ্জে তাপস পুঞ্জে
গাহিল প্রথমে জয় তোমার!

তোমারই কমল-কোমল পরশে
উঠিল বাজিয়া বীণার তার,
চমকি বিশ্ব দেখিল চাহিয়া
আঁধার গগনে আলোক ধার।

পঞ্চনদের সে শ্যামল তীরে,
শ্বেত কিরীটী হিমালয় শিরে,

সরযূর তীরে সত্য পালন
ভ্রাতার কারণে কাননে ভ্রমণ

সতী পতিব্রতা জনক দুহিতা
লিখিল যে দিন কবি তপোধন।
ব্যাসের বিশাল ধর্ম্ম বিধান
বাজিল যেদিন ভারতে আর
চমকি বিশ্ব দেখিল চাহিয়া
আঁধার গগনে আলোক ধার।
ন্যায় দর্শন পুরাণ আঠার,
জ্যোতিষ. শারীর-বিজ্ঞান আর
কবি কালিদাস, ভবভূতি, সাদি,
হাফেজ, ফার্দ্দ্সী, সব তোমার;
বৃদ্ধ হোমার, গেটে, ভাজ্জিল,
সেক্সপীয়র, মিল্টন, মিল,
দান্তে, বেকন, সিলার সকলে
গাহিল জননি! জয় তোমার।
চমকি বিশ্ব দেখিল চাহিয়া,
আঁধার গগনে আলোক ধার।
বৈষ্ণব-কবি শক্তির সেবক
রামমোহন, ঈশ্বর, কেশব,
বঙ্কিম, মধু, হেম, নবীন,
মন্ত্র তোমার করিল সার;
চমকি বিশ্ব দেখিল চাহিয়া
আঁধার গগনে আলোক ধার।
মিলন প্রভাতে কর আশীর্ব্বাদ
আরাধনে যেন ঘটে না প্রমাদ
তাঁদের রচিত মন্দিরে নব
মুক্ত যেন গো রহে মা দ্বার!
ভক্ত আজি এসেছে দুয়ারে
হতাশে যেন গো ফেরেনা আর॥

ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের মহোপদেশক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয় এই সম্মিলন উপলক্ষে তদ্রচিত নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী দ্বারা সর্ব্বসাহিত্য সমিতির মূলাধার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পারিষদকে অভিনন্দিত করিলেন।

অভিনন্দন শ্লোকাবলী।

বঙ্গভাষা সমধিকমহো প্রোন্নতিং যাতি নিত্যম্
যাঽসৌ গোষ্ঠী প্রতিদিনমিদং চিন্তয়ন্তী তথেহ
যেনোপায়প্রচলনবলেনেতিচোদ্দেশ্যসিদ্ধিং
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১

ভাষায়া ব্যাকরণমধুনা যেন সঙ্কল্যতেঽত্র,
শব্দার্থস্থাবগতিরথবা কোষতঃ স্যাদ্ যথৈব
যেয়ং গোষ্ঠী স্বয়মিহ সদা ভাবয়ন্তী তদর্থং
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ২

যেয়ং বৈজ্ঞানিকপদপরিজ্ঞানযত্না সমন্তাৎ
সর্ব্বেষাং দার্শনিকপদতো ভাষয়া স্যাৎ প্রবোধঃ
যৈষা গোষ্ঠী পরহিতবিধৌ ব্যগ্রচিত্তা সদৈব
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৩

গোষ্ঠীং দৃষ্ট্বা বহুগুণযুতাং পূর্ব্বকীর্ত্তিং সতাঞ্চ
সংরক্ষিত্রীং শুভফলবতীং মেনিরে মানবা যাম্
দৈবীং গোষ্ঠীং জনহিতকরীং বঙ্গভূমের্হিতায়,
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৪

বঙ্গীয়ানামপি সুমনসাং শিল্পিনাং বা কবীনাম্
যেনাত্রস্যাদুপকৃতিরহো চিন্তয়ন্তীং তথৈব
যামালোক্য প্রণিহিত ধিয়ঃ পণ্ডিতা হৃষ্টচিত্তাঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৫

সদ্ভিঃ সর্ব্বৈঃ সুকবিভিরহো সেবিতাং শাস্ত্রবিদ্ভিঃ
নানাবিদ্যাধনযুতজনৈঃ শিল্পিভিঃ কারুভির্যাম্
ভক্ত্যা পশ্যন্ত্যনুদিনমিমাং মাতৃপূজানুরক্তাঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৬

সদ্‌গ্রন্থানাং ভবতি চ যয়া সর্ব্বতঃ সম্প্রকাশঃ
কাচিৎ পত্রী জনশুভকরী কাশ্যতে বাহয়াত্র
পত্রী সাপি প্রভবতি সতী মাসিকী বা তদন্যা,
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৭

তস্যামেবস্যুরিহবিষয়া পত্রিকায়াং প্রসিদ্ধাঃ
যে যে স্যুস্তে কবিসুখকরাঃ সংগৃহীতাঃ প্রকাশাঃ
গ্রন্থাকারাঃ পরিণতিরহো কার্য্যতোহত্র যয়া স্যাৎ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৮

ধান্যা গোষ্ঠী স্ববিহিতফলা কার্য্যনির্ব্বাহকাখ্যা
তস্যা গোষ্ঠ্যা হ্যনুমতিমৃতে জীবতো গ্রন্থকর্ত্তুঃ
অস্যাং গ্রন্থস্য খলু ন যয়া কাপিচালোচনাস্যা
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ৯

যস্যৈ সর্ব্বে সুকবয় ইহ প্রীতচিত্তা নিযুক্তাঃ
সদ্বিদ্বাংসো নিজনিজবলঞ্চার্পয়িত্বাত্র ধন্যাঃ
মান্যাগণ্যানৃপতয় ইতশ্চোন্নতিং চিন্তয়ন্তঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈববঙ্গে বিশালা ॥ ১০

যস্যৈ বিত্তং প্রচয়িতুমহো নাত্র কোহপি প্রয়াসঃ
যস্যৈদানং জনহিতকরং দীয়তে দাতৃবর্গৈঃ।
যস্যৈকার্য্যং কৃতমতিশুভং মন্যতে মানিভিস্ত,
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা ॥ ১১

যস্যৈ গোষ্ঠ্যৈ খলু সুকবয়ো দাতুকামা মনোজ্ঞাম্
নির্ম্মায়েষ্টাং স্রজমতিসতীং ভাবপূর্ণাং প্রশস্তাম্
নানাশাস্ত্রবিধ (তরণ) মথনরসৈঃ পস্তগর্ব্বামদোষাম্
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১২

প্রাচীনানাং খলু মতিমতাং যানি কাব্যানি সন্তি,
বঙ্গীয়ানাং কবিমতিমতাং যেন বঙ্গে প্রকাশঃ।
যস্যাবাস্যা জনহিতকরঃ সংগ্রহো গ্রন্থরাজেঃ,
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৩

যে যে গ্রন্থাঃ সুকবিভিরহো সংপ্রণীতাঃ প্রসিদ্ধাঃ
তেষাং বাস্যাদপি নিজগিরা সর্ব্বতশ্চানুবাদঃ
যস্যাঃ যত্নঃ প্রতিপদমহো দৃশ্যতেঽত্র তদর্থং
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৪

.বিজ্ঞানাঢ্যা বিবিধবিষয়া যেষু সম্প্রীতিযুক্তাঃ
কাব্যাদীনামিহ জগতি যে গ্রন্থবর্য্যাশ্চ সন্তি
সাহিত্যানামিতি কিল যতো নিত্যমালোচনাত্র
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৫

যস্যাঃ কার্য্যং কবিশিবকরং শিল্পিনঃ শিল্পবৃদ্ধিং
কর্ত্তুং শক্তং সুমতয় ইতি প্রেক্ষ্য যুক্তাঃ কিয়ন্তঃ,
সন্তো বক্তুং প্রভবতি কথং মাদৃশোঽজ্ঞাততত্ত্বঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৬

যস্যা ভক্তাঃ কতি কতি জনাঃ সেবকাঃ পূর্ণকামাঃ
যস্যাঃ সাহিত্যজগতি ভবেদাসনং শ্রেষ্ঠমিষ্টং
যস্যাঃ সর্ব্বে কবিগুণযুতা ভাবুকাঃ সভ্যবৃন্দাঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৭

যস্যা বিত্তং জনহিতকরে কর্ম্মণি স্যাৎ সদৈব
সর্ব্বং ধীমন্ ব্যয়িতমধুনা দত্তমেতৎ প্রশস্তম্
তস্মাদ্দেয়ং ধনিভিরনিশং চোন্নতিং চিন্তয়দ্ভিঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৮

যস্যাং গোষ্ঠ্যাং বিবিধগুণিনো ধার্ম্মিকা দাতুকামাঃ
রাজানো যে সুকবয় ইহ প্রীতচিত্তা নিযুক্তাঃ।
দাতারো যে ধনরিতরণৈঃ সভ্যপাদাভিষিক্তাঃ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ১৯

যস্যাং গোষ্ঠ্যাং খলু মতিমতাং প্রাক্তনানাং কবীনাম্
বঙ্গীয়ানাঞ্চ কিল মহতা যত্নতঃ স্থাপিতেহ,
মূর্ত্তিঃ পুণ্যা স্মরণমনিশং যেন তেষাং সদা স্যাৎ
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশুদ্ধা॥ ২০

যস্যাং সর্ব্বে সুকৃতিন ইতি ব্যগ্রচিত্তা সদৈব,
সৎকার্য্যাণাং খলু সফলতা যত্র গোষ্ঠ্যাং সমন্তাৎ।
দীনানাথশ্রমিন ইহ যে শিল্পিনঃ রক্ষিতাস্তে
জ্ঞেয়া সাহিত্যপরিষদিয়ং সৈব বঙ্গে বিশালা॥ ২১

বঙ্গাব্দে রসচন্দ্রবহ্নিবিধুমে সূর্য্যাত্মজস্যাহনি
মার্ত্তণ্ডে মকরং গতে গ্রহমিতে দত্তাধুনা যত্নতঃ।
গোষ্ঠ্যৈ তে কবিতাং গৃহাণ দয়য়া বঙ্গীয়ভাষাস্তু তে
দাতাপূর্ণমনোরথঃ খলু ভবেৎ কোঽপ্যত্র নো সংশয়ঃ॥

শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল মহোপদেশক
শ্রীহরসুন্দর সাংখ্যরত্ন
শ্রীহট্ট ভট্টপল্লী নিবাসিনা।

নামঘোষা কীর্ত্তন।

অতঃপর গোয়ালপাড়ার শ্রীযুক্ত অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, ও কামরূপের শ্রীযুক্ত মল্লনারায়ণ দাস মহাশয়দ্বয়ের অধিনায়কত্বে মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও শঙ্করদেব মাধবদেবের রচিত 'নামকীর্ত্তন ঘোষা' বিচিত্র সুর-লয়ে কিছুকাল ভক্তগণ কর্ত্তৃক গীত হয়। এই ভক্তকণ্ঠোত্থিত অসমীয়া ভাষায় রচিত আবেগময় কীর্ত্তন বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সহজবোধ্য না হইলেও বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সাহিত্যিক প্রদর্শনী।

এই সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে যে বিরাট সাহিত্যিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য গ্রন্থাদি রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সোৎসুক দর্শকবৃন্দের সম্মুখে তাহার উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদির পরিচয় প্রদান করিলেন। এই প্রদর্শনীতে যে সকল পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের আলোকচিত্র, খোদিত ইষ্টক, মোগলসম্রাট্দত্ত তরবারি, আগ্নেয়াস্ত্র, করমান, অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানী ও সত্যবতীর হস্তাক্ষর এবং বঙ্গ ও আসামের সুচিত্রিত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার সচিত্র তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। গৌরীপুর রাজ অস্ত্রাগারের কারুকার্য্যময় নালিকাস্ত্র

দুইটি প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, এই অস্ত্রদ্বয় মধ্যে একটি মোগল রাজত্বকালে সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পীর হস্তে প্রস্তুত। অপরটি ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় "গাউস" কর্ম্মকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বিদ্রির কার্য্যের জন্য ভারত চিরবিখ্যাত। পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রটিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হইতেছে। এই বন্দুকটিতে লোহার উপর সোণারূপার কারুকার্য্য বিদ্যমান। ভারতবাসীর নিকট একদিন অস্ত্র শস্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। তখনএ দেশীয় শিল্পিগণের প্রতিভা শস্ত্রাদির সৌন্দর্য্য-বিধানে পরিস্ফুট হইত, এখন তাহা গড়গড়ার সৌন্দর্য্যসাধনে পর্য্যবসিত। অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে যাহা একদিন বীরকরধৃত অস্ত্রাদির সৌন্দর্য্যবিধানে প্রযুক্ত হইয়াছিল, সেই শিল্পচাতুর্য্য বিলাসীর বিলাস-সামগ্রীতে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা সেকালের ভারতীয় ও ইউরোপীয় শিল্পকলার পার্থক্য বিচারের সুযোগ উপস্থিত। ভারতীয় শিল্পীর প্রস্তুত লৌহোপরি বিদ্রির কার্য্য যেরূপ সূক্ষ্ম ও সুবিন্যস্ত, তত্তুলনায় ইউরোপীয় শিল্পীর কারুকার্য্য নিতান্ত স্থূলতর ও অপ্রণালীবদ্ধ। ভারতীয় হস্তশিল্পের ঔৎকর্ষ্যের পরিচয় এই কারুকার্য্যময় নালিকাস্ত্র আজও সগৌরবে করিতেছে। রাজা বাহাদুরের অনন্ত ভাণ্ডার ঐ সকল অমূল্য নিদর্শন সযত্নে রক্ষা করিয়া লৌহিত্যতীরকে সকল প্রকারেই ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতীয় চিত্রশালার সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ কামানগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের পরিচয় তাঁহার "আসামী কামান" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদান করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ আসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালে ইংরেজীতে এবং রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৫ম ভাগ, ২য় সংখ্যায় বাঙ্গালায় চিত্রাদিসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন মহাশয় রাজা বলবর্ম্ম দেবের একখানি তাম্রশাসন এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করিয়া সভ্যগণকে তাহার উদ্ধৃত পাঠ শুনাইলেন। এই তাম্রশাসনখানি তিনি নৌগাঁয়ে আবিষ্কার করিয়া আসামের তদানীন্তন রাজপুরুষ ই, এ, গেইট মহোদয়কে প্রদান করেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংখ্যক আসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে অধ্যাপক হরন্‌লে (Dr. Hoernle) কর্ত্তৃক তাহার উদ্ধৃত পাঠ চিত্রাদিসহ প্রকাশিত হয়। গেইট মহোদয় অথবা অধ্যাপক হরন্‌লে উক্ত প্রবন্ধে আবিষ্কারক কবিরত্ন মহাশয়ের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, এজন্য তিনি বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিলেন। এই শাসনের ফলক তিনখানি একটি হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট কারুকার্য্যময় পিত্তল নির্ম্মিত কীলক দ্বারা এরূপ ভাবে সংবদ্ধ যে, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পাঠের পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না।

গৌহাটী হইতে আগত শ্রীযুক্ত মল্লনারায়ণ দাস মহাশয় গৌহাটীর কমিশনার সাহেবের "পারসনাল আসিষ্টাণ্ট" শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সংগৃহীত "দরং রাজবংশের ইতিহাস" নামক সাচীপত্রে লিখিত যে পুঁথিখানি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা নানা বর্ণের চিত্র-পরিশোভিত। এই চিত্রগুলিতে যে বর্ণসমাবেশ-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতই অতুলনীয়। সময়াভাবে ঐ পুঁথির পত্র হইতে আলোক-চিত্র গ্রহণের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ("গ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

প্রদর্শনী অন্তে নিম্নলিখিত প্রস্তাব কয়েকটি যথারীতি গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্মিলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা বিশিষ্ট-রূপে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একটি কার্য্যকারিণী সমিতি থাকা আবশ্যক। এজন্য স্বতন্ত্র সমিতি গঠন না করিয়া রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকেই এই সম্মিলনের স্থায়ী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিরূপে গণ্য করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী বি, এল, (রাজসাহী)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমানুতুল্লা আহম্মদ (কোচবিহার)।

অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সারদানাথ খাঁ বি, এল, (বগুড়া)।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সম্মিলনের অনুষ্ঠিত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহের আবশ্যক। এতদর্থে পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং আসামে রঙ্গপুর-শাখা-পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আর্থিক সংস্থানের উন্নতিকল্পে চেষ্টা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, (রঙ্গপুর)।

সমর্থক— ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ বি, এল, (গোয়ালপাড়া)।

অনুমোদক—,, সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, (বগুড়া)।

তৃতীয় প্রস্তাব।

কি ভাবে সম্মিলনের কার্য্য পরিচালিত হইবে, তাহার প্রণালী নির্দ্দেশের ভার সম্মিলনের কার্য্যকারিণী সমিতির উপর অর্পিত হউক। উক্ত সমিতি কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া আগামী সম্মিলনে তাহা উপস্থিত করিবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি এল (রাজসাহী)

সমর্থক— ,, পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, (রঙ্গপুর)

অনুমোদক— ,, আনন্দচন্দ্র সেন (গোয়ালপাড়া)

চতুর্থ প্রস্তাব।

উত্তরবঙ্গ ও আসামের অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরল সাহিত্য রচনা বিভাগে আগামী বর্ষে একখানি কৃষি, একখানি ইতিহাসমূলক উপাখ্যান ও একখানি লোকতত্ত্ব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করা হইবে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, (রাজসাহী)

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, (রঙ্গপুর)

অনুমোদক—,, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, কানুনগো (কোচবিহার)

এই চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, শিক্ষিত ও সাধারণ লোকভেদে তাহাদের পাঠোপযোগী সাহিত্যেরও দ্বিধা বিভাগ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষিত লোকদিগের উপযোগী সাহিত্যবিভাগে নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার উপযোগী একখানি গ্রন্থও এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। জনসাহিত্যের ইহা দৈন্যের পরিচায়ক। এই দৈন্য মোচনে কোন কোন সাহিত্যিক অগ্রসর হইয়াছেন। বগুড়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি, এল, মহাশয় কৃষি সম্বন্ধীয় একখানি সরল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অপর বিষয়েও গ্রন্থাদি রচিত হইতেছে। আগামী সম্মিলনের পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ বিষয় অবলম্বনে এরূপ তিন খানি গ্রন্থ রচিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

প্রস্তাব চতুষ্টয় গ্রহণান্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহোদয়-রচিত "অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে কিছুমাত্র কথা" শীর্ষক অসমীয়া এবং ঐ ভাষায়ই লিখিত একটি প্রবন্ধ পঠিত হইল। ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭, ৫ম ভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত

হইয়াছে। (মূল প্রবন্ধ কার্য্যবিবরণের দ্বিতীয় ভাগে দ্রষ্টব্য।) এই প্রবন্ধে প্রাচীনতম অসমীয়া ও বঙ্গ ভাষার মধ্যে পার্থক্য যে অতি সামান্য ছিল এবং বর্ত্তমানে বহুল প্রাদেশিক শব্দের সমাবেশে এ ভাষাকে বঙ্গভাষা হইতে বহু দূরে লইয়া গিয়া বঙ্গবাসীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য করা হইতেছে, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আদি ভাষা সংস্কৃতের সন্নিহিত হইয়া সকল ভাষা চলিলে সামান্য গোটা-কতক বিভক্তির জ্ঞান থাকিলেই ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। বাঙ্গালী ও অসমীয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ভাষা ও ভাব-বিনিময়ের প্রকৃষ্ট পথ এই সংস্কৃত-সান্নিধ্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং তাহার মধ্যে কোন ভাষারই সেই পন্থা পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ নহে।

অতঃপর গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় "আসাম" শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ সারবান্ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি বঙ্গবাসী সাহিত্যিকগণকে অসমীয়া ভাষায় রচিত ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া আসাম সম্বন্ধে কুসংস্কারাদির অপনোদন করিতে অনুরোধ করিয়া স্বীয় বক্তব্যের উপসংহার করিলেন।

(কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর আহারাদির জন্য প্রতিনিধিগণ সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য স্থগিত থাকে।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় সম্মিলের কার্য্য আরম্ভ হইলে গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ, মহাশয় "কামরূপী ভাষা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহাতে কামরূপী ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও গ্রন্থালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (কার্য্যবিবরণ দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।)

অতঃপর সময়াভাবপ্রযুক্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত এবং লেখকগণকে সম্মিলন হইতে ধন্যবাদ করা হয়।

	প্রবন্ধের নাম।	লেখক—
১।	কামতাবিহারী সাহিত্য	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম,এ, বি,এল (কোচবিহার)।
২।	সজীব সাহিত্য	,, সারদানাথ খাঁ বি,এল, (বগুড়া)।
৩।	মধ্য বরেন্দ্রের পুরাকীর্ত্তি	,, শ্রীরাম মৈত্রেয় (রাজসাহী)।
৪।	কোচ ও রাজবংশীর জাতি এবং ভাষাতত্ত্ব	,, মৌলবী আমানুতুল্লা আহম্মদ (কোচবিহার)।
*৫।	প্রাচীনকালের অসমীয়া বর্ণ-মালা শিক্ষাপ্রণালী	,, পণ্ডিত রমানাথ তর্কালঙ্কার (গোয়ালপাড়া)।
৬।	উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্যিকে বিবরণ	,, পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন (বগুড়া)।
৭।	চট্টগ্রামের কথিত ভাষা	,, মৌলবী আব্দুল ময়িদ ডেপুটী কালেক্টর, (ঢাকা)।

'অসমীয়া ভাষা শিক্ষা প্রণালী' নামক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্মিলন সমক্ষে উপস্থাপিত করা হয়। এই গ্রন্থখানি ত্রিভাগে বিভক্ত যথা,—প্রথম ভাগ, ব্যাকরণ; দ্বিতীয় ভাগ, অনুবাদ শিক্ষা; তৃতীয় ভাগ, অভিধান। অভিধান অংশ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এই গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষায় লিখিত হওয়ায় সকল জাতির পক্ষে অসমীয়া ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক গ্রন্থের অভাব পূরণ করিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে অসমীয়া

ভাষার শব্দাবলী লিখিত না হইয়া নাগরাক্ষরে হইলে এবিষয়ে আরও সুবিধা হইবে। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া মুদ্রনার্থ সঙ্কলনকর্ত্তাকে অনুরোধ করা হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর সম্মিলনের আশাতীত সাফল্যের নিমিত্ত আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় অশেষ ক্রটির উল্লেখ করিয়া সাহিত্যিকগণের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সাহিত্যিকগণের প্রতি শেষ বক্তব্য—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সাহিত্যিক মহোদয়গণ—

আপনারা বহুবিধ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও আমার আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছেন। এখানে অবস্থান কালে আপনাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের নানাবিধ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে নানাবিষয়ে ক্রটিও হইয়াছে, কেননা এই বিদ্বন্মণ্ডলীর উপযুক্ত পূজা করিবার যোগ্য উপকরণ আমার নাই।

তবে শাস্ত্রে শুনিয়াছি দেবতারা ভাবগ্রাহী, ভক্তিতে তাঁহারা তুষ্ট হইয়া থাকেন। যদি এই শাস্ত্রবাক্য সত্য হয়, তবে আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সরল ভাবে আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি।

সমাগত সাহিত্যিকগণ! শয়ন ও ভোজন ও অন্যান্য বিষয়ে না জানি আপনারা কতই অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। ঐ সকল ক্রটির জন্য আপনাদের নিকট অবনতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ক্ষুদ্র গৌরীপুর আপনাদের শুভাগমনে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সে শোভা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা! কিন্তু আজ বঙ্গ-সাহিত্যরূপ মাতৃপূজার বিজয়ার দিন কিছুকাল পরে সভামণ্ডপে আর সে স্বর্গীয় শোভা থাকিবে না।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ অসুবিধা ভোগ আশঙ্কায় এবং উপযুক্ত সেবা ও পূজাদির অভাবে অদ্যই গৃহ গমনের উদ্যোগ করিয়াছেন। আবার কার্য্যানুরোধেও অনেককে যাইতে হইতেছে। নহিলে আপনাদিগকে আরও দু'চার দিন কষ্ট দিয়া এখানে রাখিয়া সাহিত্য আলোচনায় ধন্য ও পবিত্র হইতে পারিতাম। সুদুর্লভ সাহিত্যিকগণের পবিত্র সঙ্গে যথাযোগ্য আলাপ ও পরিচয় হওয়ার সুবিধা হয় নাই বলিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি। তবে আশা আছে সাহিত্য-সম্মিলন চিরায়ুঃ হইলে আপনাদের দর্শন লাভের সুবিধা হইতে পারে।

আর অধিক বলিতে চাহি না। আপনারা যাওয়ার জন্য অনেকেই ব্যস্ত আছেন, কেবল এইমাত্র প্রার্থনা—আপনারা আমার সমুদায় দোষ মার্জ্জনা পূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তির স্মৃতিটুকু মাত্র লইয়া যান।"

কলিকাতা হইতে সমাগত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয় সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণের ও কলিকাতা পরিষদের পক্ষ হইতে রাজা বাহাদুরকে এই সহৃদয় আতিথেয়তার নিমিত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সাহিত্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ এইরূপে বাণীসেবায় মুক্তহস্ত হইলে, বাঙ্গালা ভাষা অচিরেই সভ্যজগতে বরণীয়া হইবেন। গৌরীপুরের সুযোগ্য দেওয়ান ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল এবং তাঁহার সহকারী রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সম্মিলন আশাতিরিক্তরূপে সাফল্য লাভ করিয়াছে, এজন্য তাঁহারা সাহিত্যিকবর্গের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শিক্ষক সমন্বিত স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দ এই বাণীসেবকগণের সেবা করিয়া যে অসীম জাতীয় সাহিত্যানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইঁহারা শীতাতপ উপেক্ষা

করিয়া আপন কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর তিনি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এই সম্মিলনের রক্ষার ভার যথার্থ একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যিকের উপরে অর্পিত হইয়াছে। ইঁহার ক্ষুদ্র দেহযষ্টির প্রত্যেক অস্থিতে উৎসাহ তড়িৎপ্রবাহের ন্যায় পরিচালিত হইয়া থাকে। এই এই কর্ম্মবীরের অদম্য চেষ্টার ফলেই এই সম্মিলন ক্রমেই বিস্তৃত ক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। এই প্রকারে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিলেন।

গৌহাটি নিবাসী আস'ম এড্‌ভোকেটের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বড়ুয়া মহাশয় প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় বঙ্গ ও আসামের এই প্রথম সম্মিলনকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন যে, ইহার ফল আশাতীত শুভ হইবে। দূরত্ব ও অজ্ঞতা-নিবন্ধন এই সম্মিলিত প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসী-বৃন্দ পরস্পর পরস্পরকে এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। এক্ষণে যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল, তৎপ্রতি নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসা প্রযুক্ত হইলে তাহা স্থায়ী হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। রাজা বাহাদুর এই মিলনের সূত্র হইয়া আসাম ও বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধনবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

সভাপতির শেষ মন্তব্য।

সম্মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ—

উত্তরবঙ্গ সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন কার্য্য শেষ হইল। ইহা

যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিল, ইহা আপনাদেরই গৌরবের বিষয়। সম্মিলনের আহ্বানকারী মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর এই সম্মিলনের সৌষ্ঠবার্থ এবং সমাগত সাহিত্যিকবর্গের অভ্যর্থনাদিকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা রাজোচিতই হইয়াছে—ইহার অধিক আর কি বলিব ?

সমবেত সাহিত্যিক মহোদয়গণ—মাননীয় রাজাবাহাদুরের এতাদৃশ সাহিত্যানুরাগ আমাদের বড়ই সৌভাগ্যের নিদান। ইহা তাঁহার পক্ষে অপ্রত্যাশিত কোনও কিছু বলিতে পারি না। যাঁহার নাম তদীয় আমন্ত্রণ-পত্রের শিরোভাগে উল্লিখিত দেখিয়াছেন—সেই ভগবতীর এক নাম যেমন মহালক্ষ্মী, তেমনই তাঁহার অপর নাম মহাসরস্বতী। সুতরাং তাঁহার ভক্তিমান্ সেবক সারস্বতবর্গের প্রতি অনুরাগ-পরায়ণ হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি ? তিনি আসামের একমাত্র 'রাজা' ; তাঁহার দ্বারা আশা করি, আসামে বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনের অনেক সহায়তা হইবে। ভরসা করি, সময়ে দেখিতে পাইব, ধুবড়ী বা গৌরীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়া তদর্থে প্রকৃত কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে। আশা করি গৌহাটীস্থ শিশু বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভাটিও তদীয় সানুগ্রহ সহায়তালাভে বঞ্চিত হইবে না।

এস্থলে একটি কথা বলিতে হইল। আমার অভিভাষণ আকর্ণনানন্তর কোনও কোনও আসামবাসী মহাশয়ের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, আমরা বুঝি অসমীয়া ভাষা তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে বঙ্গ ভাষা চালাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। মৎপঠিত অভিভাষণে এবং অসমীয়া প্রবন্ধে ঈদৃশ আশঙ্কার পরিপোষক কোনও কথাই নাই। আমি স্পষ্ট করিয়া পুনরপি বলিতেছি যে, অসমীয়া যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহারা তাহা ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আমাদের

কোনও আপত্তি নাই। তবে ভাষাটি যাহাতে সংস্কৃতানুসারিণী হয়, উহাই বাঞ্ছনীয়। যেন আমরা (বঙ্গভাষিগণ) তাহা অক্লেশে বুঝিতে পারি, যেন আমরা অসমীয় সাহিত্য হইতে আসামের প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকার্য্যে অনায়াসে সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

সভ্যমহোদয়গণ, আমার প্রতি আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সভাভঙ্গের প্রাক্কালে পুনশ্চ আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যদি আমার দ্বারা এই গুরু কার্য্য কথঞ্চিৎ সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে, তাহার মূলে ভগবৎ কৃপা এবং আপনাদের অনুকম্পা-প্রদত্ত উৎসাহ। বিশেষতঃ, যাঁহার সংস্পর্শে কলঙ্ক-মলিন নবাব সিরাজুদ্দৌলা হইতে ভূগর্ভোত্থিত শিলাখণ্ড পর্য্যন্ত প্রোজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছে, সেই মহাত্মা মৈত্রেয় মহোদয় যে সম্মিলনের কেবল প্রথম সভাপতি নহেন, অপিচ প্রধান নায়ক, সেই সম্মিলনের সম্পর্কে আসিয়া আমিও যে কিঞ্চিৎ সপ্রতিভ হইয়া উঠিব, ইহাতে বিস্মিত হইবার কথা কিছুই নাই।

অবশেষে, যাঁহারা অশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও দূরদূরান্তর হইতে সম্মিলনে যোগদানার্থ আগমন পূর্ব্বক সভার শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছেন;—যাঁহারা সম্মিলনে প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন, অথবা স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন; এবং যাঁহারা সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, কিংবা সঙ্গীতানুষ্ঠান দ্বারা সভ্যগণের পরিতোষ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সভার পক্ষ হইতে বিনীতভাবে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করিতেছি। যাঁহারা আমাদিগকে এস্থলে আহ্বান করিয়া আনিয়া সতত সকলের সকাশে সমুপস্থিত হইয়া সযত্নে অভ্যর্থনাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবতী মহামায়া অমায়িক রাজা বাহাদুরকে দীর্ঘজীবী করুন—তাঁহার অমাত্য মহাশয়দের কুশল করুন। যে সকল বালক

স্বেচ্ছাসেবক ভাবে আমাদের পরিচর্য্যায় বৃত ছিলেন, আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে মাতৃভাষার কৃতী সেবক হন।

উপসংহারে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা, যেন এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য সফল হয়; এই অধিবেশনে যাহা আলোচিত হইল, তাহা যেন সমগ্র সভ্য মহোদয়গণের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হয়; যেন আমরা সম্মিলনের তথা সাহিত্য-পরিষদের উদ্দিষ্ট পথে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে পারি।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অনিবার্য্য কারণে যে অতি সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে এই সম্মিলনের সভাপতিত্বের গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া সভাপতি মহাশয় অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক, এতদ্বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া যথার্থই সম্মিলন সার্থক হইয়াছে। তিনি সাহিত্যিকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

অতঃপর মালদহের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল, মহাশয়ের আমন্ত্রণ পত্র পাঠ করিয়া তিনি আগামী সম্মিলন প্রাচীন গৌড়-সন্নিহিত মালদহ নগরে সংঘটিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

সভাপতি ও প্রতিনিধিবর্গের আলোকচিত্র গৃহীত হইবার পর বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে সম্মিলনের কার্য্য শেষ হইল। সভাপতি, সম্পাদক মহাশয়দ্বয় ও কতিপয় প্রতিনিধি ব্যতীত অধিকাংশ প্রতিনিধিই এই দিন সন্ধ্যার মেলে স্ব স্ব স্থানে নিরতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে গমন করেন।

সভাপতি ও সম্পাদকের বিদায়।

পর দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে অবশিষ্ট প্রতিনিধি ও সম্পাদক এবং সভাপতি মহোদয়কে বিদায় দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ বাণীরসম্মাননার নিমিত্ত সম্পাদক ও সভাপতিকে পুষ্পাদিপরিশোভিত একখানি

অশ্বমুক্ত শকটে আরোহণ করাইয়া উৎসব করিতে করিতে রেলওয়ে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করে। রাজা বাহাদুর অন্য একখানি শকটে তাঁহাদের অনুগমন করেন। ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দ্বয় স্বেচ্ছাসেবকগণের জাতীয় ভাষার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও কর্ত্তব্যপালনের বিষয় উল্লেখ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন। যথাসময় বাষ্পীয় যান আনন্দ কোলাহলের মধ্যে ষ্টেশন ত্যাগ করিল। এইরূপে গৌরীপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া বঙ্গবাসী সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক নূতন আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা
সভাপতি।

---

* চিহ্নিত প্রবন্ধদ্বয় বিশেষ কতকগুলি অক্ষর ও চিহ্নাদি সংগ্রহের অসুবিধা হেতু মুদ্রিত করিতে পারা গেল না। সম্মিলন সম্পাদক।

"ক" পরিশিষ্ট।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের নামের তালিকা ও কর্ম্মিবিভাগ।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

অনরেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, দেওয়ান।

সহকারী—সম্পাদকগণ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,।

,, রূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

,, নৃত্যগোপাল গোস্বামী বি, এ,।

,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

,, শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী।

,, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আত্মনাথ ন্যায়ভূষণ।

,, বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী এল, এম, এস,।

,, অভয়ানাথ চক্রবর্ত্তী।

,, অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ,।

,, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

১। অভ্যর্থনা বিভাগ।

শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পাদক।

,, বেণীলাল মুখোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক।

সভ্যগণ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুনাথ ন্যায়ভূষণ

,, উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

,, দুর্গাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

,, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী।

,, উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

,, যতীন্দ্রমোহন রায়।

,, চন্দ্রকুমার চন্দ।

,, চন্দ্রমোহন মজুমদার।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী এল. এম, এস।

,, হরকুমার গুপ্ত।

,, ঈশ্বরচন্দ্র দাসগুপ্ত,

২। কার্য্যালয় বিভাগ।

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল গোস্বামী বি, এ, সম্পাদক।

,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, সহযোগী সম্পাদক।

সভ্যগণ।

,, উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস।

,, অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ।

,, পণ্ডিত তারানাথ স্মৃতিরত্ন।

,, পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার।

,, রূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

,, হেমচন্দ্র দত্ত বি, এ।

৩। আহার্য্য বিভাগ।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র খাঁ সম্পাদক।

,, চন্দ্রকুমার তাম্বুলী, সহকারী সম্পাদক।

,, ভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া, সহকারী সম্পাদক।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী।

,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

,, সতীশচন্দ্র বড়ুয়া।

,, শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া।

,, নরেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া।

,, সারদাপ্রসাদ বড়ুয়া।

,, শশাঙ্কমোহন রায়।

,, শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া।

,, পুলিনচন্দ্র সেন, মোক্তার।

,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী ,,।

,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শিক্ষক।

,, রাধিকানাথ চক্রবর্ত্তী।

,, রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

৪। সাজসজ্জা বিভাগ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক।

,, শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী, সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সহকারী সম্পাদক।

সভ্যগণ।

„ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়।
„ শরচ্চন্দ্র বড়ুয়া।
„ রূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।
„ মাধবচন্দ্র সরকার।
„ কালিদাস চক্রবর্ত্তী।

৫। যানাদির ব্যবস্থাপক বিভাগ।

শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পাদক।
„ সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সহকারী সম্পাদক।

৬। ভাণ্ডার।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তাম্বুলী সম্পাদক।
„ পূর্ণচন্দ্র সরকার।
„ কৈলাসচন্দ্র সরকার।
„ রমণীমোহন সরকার।

৭। হিসাব বিভাগ।

শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, একাউণ্টেণ্ট্।

৮। আমোদপ্রমোদ বিভাগ।

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র চৌধুরী।
„ বেণীলাল মুখোপাধ্যায়।
„ সারদাপ্রসাদ বড়ুয়া।
„ ভবেন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া।

৯। মহম্মদীয় প্রতিনিধিগণের ব্যবস্থাপক বিভাগ।

স্থান—ডাক বাঙ্গলা এবং মেলিস্ সাহেবের বাঙ্গলা।

তত্ত্বাবধায়কগণ।

শ্রীযুক্ত দারাজুদ্দীন সরকার।
" আহাম্মদ আলি সরকার।
" মহীরুদ্দীন সরকার।

"খ" পরিশিষ্ট।

যে সকল মহাত্মা অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক বশতঃ সম্মিলনে যোগদান করিতে অসমর্থ হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের তালিকা *।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ, কলিকাতা।
" পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহ।
" কামাখ্যাপদ মুস্তোফী, জমিদার, কোচবিহার।
" প্রমদারঞ্জন বকসী জমিদার, কোচবিহার।
" রায় চৌধুরী মনোমোহন বকসী জমিদার, কোচবিহার।
" রাধেশ চন্দ্র শেঠ বি, এল, মালদহ।
" প্রিয়নাথ পাকড়াশী, জমিদার স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
" পণ্ডিত যোগেন্দ্র চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ বিদ্যাভূষণ, বেনারস।
" " কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, কোচবিহার।

* কার্য্যবিবরণের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত বহু পত্র মধ্যে কয়েক খানিমাত্র এই তালিকা শেষে প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র দাতৃগণের নাম প্রকাশ করা গেল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক "বসুমতী" কলিকাতা।
" রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, দেওয়ান, কোচবিহার।
" বিনোদ বিহারী রায়, রাজসাহী।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল, কলিকাতা।
" রায় যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম্, এ, বি, এল্, পাবনা।
" প্যারী শঙ্কর দাসগুপ্ত এল, এম, এস্, বগুড়া।
" মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী, রঙ্গপুর।
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল সহকারী সভাপতি, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর।
" হরকিশোর অধিকারী, চন্দ্রনাথতীর্থ।
" কুমার ক্রীঙ্কারী নাথ রায়চৌধুরী দুবলহাটী রাজবাড়ী, রাজসাহী।
" সমন পুন্নানন্দ স্বামী জগজ্জ্যোতি কার্য্যালয়, কলিকাতা।
" জগদ্বন্ধু মোদক, কলিকাতা।
" অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, কলিকাতা।
" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এম, বি ; এফ, সি, এস, কলিকাতা।
" কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার, মালদহ,।
" পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ জমিদার, সহকারী সভাপতি, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর।
" অমরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী, কৃষ্ণনগর।
" গিরীশ চন্দ্র দাস এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রঙ্গপুর।
" যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী জমিদার, দিনাজপুর।
" কুমুদনাথ চৌধুরী জমিদার, বগুড়া।
" প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, "বার অ্যাট্ ল" গয়া।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, রাজস্ব সচীব কোচবিহার রাজবাটী।
,, অধ্যাপক অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এম্, এ, রাজসাহী।
,, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, কলিকাতা।
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বঙ্গসাহিত্য সমাজ, কাশী।
,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক বেঙ্গলী, কলিকাতা।
,, গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কলিকাতা।
,, মহান্ত মহারাজ সুমেরু গিরি গোস্বামী, রঙ্গপুর।
,, আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, বার-অ্যাট-ল, কলিকাতা।

১নং পত্র।

৮৩নং খালিসপুর, বেনারসসিটি, ২৬ পৌষ।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

পত্র পাইয়া সংবাদ অবগত হইলাম। আমি পীড়িত হইয়া ৺কাশীধামে আছি। আপনার পত্র কলিকাতা হইয়া অদ্য আমার হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। ক্ষমা করিবেন।

প্রায় তিন বৎসর যাবৎ আমি পীড়িত। বর্ত্তমান সময়ে আমার পক্ষে অন্যের সাহায্য ব্যতীত উঠিবার শক্তি নাই। সম্মিলনে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আশা করি, আমার ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মণঃ।

২নং পত্র।

সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর বিজ্ঞাপন—

আমি কলিকাতায় ছিলাম, ২৭ পৌষ এখানে আসিয়া আপনার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি। ২৫ পৌষের মধ্যে প্রত্যুত্তর যাইবার কথা, কিন্তু

তৎপূর্ব্বে, নিমন্ত্রণের বিষয় অবগত হইতে পারি নাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

কিছু কাল যাবৎ আমার শরীর প্রায়শঃ অসুস্থ। গঙ্গাটিকুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া দুই দিন জ্বর হইয়াছে। এ অবস্থায় দূর দেশে যাওয়া সম্ভবপর নহে। সাহিত্য সম্মিলনে মাদৃশ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সম্মিলনের ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে বহু সজ্জন সন্দর্শনের সুখ লাভে বঞ্চিত হইয়া আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম। আপনাদের সম্মিলন সফল এবং সুসম্পন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত। যাহা হউক আমি সম্মিলনের জয় কামনা করি। নিবেদন ইতি ১৩১৬।১ মাঘ।

শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
গঙ্গাটিকুরী, বৰ্দ্ধমান।

৩নং পত্র।

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়

২০নং কাঁটাপুকুর লেন; বাগবাজার কলিকাতা।

৬ই মাঘ, ১৩১৬।

সসম্মান সানুনয় নিবেদন—

রাজা বাহাদুরের আমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি। উত্তরবঙ্গ ও আসামবাসী সাহিত্যিকগণের সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য সুদূর উৎকল হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। আমার একটী পরমাত্মীয় বিশেষ পীড়িত এ কারণ আমার বহুদিনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইল।

বঙ্গ ও আসামবাসী সাহিত্যসেবিগণের মিলন এই প্রথম। আপনি

এই মণিকাঞ্চন সংযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসাম ও বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। আশাকরি এই শুভ সম্মিলনে উভয় স্থানের অধিবাসীর মধ্যে চিরসৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হইবে, সমাজ ও সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সংসাধিত হইবে, এবং এই অপূর্ব্ব মিলনের শুভফল বঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ চিরদিন উপভোগ করিবে।

জগদীশ্বরের নিকট একান্ত প্রার্থনা, আপনার সাধু উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হউক, উভয় স্থানের সাহিত্যসেবিগণের এই স্মরণীয় সম্মিলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হউক।

চিরানুরক্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

৪নং পত্র।

৮নং মধুসূদন গুপ্তের লেন, কলিকাতা

৬ মাঘ ১৩১৬।

যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক বিনীত নিবেদন—

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জন্য শ্রীযুক্ত রাজা-বাহাদুরের সাদর আহ্বান পাইয়াও নানাকারণে সম্মিলনে যোগদানে অসমর্থ হইলাম তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ভবাদৃশ ব্যক্তি যেখানে আহ্বানকর্ত্তা, সেখানে সম্মিলনের সফলতা বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; এবং রাজা বাহাদুরের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যও যে শক্তি লাভ করিবে, তাহাতেও কোন সংশয়ের কারণ নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় গৌরীপুর সম্মিলনে উপস্থিত হইতেছেন, ইনি বঙ্গদেশের জাতিতত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন; আসাম প্রদেশে

এবিষয়ে গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে সে বিষয়ে রাজা বাহাদুরের এবং সাহিত্য সম্মিলনের আনুকূল্য লাভ করিবেন, ইহা অনুরোধ করাই বাহুল্য।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন সর্ব্বাংশে সফলতা লাভ করুক, দূর হইতে ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়া রাজাবাহাদুরের সমীপে আমার ত্রুটীর জন্য পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

বশংবদ

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

৫নং পত্র।

১৭নং সিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭ই মাঘ সন ১৩১৬ সাল।

সবিনয় নিবেদন,

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নিমন্ত্রণ পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছি। সভাস্থলে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোন বিশেষ অপ্রতিবিধেয় প্রতিবন্ধক বশতঃ আমি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য দুঃখিত আছি এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আপনার মত ব্যক্তি এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন—ইহাতে সাহিত্য সেবী মাত্রেই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও আমার পুত্র শ্রীমান্ সতীন্দ্র সেবক নন্দী বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ পক্ষ হইতে তথায় গমন করিতেছে. তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপায় আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সাফল্যলাভ করুক।

সম্ভবতঃ সম্মিলন সভায় এইরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে

যে, এ দেশবাসিগণের নিজের চেষ্টায় আসামের পুরাতন্ ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথ্য নির্ণয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইবে এবং তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে। এইরূপ কার্য্যসকল এক্ষণে আমাদের মধ্যে বড়ই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীবাণী নাথ নন্দী।

৬নং পত্র।

কাশীপুর

সাতক্ষীরা হাউস

২—২—১০

সবিনয় নিবেদন,

আন্তরিক দুঃখের সহিত জানাইতেছি, যাইবার পূর্ব্বক্ষণে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মহাশয়দিগের সব সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম। কাল সন্ধ্যাকালে পড়িয়া যাওয়ায় আমার শরীরের অনেক স্থানে আঘাত লাগিয়াছে, বিশেষতঃ হাঁটু ও পায়ে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই প্রতিশ্রুতির অপ্রতিপালন মার্জ্জনা করিবেন। উপযুক্ত ব্যক্তিই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমি ইহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। বিশেষতঃ আপনার উদ্যমের আমি প্রশংসা করি। অতি অল্পদিন হইল, আসাম কি জানি কি লোভে, বাংলা হইতে আপনাকে পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এ প্রাদেশিক সামান্য বিভিন্নতা আপনার চেষ্টায় যেন অপসারিত হয়। আপনার উদ্যম সফল হউক। সভাপতি, সভ্য মহোদয়গণ ও আপনি আমার আন্তরিক সম্মাননা জানিবেন। ইতি

বশংবদ

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ শর্ম্মা।

৭নং পত্র।

THE TIMES OF ASSAM OFFICE.
Dibrugarh.
Dated, 11th January 1910.

Dear Sir,

I am in receipt of your very kind letter of 19th Paus to hand to-day asking my presence at the forthcoming Assam Bengal Literary Conference to be held at Gouripore on the 9th and 10th Magh next :—I sincerely thank you for your having shown this courtesy to me. But extremely regret that owing to very unavoidable circumstances connected with my news paper I am unable to leave Dibrugarh, while otherwise I would have been only too glad to do. I therefore hope you will be good enough to excuse my absence.

Wishing all success to the conference and to your goodself.

I am, Dear Sir,
yours faithfuly,
The Editor.

৮নং পত্র।

Jorhat.
The 12th January 1910.

Dear Raja Bahadur.

I am in receipt of your letter of 29th Pous, inviting me as a special request to attend at the 3rd meeting of the "উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন" to be held early in the Gouripore Palace. May I be permitted to say

that I am highly pleased at the honor you have thought fit to accord me though I am quite sure I don't deserve it personally. But it pains me as it will no doubt you, to be told that I shall not be able to attend the meeting under pressure of painful circumstances, though I can assure you that I feel much interested and sympathetic with the object of the meeting. May I therefore hope for your excuse on this occasion.

I remain
Sir,
yours most sincerely.
(Sd.) Gopi Nath Bordoloye.

৯নং পত্র।

Gauhati,
12. 1. 10.

Dear sir,

Many thanks for your kind invitation to meet the literary men of East Bengal. I regret that private business deters me from enjoying the pleasure and the proffered hospitality. Howevar I thank you again and hope to be excused this time.

yours truly
(Sd.) R. C. Bardaloi.

১০ নং পত্র।

২২ নং রোজমেরি লেন হাওড়া।

১৪—১—১০

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আসাম ও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের সম্মিলন ও পরস্পরের ভাষার উন্নতি-সাধন কল্পে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে নিমন্ত্রণ পত্র আমাকে পাঠাইয়াছেন তাহা গত কল্য মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ঠিকানার গোলযোগ বশতঃ এই প্রকার ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক দুঃখের সহিত বলিতেছি যে সম্প্রতি কার্য্যে এত জড়িত হইয়া রহিয়াছি যে সভায় উপস্থিত হইবার সুযোগ আমার ঘটিয়া উঠিবে না। আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ঈশ্বর তাহা সিদ্ধি করুন তাঁহার চরণে আমার এই প্রার্থনা। আমি আপনার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ সম্মানিত বোধ করিতেছি; সেই সম্মানের উপযুক্ত আমি নহি আপনার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম, নিজ উদারতা গুণে ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা।

বিনীত—

শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজ বরুয়া।

১১ নং পত্র।

নওগাঁও

১৮।১।১০

সবিনয় নিবেদন—

আমি মফস্বলে ছিলাম। গত কল্য আপনার অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইলাম। আমি সম্মিলনে উপস্থিত হইবার সুবিধা না পাইয়া অত্যন্ত

দুঃখিত হইলাম। বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীরজনীকান্ত বরদলৈ।

১২ নং পত্র।

তেজপুর

১৯।১।১০

প্রিয় রাজা বাহাদুর,

আপনার উভয় নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। দুঃখের বিষয় ছোট ছোট ছেলেপিলে কয়টীকে ফেলিয়া সম্প্রতি যাইতে পারিলাম না, এজন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাই। বাড়ীতে (উত্তর গৌহাটীতে) দাদা মহাশয়ের কাছে লোক পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলাম, লোকও পাওয়া গেল না অথচ আপনাকে খবর দিতে দেরী হইল। ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। আর ভবিষ্যতে এ রকম সমারোহের সময় ডাকিতে অবহেলা করিবেন না এই মিনতি জানাইলাম। আমাকে যে সমাজে সঙ্গীত গাহিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, আমি যাইতে পারিলে অবশ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইত। নূতন গান রচনা করিবার সময় হইল না বলিয়া আমার কৃত সঙ্গীত কোষের তিনটী গান Note করিয়া দিলাম। বঙ্গীয় সমাজের যাঁহারা রাগ রাগিণী বোঝেন অনায়াসে গাহিতে পারিবেন। ইতি—

একান্ত বাধ্য—

শ্রীলক্ষ্মীরাম বরুয়া।

১৩ নং পত্র।

Gauhati,

the 21st January 1910.

Dear Raja Bahadur,

I am much obliged for your kind invitation of the 19th Paus to the 3rd sitting of the "Uttar Banga Sahitya sammilani" which happy event is going to take place at Gauripur on the 22nd and 23rd of this month. I sincerely regret my inability to attend the "Sammilan" on account of heavy pressure of work. The commissioner has not returned from his tour yet and he would not have certainly allowed me to leave office duirng his absence even in holidays. I hope you will very kindly excuse my inability. I deferred replying to your letter in the hope that Commissioner would return to station and I would take his permission to go.

However I have sent two old Aassam *puthis* as asked in your second letter, one through Babu Gopal Krishna Dey and the other through Srijut Malla Narain Das. Both these *Puthis* are of unique interest to the Assamese. One sent in charge of Srijut Mallanarain Das is the family history of Durrang Rajas, which is a branch of the Kuch Behar family. This *puthi* is a specimen of illuminated manuscripts of Assam. The 2nd *puthi* sent in charge of Babu Gopal Krishna De, is a Historical account of a dispute between two rival Zemindars of Bengal. This *puthi* was composed in Assamese by one Tarkabagish by the order of Maharaja Siva Sinha who

flourished some 250 years ago. This shews the state of Assamese prose at that age, besides proving the fact that the Assamese of those days took a keen interest in the study of History not only of their own country but of other countries too--a subject which was much neglected in other parts of India. I hope the "Sammilani" will help us in bringing the glorious past of Assam before the civilized world instead of vilifying everything belonging to Assam as many Bengalis have done in the past. I take the sitting of Sammilan in Goalpara as an advent of a new Era for the good of Assam and time alone will shew how our sanguine hope will be treated by Brother Bengal—let us hope for the best.

Yours very sincerely
Sd. H. C. Gossaim.

১৪ নং পত্র।

তেজপুৰ
২ মাঘ, ১৮৩১ শক।

সবিনয় নিবেদন,—

"আসাম ও বঙ্গীয় সাহিত্যক সম্মিলনৰ" তৃতীয় অধিবেশনলৈ আপোনাৰ যোৱা ১৯ পুহৰ নিমন্ত্রণ পত্র ২৭ পুহত পাই পৰম অনুগৃহীত হলোঁ, আৰু সেই বাবে আপোনাৰ নথৈ শলাগ লৈছোঁ। কিন্তু বৰ বেজাবাৰ সৈতে জনাওঁ যে, সম্প্রতি মোর গা ভাল ন থকাত, আৰু সভা বহিবলৈ সময় নিচেই চমু চপাত, একান্ত বাঞ্ছা থকাতো, আপোনাৰ সাদৰী অনুৰোধ ৰাখিব পৰান হল, সেই বাচে যেন ত্রুটী মার্জ্জনা কৰিব।

যদিচ স্বয়ং উপস্থিত হোবা সন্তোষৰ পৰা বঞ্চিত হব লগাত পৰিলোঁ, তথাপি আশা কৰিছোঁ যেন আপুনিয়েই সভাৰ মহৎ উদ্দেশ্যত মোর সবল সহানুভূতি জনাই মোক অনুগৃহীত কৰিব।

অধিবেশন পারহৈ যোবার পিচত, সভার কার্য্য বিবৰণীৰ নকল এটি পালে, তাকে চাই তাত মোৰ যথাবত সাহায্য দিবলৈ সাজু থাকিলোঁ। ইতি—

বিনীত—

শ্রীপদ্মনাথ বৰুৱা।

"গ" পরিশিষ্ট।

প্রদর্শিত দ্রব্য তালিকা।

আলোকচিত্র।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ—

১। বাগ্‌দেবীর ভগ্ন মন্দিরের আলোকচিত্র।

২। ভবচন্দ্রের রাজধানী বাগ্‌দুয়ারের পদ্মপুকুরের আলোকচিত্র।

৩। প্রবাদ প্রসিদ্ধ রাজা ভবচন্দ্রের রাজধানী পরগণে বাগদুয়ারস্থ বাগ্‌দেবী, কালীমূর্ত্তি, মহাকাল ও শিবমূর্ত্তির আলোকচিত্র।

৪। উক্ত স্থানের একটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপের আলোকচিত্র।

৫। রাজা ভবচন্দ্রের তোষাখানার ভগ্নস্তূপের আলোকচিত্র।

৬। ঐ হাওয়াখানার ভগ্নস্তূপের আলোকচিত্র।

৭। আঠারকোঠা নামক সত্যপুষ্করিণী গ্রামস্থ একটি ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপের আলোকচিত্র।

(১ হইতে ৭ নং চিত্র রঙ্গপুরের ইতিহাসের সহিত প্রকাশিত হইবে বলিয়া কার্য্য বিবরণে দেওয়া গেল না)।

৮। বগুড়া যোগীর ভবন নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের আলোকচিত্র।

৯। তত্রত্য দুর্গা মণ্ডপের আলোকচিত্র।

১০। উক্ত স্থান হইতে সংগৃহীত গোরক্ষনাথের মন্দিরের আলোকচিত্র।

১১। ঐ জয়দুর্গার মন্দিরের আলোকচিত্র।

১২। ঐ কালভৈরবের মন্দিরের আলোকচিত্র।

১৩। ঐ কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তির আলোকচিত্র।

১৪। ঐ সমাধী মন্দিরত্রয়ের আলোকচিত্র।

১৫। উক্ত স্থান নিবাসী বর্ত্তমান কানফাটা যোগীদ্বয়ের আলোক-চিত্র।

১৬। ঐ ধর্ম্মের গাদি বা ধর্ম্ম ডুংগির আলোকচিত্র।

১৭। ঐ একটি তোরণ দ্বারের আলোকচিত্র।

১৮। বগুড়া সেরপুরস্থ তুরকান সহিদের "শির মোকামের" আলোক-চিত্র।

১৯। ঐ গ্রাম্য দেবী বুড়ির স্থান বা বুড়িতলার ছায়া চিত্র।

২০। ঐ তুরকান সাহেবের "ধড় মোকামের" আলোকচিত্র।

২১। ঐ হরগৌরী মন্দিরের আলোকচিত্র।

২২। ঐ দক্ষিণ পাড়ার শিবমন্দির ও স্থানীয় বর্ত্তমান স্থাপত্য শিল্পের আলোকচিত্র।

২৩। মালদহস্থ কেলীকদম্ব বৃক্ষের আলোকচিত্র।

(গৌড় ভ্রমণকালে শ্রীমৎ চৈতন্যদেব এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন)।

২৪। আসাম লখিমপুরে প্রাপ্ত ভুবনমোহন মূর্ত্তি ও একটি বিদ্রির কাজ করা বাটীর আলোকচিত্র।

২৫। আসাম ঘারমরা সত্রে প্রাপ্ত রুদ্রসিংহের তাম্রশাসনের ১ম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র

২৬। ঐ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার আলোকচিত্র।

(৮ হইতে ১৬ নং চিত্র ১৩১৭ সালের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত

চিত্র নং ১, আহোম রাজপ্রসাদের ধ্বংসাবশেষ।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

চিত্র নং ২। শিবসাগৰ— ৰং ঘোৰাঘৰ।
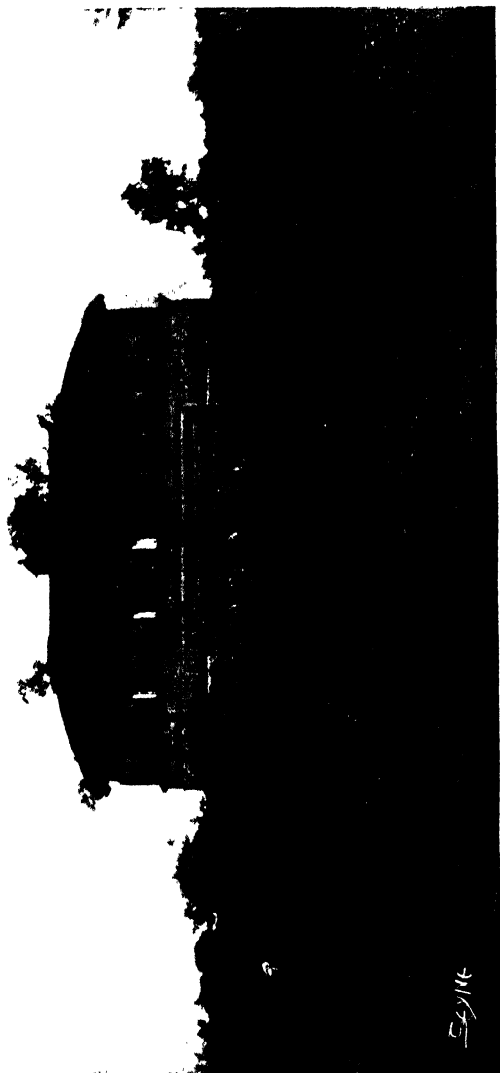
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, তৃতীয় অধিবেশন।

চিত্র নং ৪, গৌহাটী—আহোমরাজগণের পাঁচটি কামান।
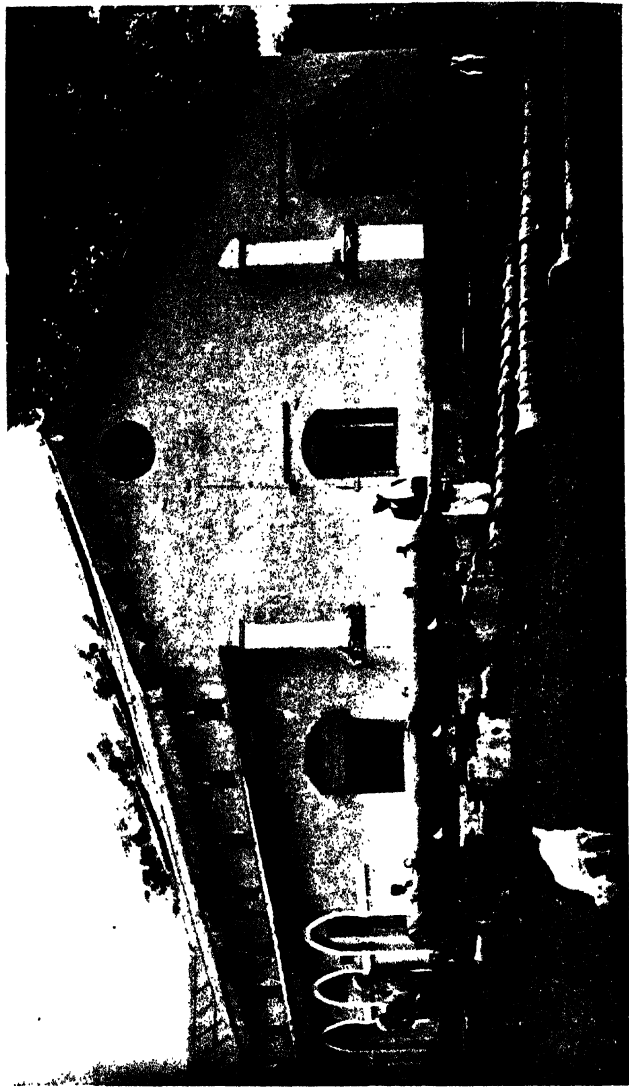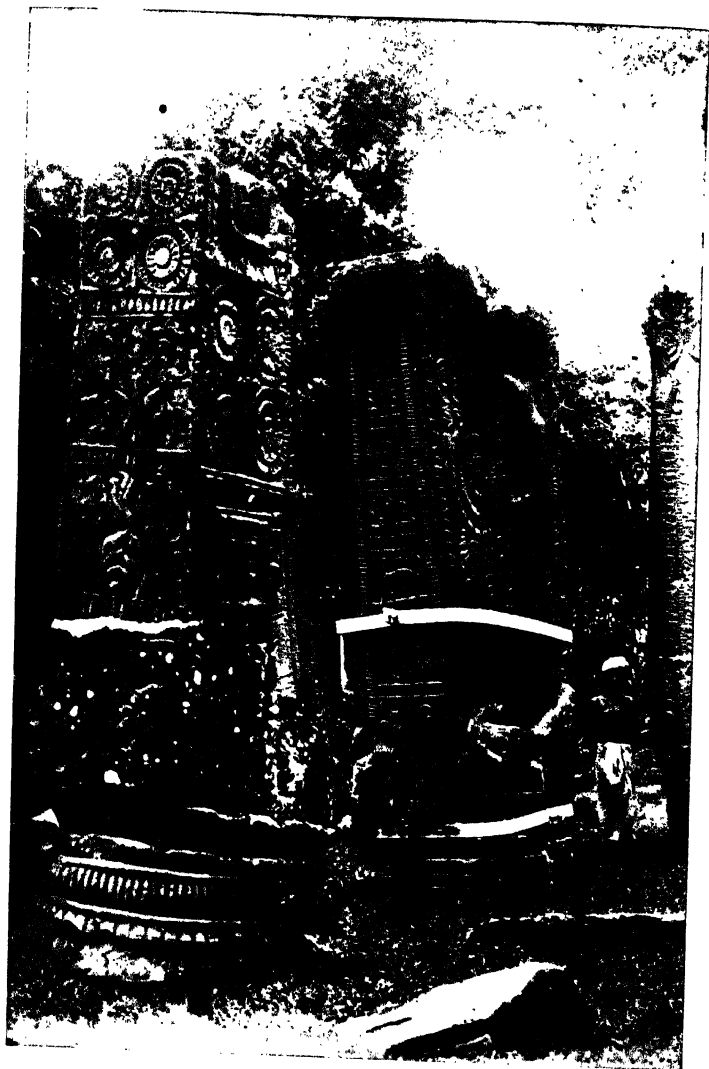
চিত্র নং ৫, আসাম, ডিমাপুরের দুইটি স্তম্ভ

চিত্র নং ৬, ছাতিমগ্রাম জয়দুর্গার মন্দির।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

হইয়াছে এবং ১৭ হইতে ২৬ নং চিত্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৩য় ও ৪র্থ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে, এজন্য পুনর্মুদ্রিত হইল না)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, গৌহাটী।

২৭। শিবসাগর গড়গাঁওস্থ অহোমরাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের আলোকচিত্র। (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

২৮। শিবসাগর রঙ্গপুর হইতে সংগৃহীত "রংচোয়াঘর" অর্থাৎ বৃষ গজ শার্দ্দূলাদির ক্রীড়া দেখিবার ঘরের আলোকচিত্র।

(২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

২৯। শিবসাগর নামক একটি সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘিকার এক তীরের দৃশ্যের আলোকচিত্র। (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩০। অহমরাজগণের পাঁচটী কামানের আলোকচিত্র।

(৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩১। নওগাঁ ডিমাপুরের প্রস্তর স্তম্ভাবলীর আলোকচিত্র।

(৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—

৩২। দুষ্প্রাপ্য আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট সঙ্কলন কর্ত্তা কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী ৺শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের হস্তাক্ষরের আলোকচিত্র।

(রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট গ্রন্থ প্রারম্ভে এই চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে)

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্যাল বি, এল. বগুড়া।

৩৩। রাণী ভবানী যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তদুপরি নির্ম্মিত ৺জয়দুর্গার ভগ্ন মন্দিরের আলোকচিত্র। (৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩৪। রাণী ভবানীর পিতৃভবনস্থ দোলমঞ্চের আলোকচিত্র।

(৭ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩৫। রাণী ভবানীর সুতিকা গৃহের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের আলোকচিত্র। (৮ নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)

৩৬। ৺জয়দুর্গার বাড়ীর সংলগ্ন মন্দিরের আলোকচিত্র।

(৯ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩৭। রাণী ভবানীর পিতৃভবনস্থ দোলমঞ্চের সন্নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ফটকের আলোকচিত্র। (১০ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩৮। রাণী ভবানীর পিতৃ পুরুষের স্থাপিত বুড়া শিবমূর্ত্তির আলোক চিত্র। (১১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

৩৯। বগুড়া মহাস্থান গড়ের ফারক সায়রের মসজেদের প্রস্তর লিপির আদর্শ।

৪০। বগুড়া মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত একটি কার্ণিশের কারুকার্য্যের আদর্শ।

৪১। বগুড়া, আদমদীঘি থানা রামকালী গ্রামে প্রাপ্ত সুবর্ণ মুদ্রার আলোক চিত্র। প্রথম পৃষ্ঠায় চতুর্মুখ মহাদেব ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি। খোদিত লিপির গ্রীক অক্ষর ও ভাষা পহ্লবী। মহা-রাজাধিরাজ বাসুদেব (কোশল বংশীয়) রাজ্যকাল ৬৫ শকাব্দা হইতে ৯৯ শকাব্দা খৃঃ অঃ ১৪৩-১৭৭।

এতদ্ব্যতীত আরও যে সকল চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার পরিচয়াদি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই বলিয়া তালিকাভুক্ত করা হয় নাই।

চিত্র নং ৭, রাণীভবানীর পিতৃভবনের দোলমঞ্চ।
ছাতিমগ্রাম—রাজসাহী।

চিত্র নং ৮, ছাতিমগ্রাম, রাজসাহী রাণী ভবানীর পিতৃভবনের শিবমন্দির ...ণী।

চিত্র নং ৯ রাণীভবানীর জন্মস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির।
ছাতিমগ্রাম—রাজসাহী।

চিত্র নং ১০ উমানন্দ পুষ্করিণীর পশ্চিমতিরস্থ প্রস্তরতোরণ।
ছাতিমগ্রাম—রাজসাহী।

চিত্র নং ১১, বুড়াশিব
ছাতিমগ্রাম—রাজসাহী।

দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত গ্রন্থাবলী।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ—১৭৮১ শকে মুদ্রিত, ১৪৫২ শকে গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও সৈয়দ হামজার রচিত মধুমালতী।

W. carey সাহেবের রচিত ১৮১২ খৃঃ তে মুদ্রিত 'ইতিহাস' মালা (কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের পাঠ্য)

১৮০২ সালে মুদ্রিত রাম রাম বসু প্রণীত 'লিপিমালা' (কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের পাঠ্য)

১৭৩৮ শকে মুদ্রিত 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার'।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি।

রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ—বিজয় পণ্ডিত রচিত বনপর্ব্ব নল দময়ন্তী সংবাদ ১২৬৫ সালে সেখ ঘাউয়া নস্য কৃত প্রতিলিপি।

চিত্ত উত্থান পুথি, হেয়াত মামুদ রচিত ১২৬৬৷৬৭ সালে ইমাম বকস সরকার কৃত প্রতিলিপি।

দ্বিজ রামেশ্বর রচিত গোবিন্দমঙ্গল (খণ্ডিত) ১১৯১ সালে ইন্দ্র-নারায়ণ শর্ম্মা কৃত প্রতিলিপি।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ আদিকাণ্ড ১১৫৬ সালে ব্রজনাথ (মোহন) দেবশর্ম্মা কৃত প্রতিলিপি।

ঐ—উত্তরাকাণ্ড ১১৫৯ সালে খোদাদিন কৃত প্রতিলিপি।

ঐ—আদিকাণ্ড (খণ্ডিত)। ১২০২ (?) সালের প্রতিলিপি।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড ১২২৭ সালে ও ২৬৯ রাজশকের প্রতিলিপি।

১১০৬ সালে হেদাত মামুদ রচিত অম্বিয়া জনী পুঁথি।

সংস্কৃত মহাভারত—বনপর্ব্ব, ১৭০২ শকের প্রতিলিপি।

কবিকঙ্কণের কামমঙ্গল গান ১ পাতা ১২০৫ সালের প্রতিলিপি নারায়ণ দেবের পাঁচালী ও অন্যান্য খণ্ডিত পুঁথিসকল।

ভাগবতসার মাধব প্রণীত ১১৯৫ শকের প্রতিলিপি, সাচীপত্র অর্থাৎ এক প্রকার বৃক্ষ ত্বকে লিখিত।

শ্রীনাথী মহাভারত—(খণ্ডিত)

আপদুদ্ধার ও জগন্নাথ মাহাত্ম্য ১২৪০ সালে চন্দ্রনাথ দাসকৃত প্রতিলিপি।

কাশীরামদাসের মহাভারত ১২৭০ সালে অভয়াদেবীর প্রতিলিপি।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—রঙ্গপুর।

শিহ্লনকৃত শান্তিশতক ও ত্রিলোচন প্রণীত কাতন্ত্র পঞ্জিকা।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ গিরি গোস্বামী কৃত শ্যামা রহস্য ১৬৮৪ শকে রামপ্রসাদ শর্ম্মার নকল।

রসোল্লাস তন্ত্রোক্ত দেবীশ্বর সংবাদ ও কালী তন্ত্রান্তর্গত কালিকা প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন—বগুড়া।

সারস্বত ব্যাকরণের ঋজুদীপিকা ও প্রভাবতী টীকা ৺শ্রীকৃষ্ণ নাথ ভট্টাচার্য্য রচিত।

শারীরতত্ত্ব জ্যোতিষ (বাঙ্গালা পদ্য)।

স্বরূপ দাস প্রণীত রস উপাসনা।

গোপাল দাস প্রণীত কালাচরিত্র।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী—এম,এ, গৌহাটী।

বর্দ্ধমানের তালুকদার শোভাসিংহের বিদ্রোহাবলম্বনে অহমরাজ শিব সিংহের সময়ে আসামী ভাষায় রচিত ইতিহাস।

আসামী ভাষায় রচিত বিবিধ সুরঞ্জিত চিত্রযুক্ত দরঙ্গরাজের পারিবারিক ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার—হরিবংশ (পদ্যানুবাদ)

শ্রীযুক্ত অভয়ানাথ চক্রবর্ত্তী—রামায়ণ স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ১৭২৭ শকে তিলকরামদাসের প্রতিলিপি।

পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়া যোগসার ১৭২১ শকে ব্রজনাথ দাসের প্রতিলিপি।

প্রাচীন মুদ্রা।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীস—সাহআলম ও কোচবিহারাধিপতি মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সময়ের ১৫টি রৌপ্য মুদ্রা।

শ্রীযুক্ত অভয়ানাথ চক্রবর্ত্তী—গৌরীনাথ সিংহের রৌপ্য সিকি একটি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন—শ্রীরাম সীতা ও হনুমান মূর্ত্তি অঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা একটি।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বরুয়া—গৌরীনাথ সিংহের সময়ের একদিকে "শ্রীশ্রীগৌরীনাথ সিংহ নৃপস্য" অপর দিকে "শ্রীশ্রীহরগৌরী পদ পরস্য" লেখা রৌপ্য মুদ্রা একটি।

শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার লাহিড়ী—বিভিন্ন দেশের তাম্র মুদ্রা ১৪টি।

গৌরীপুর রাজ—মোহম্মদ গজনীর সময়ের স্বর্ণমুদ্রা একটি জেলাল-উদ্দীন টগলকের সময়ের ৯৮৩ হিজরীর স্বর্ণ মুদ্রা, আকবরের সময়ের স্বর্ণ মুদ্রা একটি ও রৌপ্য মুদ্রা একটি। জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময়ের রৌপ্য মুদ্রা দুইটি আরংজেবের সময়ের রৌপ্য মুদ্রা দুইটি এবং তাম্র মুদ্রা দুইটি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বক্সী—১২০৪ সা আলম সেক্কা বাদসার সময়ের মুর্শিদাবাদে প্রস্তুত রৌপ্য মুদ্রা একটি। সাজাহান সাহাবুদ্দীনের সময়ের ঐ একটি।

একদিকে মহারাও রাজা সুযাইমঙ্গল সিং বাহাদুর ১৮৮০ সাল ও অপরদিকে one rupee Alwar slate Empress Victoria অঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা একটি। জামীদীন মহাম্মদ সা ফজল সা আলম বাদসার সময়ের ১৯সনে মুর্শিদাবাদে প্রস্তুত রৌপ্য মুদ্রা একটি, সা আলম বাদসা জলুস (যিনি আলো করিয়া থাকেন) সন ৩০৭ একপাই সিক্কাঙ্কিত তাম্র মুদ্রা দুইটি। ১২৪৯ আদল (অর্থাৎ বিচারক) quarter anna ১৮৩৩ ইত্যাদি অঙ্কিত তাম্রমুদ্রা একটি।

ইষ্টক লিপি ও প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ—রঙ্গপুর বদ্ধন কুঠীতে প্রাপ্ত ১৭০৮ শকের খোদিত লিপি সংযুক্ত ইষ্টকার্দ্ধ। ঐ অপরার্দ্ধ। তথায় প্রাপ্ত ঐ সময়ের খোদিত আর একখানি ইষ্টক। রঙ্গপুর মন্থনায় প্রাপ্ত প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের বিচিত্র কারুকার্য্যময় খোদিত ইষ্টক ৪খানি।

চৌদ্দভুবন বিলের নিকট প্রাপ্ত দশভূজা মূর্ত্তি ১ খানি।

প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্রাদি।

গৌরীপুররাজ—ঢাল ও তরবারি—মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক গৌরীপুররাজ বংশের পূর্ব্বপুরুষ রাজা কবিশেখরকে উপহৃত তরবারি একখানি ও ঢাল একখানা।

ছয়টি কামান—(১) বিজনীর আদিপুরুষ রঘুদেবনারায়ণের সময়ের ১৫১৯ শকাব্দায় নির্ম্মিত কামান একটি। (২) ১৫১৪ শকাব্দায় তাঁহারই
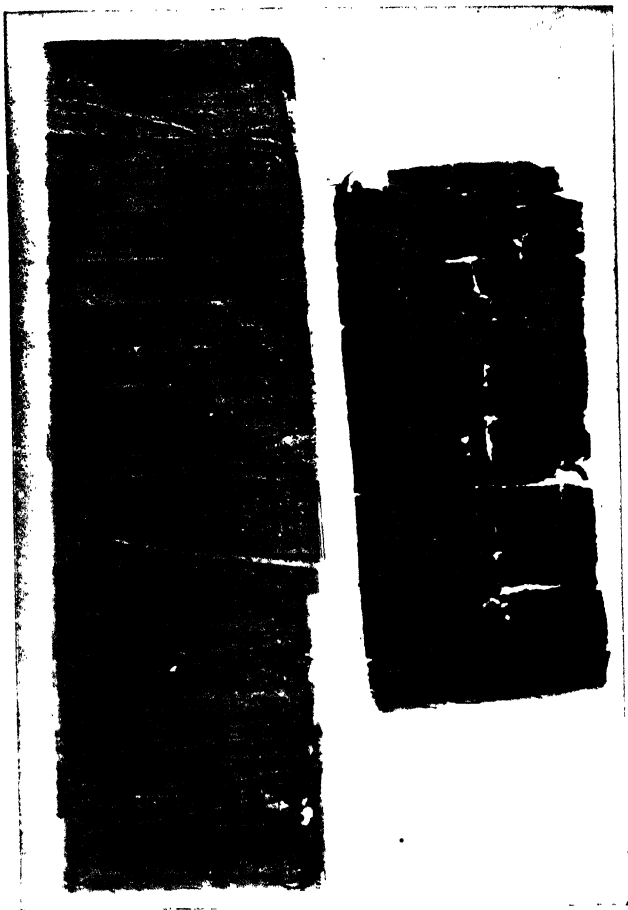
চিত্র নং ১২। রাণীভবানীর স্বাক্ষরিত ইজারা পাট্টাদ্বয়।

Engraved & Printed by K. V. Seyne & Bros.

চিত্র নং ১৫, গৌরীপুর রাজবাড়ীর বৃহৎ কামান।

নির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ কামান যাহা গৌরীপুররাজ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে প্রথমোক্ত কামানটির লিপির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে রঘুদেব নারায়ণ ১৫৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার কালপ্রাপ্তির বিষয় মিষ্টার ই, এ গেইট মহোদয় তাঁহার আসামইতিহাসে লিখিয়াছেন। এই কামানটি দ্বাদশ কোণযুক্ত এবং আসাম ইতিহাস সঙ্কলনে অত্যাবশ্যকীয়। (৩) শেরসাহের কামান। ইহা আসামের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন। এই কামানের উপরে আরবী ভাষায় খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে আফগান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা শেরসাহের রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই কামান নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। হিঃ ৯৪৯ সম্বৎসরে এই কামান নির্ম্মিত হয়। এই কামান ব্যতীত অপর সমস্ত কামান ব্যাঘ্র মুখযুক্ত।

(৪) লৌহনির্ম্মিত একটি কামান। ইহাতে চারি পাঁচ পংক্তি সিকস্ত্ অক্ষরে অতি কদর্য্য খোদিত লিপি আছে। রাজ্যাব্দ "২১" মাত্র পাঠ করা যায়। খোদিত লিপি পঠিত হইলে কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহা স্থল যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত।

(৫ ৬) এই দুইটি কামান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ যোগ্য বিষয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত ১ হইতে ৪ সংখ্যক কামান অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগের সহকারী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের লিখিত একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যায় (১৩১৭) প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৩।১৪।১৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

নালিকাস্ত্র—স্বর্ণখচিত কারুকার্য্য বিশিষ্ট নালিকাস্ত্রদ্বয়। ইহাদের বিষয় প্রদর্শনী বিবরণে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল্ মহাশয়ের বক্তৃতায় দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন দলিলাদি।

গৌরীপুররাজ—সাঁতোলের রাণী সত্যবতীর স্বাক্ষরিত সনন্দ।

সাহ সুজার মোহরাঙ্কিত গৌরীপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাজা কবিশেখরের ভ্রাতুষ্পুত্র জীয়ানন্দকে প্রদত্ত চাকুরীর সনন্দ।

জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত রাজা কবিশেখরের—নান্‌কর সনন্দ।

সম্রাট আলমগীর প্রদত্ত গৌরীপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবীপ্রসাদের চাকুরীর সনন্দ।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি, এল—রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত গঙ্গাপ্রসাদ সান্ন্যালের বরাবর সম্পাদিত ইজারা পাট্টা। (১২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি, এল,—রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত কাওনাথ সান্ন্যালের বরাবর সম্পাদিত দেবোত্তর জমির পাট্টা।

(১২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ—স্মৃতির কোন দুরূহ অংশের মীমাংসা করিয়া তাহা অনুমোদনের নিমিত্ত ৺ ভবনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক কোচবিহার রাজসরকারে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রেরিত আবেদন পত্র।

'ঘ' পরিশিষ্ট।

গৌহাটী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার বিশেষ অধিবেশন।

৬ মাঘ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ।

১। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি, এ. বি, এল, সরকারী উকিল।

২। " মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী বি, এ, বি, এল।

৩। " রামদাস ব্রহ্ম, উকিল।

৪। " প্রকাশচন্দ্র সিংহ সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

৫। " হেমচন্দ্র গোস্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

৬। " প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্।

৭। " নবীনচন্দ্র বরদলাই বি, এ. বি, এল।

৮। " অনারেবল রায় ভুবনরাম দাস বাহাদুর।

৯। " পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, অধ্যাপক কটন কলেজ ও সভার সভাপতি।

১০। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রফেসর ও উক্ত সভার সম্পাদক।

১১। " সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, প্রফেসর।

১২। " বনমালি চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ এম, এ. প্রফেসর।

১৩। " উমাচরণ সেন বি, এ, বি, এল।

১৪। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, বি, এল।
১৫। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ার।
১৬। „ মৌলবী মঃ সাতুল্লা এম, এ, বি, এল।
১৭। „ গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিক্ষক, গঃ স্কুল।
১৮। „ সতীশচন্দ্র দাস ঐ
১৯। „ ভূপেন্দ্র নাথ সেন বি,এ, ঐ
২০। „ বরদাকান্ত শ্যাম বি, এ, ঐ

অন্যান্য স্থানীয় বাঙ্গালী এবং আসামী বহু ভদ্রলোক ও কলেজ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ।

গৌহাটী, বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভাকর্ত্তৃক উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণকে সম্ভাষণ।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে আপনারা যে অচিরজাত আমাদের এই বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার খবর লইয়া ইহার জন্ম স্থানটি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবার জন্য অযাচিতভাবে অনুকম্পা পূর্ব্বক আগমন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত এই শিশু সভার যে আহ্লাদ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার শক্তি ইহার নাই। সভা যে স্থানে জন্মিয়াছে, তাহার আবহাওয়া ইহা বৃদ্ধি ও পুষ্টির সম্যক্ অনুকূল নহে তথাপি যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ পুরঃসর ইহা সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম পাদবিক্ষেপ করিয়াছে, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা ভগবতী কামাখ্যা অবশ্য ইহার কুশলবিধান করিবেন, ইহাই ইহার ভরসা।

আপনারা কৃপা করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন, সভা যে আপনাদের ন্যায় সাহিত্যসেবী মহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারে এমন শক্তি ইহার নাই, কখনও যে আনিতে পারিবে, এমন ভরসাও সম্প্রতি ইহার

হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। মা কামাখ্যার কৃপায় বিনা প্রয়াসে আপনা-দিগকে তাঁহার সমক্ষে পাইয়াও যে সর্ব্বদেবময় অতিথির যতদূর অভ্যর্থনা করা উচিত, তাহা করিতে পারিতেছে না সেই নিমিত্ত সভা অতীব দুঃখিত। অপিচ আপনারা তদীয় জন্মস্থানের যতটুকু পরিচয় তাহার নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছেন, শিশুসভা তাহা সম্যক্ প্রদান করিতে আপনাকে অসমর্থ ভাবিয়াও যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধচিত্ত।

আপনারা অতিথি হইলেও সভার পরম আত্মীয় নচেৎ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহার খবর নিবেন কেন? আত্মীয় ব্যক্তি কখনও আত্মীয়ের—তা সে যতই হীনাবস্থ হউক না কেন, দোষ দেখেন না; আপনাদের অভ্যর্থনাদির জন্য সভার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু প্রয়াস করিতে পারিয়াছে, তাহা অতি সামান্য হইলেও ইহার ভরসা আছে অমায়িক প্রাকৃতিক মহানুভব আত্মীয়বর্গ আপনারা তাহা সদয় ভাবেই গ্রহণ করিবেন।

আত্মীয়বর্গের সমীপে আত্মনিবেদন স্বাভাবিক, তাই আপনাদের নিকট সভার উদ্দেশ্য এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাহিনী সংক্ষেপে নিবেদিত হইতেছে।

বিগত বর্ষের ২রা ফাল্গুন তারিখে গৌহাটিস্থিত বঙ্গীয় সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন লাহিড়ী বি, এল, শ্রীযুক্ত রামদাস ব্রহ্ম উকিল, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি, এ, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এ, কমিশনার আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামতনু ন্যায়সাংখ্যচঞ্চু হেডপণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, হেডমাষ্টার কটন কলেজিয়েট স্কুল ও শ্রীযুক্ত আবদুল্লা আবু সৈয়দ এম, এ, কটন কলেজের পারস্যাধ্যাপক এই সকল মহাত্মা অত্রত্য কর্জ্জন হলগৃহে একটি সভা আহ্বান করিয়া এই স্থানে সাহিত্য চর্চ্চার নিমিত্ত একটি সভার সংস্থাপন আবশ্যক বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ঐ সভার

সভাপতি অশেষ শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন গোস্বামী মহাশয় সংকল্পিত সভার কার্য্য সম্পাদকের পদে কটন কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বৃত করেন এবং এই অযোগ্য ব্যক্তির উপর সভাধ্যক্ষের গুরুতর ভার সমর্পণ করেন। ১৬ই ফাল্গুন তারিখে এই বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার প্রথম অধিবেশনে সভাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক "নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার উদ্দেশ্য সম্যক্ বিবৃত হয়। সভাকর্ত্তৃক ঐ প্রবন্ধ সভার নিয়মাবলীসহ মুদ্রিত হইয়া আসামের সর্ব্বত্র বিতরিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নানা শাখায়ও প্রেরিত হইয়াছে, কেননা ইহাকে কালে পরিষদের একতম শাখারূপে পরিগণিত করিবারও সঙ্কল্প আছে। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য আসাম প্রদেশকে বঙ্গীয় জন-সাধারণের নিকট সাহিত্য মুখে সবিশেষ পরিচিত করিয়া দেওয়া। আসাম বঙ্গদেশের অত্যন্ত সান্নিকৃষ্ট এবং ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইলেও ইহার বিষয় বঙ্গীয় অনেক সাহিত্যসেবী নানারূপ উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিয়া ইহাই স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন যে বঙ্গবাসিগণ এখনও আসামের প্রকৃত তথ্য বিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন।

যে সকল বাঙ্গালী এখানে থাকিয়া আসামের অন্নে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহাদের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রচলিত কুসংস্কার দূরীভূত করা এবং এতদ্দেশ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গবাসিবর্গের গোচরীভূত করা।

সভার বয়ঃক্রম এখনও একবৎসর পূর্ণ হয় নাই ; এই সময়ের মধ্যে ইহার আটটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে ; প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই আসাম সম্বন্ধীয় অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। নিম্নে পঠিত প্রবন্ধাবলীর রচয়িতার নামাদিসহ, একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রথম অধিবেশনে ১৩ই ফাল্গুন ১৩১৫—(১) "নিবেদন" সভাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক পঠিত (ইহা মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে)

(২) "তর্কবিজ্ঞান" লেখক শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ গৌহাটি।

(ইহা প্রবন্ধকারের লিখিত এক অপূর্ব্ব গ্রন্থের সার সংক্ষেপ—গ্রন্থ শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে)

দ্বিতীয় অধিবেশন ১৫ই চৈত্র ১৩১৫—(১) "জড়তত্ত্ব" সভার কার্য্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, কর্ত্তৃক পঠিত (ইহা নব্যভারতে বর্ত্তমানবর্ষে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

(২) "রাণী জয়মতী" লেখক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে লাইব্রেরিয়ান কর্জ্জনহল্ গৌহাটি।

(এই প্রবন্ধে আহোম রাজবধূ সতী-শিরোমণি জয়মতীর পতি হিতার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্তসার ভারত মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমগ্র প্রবন্ধ সত্বরই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে।)

৩য় অধিবেশন ১২ই বৈশাখ, ১৩১৬—১) "ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তনবাদ" লেখক শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস এম, এ, বি, এস, সি, কটন কলেজের রসায়নাধ্যাপকের সহকারী।

(ইহা শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশিত মৈত্রীর বিগত ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)

(২) "বাণ ও শোণিতপুর" লেখক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে, তেজপুর ডেপুটি কমিশনার আফিসের হেডক্লার্ক (এই প্রবন্ধে তেজপুর অর্থাৎ শোণিতপুরে বাণ রাজা ও উষা প্রভৃতির কি কি চিহ্ন আছে এবং কিরূপ

প্রবাদাদি প্রচলিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা নব্যভারতে বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।)

৪র্থ অধিবেশন ৯ই শ্রাবণ, ১৩১৬–(১) "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত" লেখক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম, এ, কটন কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক।

(ইহা সত্বরেই পরিবর্ত্তিতাকারে কোনও বিশিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

(২) "বলবর্ম্মার তাম্রশাসন" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বরাচার্য্য কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত। (এই তাম্রশাসনখানি আসাম নৌগাঁ জেলায় পাওয়া যায়, এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে ১৮৯৮ অব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। ডাঃ হর্ণলি ইহার ব্যাখ্যাদি করেন। মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বরাচার্য্য যে বক্তৃতা করেন, তদবলম্বনে এবং হর্ণলি সাহেবের নানা ভ্রমপ্রদর্শন পূর্ব্বক সভাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদসহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাম্রশাসন কি জিনিস অনেকে এই সভায়ই প্রথম দেখিয়াছিলেন)

৫ম অধিবেশন ১৩ই ভাদ্র ১৩১৬—(১) "আসাম ভ্রমণ, ১ম প্রবন্ধ, বিশ্বনাথ ও তেজপুর" সভাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক পঠিত।

(বিশ্বনাথ দরং জেলার একটি স্থান। তথায় দ্বিতীয় বারাণসী প্রস্তুত হইয়াছিল, এতদুপলক্ষে আসাম প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত নন্দিসংহিতা নামক বহুবর্ষ প্রাচীন একখানি খণ্ডিত পুঁথির অগুরু ত্বকে লিখিত কয়েকটি পত্র সভাস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহাও একটি অভিনব দর্শনীয় বস্তুরূপে সভাস্থ ব্যক্তি-বর্গের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধও সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে—সত্বরই প্রকাশিত হইবে।)

(২) "আসাম গৌরব চরিতাবলী"—শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে কর্ত্তৃক পঠিত।

(ইহাতে ১৫ জন বিখ্যাত আসামবাসীর জীবনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়। রাজা, পণ্ডিত, গ্রন্থকার, কবি, দেশহিতৈষী প্রভৃতি নানারূপে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কথা লিখিত হইয়াছিল। ইহা কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। "চরিতাভিধান" নামক একখানি বাঙ্গালা জীবনী-কোষে একজনও আসামবাসীর নাম ছিল না, ঐ গ্রন্থ প্রণেতার নিকট এই প্রবন্ধ প্রেরিত হইলে, তিনি ধন্যবাদ সহকারে এই ১৫টি অসমীয় ব্যক্তির জীবনী স্বীয় গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।)

কোনও কারণে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্য সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে, এই অধিবেশনে কটন কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, কার্য্য সম্পাদকের পদে বৃত হইয়াছেন।

৬ষ্ঠ অধিবেশন ১৭ই আশ্বিন ১৩১৬—(১) "অসমীয় পদ্ম-পুরাণ"—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস গৌহাটি বালিকা বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত।

(দুর্গাবর নামক জনৈক অসমীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত বিষহরীর পুঁথি, বঙ্গীয় নারায়ণদেবের রচিত এতদ্বিষয়ক গ্রন্থের সঙ্গে তুলনায় সমালোচিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির আরও একটু সংস্কার আবশ্যক। তাই এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি প্রকাশার্থ প্রেরিত হয় নাই।)

(২) "পৌলস্ত সংহিতা বা মহাসত্ত্ব বিজ্ঞান" শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি, এ, কর্ত্তৃক পঠিত। ইহা একটি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ, এযাবৎ প্রকাশার্থ কোনও পত্রিকায় প্রেরিত হয় নাই; সত্বরেই হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই সভায় পেশোয়ারে প্রাপ্ত বৌদ্ধাস্থি ভারতবর্ষেই যাহাতে পরিরক্ষিত হয়, তজ্জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়া গৃহীত হয়; ইহা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের চিফ-সেক্রেটারীর যোগে ভারত গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়াছে।

৭ম অধিবেশন ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬—"নানা দেশের বিবাহ পদ্ধতি" গৌহাটির প্রবীণতম উকিল শ্রীযুক্ত রামদাস ব্রহ্ম কর্ত্তৃক লিখিত। (প্রবন্ধ অতীব গভীর গবেষণামূলক। ইহা কোনও পত্রিকায় এযাবৎ প্রেরিত হয় নাই; আশা করি শীঘ্রই হইবে)

(২) "ভীষ্মক ও কুণ্ডিল" লেখক শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ গবর্ণমেণ্ট পেনসনার, তেজপুর। আসামের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে কুণ্ডিল নামক নদীর তীরে একটি বিধ্বস্ত নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, স্থানীয় প্রবাদ, ইহাই রুক্মিণীর পিত্রালয় ভীষ্মক রাজধানী কুণ্ডিল। এবং ইহারই নামানুসারে নদীরও নাম কুণ্ডিল হইয়াছে। প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। একটি মানচিত্রে কুণ্ডিলের ধ্বংসাবশেষের সংস্থানাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। নব্যভারত পত্রিকায় প্রবন্ধটি পরিবর্ত্তিতাকারে প্রেরিত হইয়াছে সত্বরই প্রকাশিত হইবে।)

৮ম অধিবেশন ৪ঠা পৌষ ১৩১৬—(১) "স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত" লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস কটন কলেজিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক। (এই প্রবন্ধে অচির স্বর্গগত দত্ত মহাশয়ের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি নব্যভারত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। রমেশ বাবুর নিমিত্ত শোকপ্রকাশপূর্ব্বক একটি প্রস্তাব সভায় পরিগৃহীত হইয়াছিল।)

(২) "বিথ্লেন বা খাসিয়াদের সর্পপূজা"—লেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল আফিসের ক্লার্ক শিলং। (প্রবন্ধটি

লেথক প্রণীত "গিরিকাহিনী" নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে।)

(৩) "বেদের দার্শনিকতত্ত্ব" শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ বি, এ, কর্ত্তৃক পঠিত। (প্রকাশ বাবু এই প্রবন্ধ এবং এতাদৃশ আরও প্রবন্ধ সরল ভাষায় প্রণয়ন করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে সাধারণ্যে প্রচারার্থ কৃতসংকল্প হইয়াছেন।)

যথন স্কুল কলেজ গ্রীষ্মের বা পূজার ছুটি উপলক্ষে বন্ধ থাকে, তথন সভার কোনও অধিবেশন হয় নাই, তাই এগার মাসে আটটি মাত্র মাসিক অধিবেশন হইয়াছে।

ইতিমধ্যে যে সকল লেথক প্রবন্ধ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পক্ষে এই সভায় প্রবন্ধ পাঠই বঙ্গসাহিত্যের সেবাকল্পে প্রথম উদ্যম। সভা তাঁহাদিগকে বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনের পথে টানিয়া আনিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

জন্মস্থান প্রকৃতির অননুকূল হইলেও সভা জন্ম পরিগ্রহের সময় হইতেই নানাস্থান হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াই আসিতেছে। প্রারম্ভেই অনারেবল শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় কর্জ্জন হলে বিনা ব্যয়ে সভার অধিবেশন করিবার নিমিত্ত সাহ্লাদে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। কটক কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত এফ্ ডব্লিউ স্মুদ্ মার্সেল সাহেব কলেজের টুল বেঞ্চ প্রভৃতি অধিবেশনোপলক্ষে আনয়নার্থ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং কলেজ বোর্ডিংএর ছাত্রগণকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট সময়াতিরিক্ত কালেও সভায় অবস্থানের আদেশ প্রদান পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে সভার প্রবন্ধাদি শ্রবণে উৎসাহিত করিয়া সভাকেও সমুৎসাহিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ডাক্তার পি, কে, রায় কটকলেজ পরিদর্শন উপলক্ষে কলেজের অধ্যাপকেরা সাহিত্যানুশীলনী

সভায় বৃত আছেন জানিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক পরিদর্শন মন্তব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। টাইমস্ অব আসাম পত্রিকায় এই সভার প্রত্যেক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গৌহাটিস্থ প্রায় সমস্ত পদস্থ বাঙ্গালী এই সভার সভ্য হইয়াছেন। তাহা ছাড়া এসিষ্টেণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত জি, ডি, ওয়াকার এম, এ, বি, এস, সি, বাঙ্গালাভাষায় সভ্য হইবার আবেদন পত্রে আপন নাম ধামাদি দস্তখত করিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং আসামবাসী প্রাগুল্লিখিত সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ অনেক অসমীয় মহাশয়ও সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় সভাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন এবং করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের একটিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ, ই, ষ্টপল্‌টন সাহেব কটন কলেজ পরিদর্শন কল্পে এখানে আসিয়া সভার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে পব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন্ রিপোর্টে যাহাতে সভার কার্য্য বিবরণীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকে, তদর্থে ডিরেক্টর আফিসে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠাইতে অনুজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব শেষ এবং সমধিক উৎ-সাহ আপনাদের নিকট হইতেই পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই ক্ষুদ্র সভার সংবাদ লইয়া আপনারা যে এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, সভাটি যে জন্মের সংবৎসরকাল মধ্যেই আপনাদের ন্যায় সাহিত্যসেবি-গণের সমাগম লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ইহার অধিকতর সৌভাগ্যের নিদর্শন ও উৎসাহের কারণ আর কি হইতে পারে ?

প্রকৃতির লীলানিকেতন এই আসাম ভূমির অস্তিত্ব সংবাদ সত্যযুগ হইতেই পাওয়া যায়; বরাহরূপী ভগবানেরই পুত্র নরকাসুর কামরূপ রাজ্যে এই প্রাগজ্যোতিষপুরে যুগযুগান্তব্যাপী সময় রাজত্ব করিয়া

গিয়াছেন। তৎপুত্র ভগদত্ত মহাভারতের এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। নরক ভগদত্তের বংশধর বহু বহু কীর্ত্তিমান্ নৃপতিগণ এই আসামে সহস্র সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। রত্নপাল, ইন্দ্রপাল, বলবর্ম্মা প্রভৃতি প্রদত্ত তাম্রশাসনাবলী ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহাদের আরও কত কীর্ত্তি চিহ্ন যে ধরিত্রীর নিভৃত ক্রোড়ে বিলীন রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বাণের শোণিতপুরেও তদর্থ কল্পিত দ্বিতীয় বারাণসী বিশ্বনাথ, ভীষ্মকের কুণ্ডিল, হিড়িম্বার ডিমাপুর প্রভৃতি পৌরাণিক যুগের কত স্থান ইহাতে ছিল, কে তাহার নির্ণয় করিবে? আধুনিক ঐতিহাসিক যুগের আহোম রাজগণ ও কোচরাজগণের কীর্ত্তি স্বরূপ মন্দিরাদি পূর্ত্তকার্য্যও সর্ব্বসংহারক কালের কুক্ষিতে ক্রমশঃ লীন হইতেছে। তাঁহাদের কীর্ত্তি বিঘোষক গ্রন্থাবলী ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতে চলিয়াছে। এই সকল প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের কথঞ্চিৎ আলোচনা কোন কোন ইংরেজ গ্রন্থকার কিছু কিছু করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গীয় জনসাধারণের মধ্যে এতদ্বিষয় আলোচনা অতি অল্পই হইয়াছে। আসামের সমাজ ও ধর্ম্ম, রীতি নীতি, জাতি ও ভাষা, প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙ্গালার সাধারণ লোকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা যে এখনও বর্ত্তমান আছে এবং এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য যে এই সকল বিষয়ে সম্যক্ আলোচন করা, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা অতি গুরুতর বিষয় এবং বহু সময়সাপেক্ষ অথচ এই সকলের আলোচনা করিতে সবিশেষ বিজ্ঞতা এবং প্রবীণতা আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র সভার দ্বারা এই সকল বিষয় যে কতদূর সম্পাদিত হইবে, তাহা বিধাতাপুরুষই জানেন। "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" এই ভগবদ্বাক্যে ভরসা করিয়া সভা কার্য্যক্ষেত্রে

অগ্রসর হইতেছে; আপনারা ইহার সম্মাননীয় আত্মীয়, আপনারা ইহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই শিশু সভা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মাতৃ-ভাষার সেবা তথা জন্মস্থানের হিতসাধন করিতে সমর্থ হয়।

বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার প্রতিভূরূপে
শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা
সভাধ্যক্ষ।

'ঙ' পরিশিষ্ট।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।

দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

—:*:—

(সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত)

১৩১৫—১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

বিগত ১৮।১৯ শে মাঘ (১৩১৫) হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল সম্মিলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ কি পরিমাণ যত্ন করিয়াছেন, তদ্বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করা যাইতেছে। এই বিবরণ প্রদান করার পূর্ব্বে সম্মিলনের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন আবশ্যক।

বিশেষ ভাবে উত্তর বঙ্গে সাহিত্যালোচনার প্রবর্ত্তনাই এই সম্মিলনের প্রধান লক্ষ্য।

এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি আপাততঃ অবলম্বিত হইবে বলিয়া স্থির করা হয়;—

(ক) নানাস্থানে সাহিত্যালোচনার জন্য সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

(খ) স্বল্প সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গে নব সাহিত্যিক দলের গঠনোদ্দেশ্যে উৎসাহ প্রদান।

(গ) একটি সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

(ঘ) বাঙ্গালা ও অসমীয়া সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা উভয় ভাষার উন্নতি সাধন।

সম্মিলনের উল্লিখিত "ক" চিহ্নিত বিভাগে বিগত বর্ষে মালদহে একটি সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"খ" রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় উত্তরবঙ্গের নানাস্থানের নব সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধাদি প্রকাশ দ্বারা উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার স্পৃহা এতদ্দ্বারা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

"গ" চিহ্নিত বিভাগে প্রস্তাবিত সারস্বত ভবন স্থাপনের একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের আদর্শ ভূম্যধিকারী রঙ্গপুর কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে সম্মিলনের উদ্দেশ্যানুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া একটি সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার্থ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় একটি সমিতি গঠিত হইয়া অর্থাদি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। যথা সময়ে এ বিষয় সম্মিলন সমক্ষে উত্থাপিত হইবে।

"ঘ" চিহ্নিত বিভাগে আসাম গৌহাটিস্থিত সাহিত্য সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য উত্তর বঙ্গীয় বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই সম্মিলনের পূর্ব্বে আহূত হইয়া উক্ত সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত হন। এতদ্দ্বারা উভয় প্রদেশের সাহিত্যিকগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়ায় আলোচনার নবদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গৌরীপুর সম্মিলন মুখ্যতঃ এতদুদ্দেশ্যেই আহূত হইয়াছে।

পূর্ব্ব সম্মিলনে নিযুক্ত বিভিন্ন জেলার সংগ্রাহকগণের মধ্যে কয়েক জনের মাত্র কর্ম্ম পরিচয় যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অবশিষ্ট সংগ্রাহকগণ এখনও এক প্রকার নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন।

সংগ্রাহকগণের কর্ম্ম পরিচয়।

রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম্, এ—ইনি "উপনিষদের উপদেশ" নামক উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ রচনা শেষ করিয়াছেন। উহা যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—ইনি রঙ্গপুরের গ্রাম্য গীতি, ছড়া, হেঁয়ালী, এবং অবিকৃত গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রঙ্গপুরের হেঁয়ালী সংগ্রহ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৪র্থ ভাগ ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। শব্দ তালিকাও ক্রমে প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যত্নে কুচবিহারাধিপতি মহারাজা মোদনারায়ণের সমসাময়িক কবি যদুনাথের ভণিতাযুক্ত মহাভারত দণ্ডীপর্ব্ব একখানি ও আরও বহু হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথি সগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তালিকা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা এবং উত্তরবঙ্গবাসী জনৈক চিত্রকরের অঙ্কিত মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের একখানি সুন্দর আলেখ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু—ইনি উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকগণের সবিবরণ পঞ্জিকা সঙ্কলনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। ঐ পঞ্জিকা এই কার্য্য বিবরণের সহিত প্রকাশিত করা গেল। একবারেই যে এই পঞ্জিকা সম্পূর্ণ হইবে তাহা আশা করা যায় না। যে

সকল নাম সংগৃহীত হয় নাই; অতঃপর সংগৃহীত হইলে বারান্তরে পরিবর্দ্ধিত পঞ্জী প্রকাশ করা যাইবে। আশা করি উত্তর বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ আমাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস—ইনি উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া ঐ সকল স্থানের একখানি মানচিত্র সহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ বর্ত্তমান সম্মিলনের কার্য্য বিবরণে দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইল, অবশিষ্টাংশও ক্রমে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস—উত্তরবঙ্গের কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশার্থ রঙ্গপুর পরিষদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাদি রক্ষক রূপে ইনি ১২০ খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির লিপি ও রচনা তারিখ উদ্ধার পূর্ব্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

কোচবিহার।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল—ইনি কামতাবিহারী সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বিবরণ তাঁহার "কামতা বিহারী সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সঙ্কলিত করিয়া সম্মিলনের এই অধিবেশনে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ: কার্য্যবিবরণের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইল।

রাজসাহী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল,—ইনি বঙ্গদেশের প্রথম মুসলমান সুলতান গিয়াসউদ্দীনের ৬১৮ হিজরীর একটি অশ্বারোহী মূর্ত্তিযুক্ত

মুদ্রার আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ মুদ্রা অধুনা নিতান্ত দুর্ল্লভ মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে যে হিন্দু আমলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মুদ্রাদি প্রস্তুত হইত, ইহা তাহারই নিদর্শন।

গৌড়ের সন্নিহিত মাধাইপুর গ্রামে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি রূপ সনাতনের বাসগ্রামে কি কি পুরাতন চিহ্নাদি আছে তাহার অনুসন্ধান ভার ইনি গ্রহণ করিয়াছেন। মালদহের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের সমভিব্যাহারে বল্লালবাড়ী পরিদর্শন কালে দুর্গ প্রবেশের প্রধান সিংহদ্বারের অবস্থান সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণের সময়ে তৎসন্নিকটবর্ত্তী বহু তুর্কি সেনাপতির সমাধির ভগ্নাবশেষের প্রতি ইহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত বলিয়া সহিদরূপে এখনও তথায় পূজা পাইতেছেন। এই দুর্গ বিবরণ প্রকাশ হইলে. সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গ বিজয় কাহিনী কত অলীক, তাহা আরও সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে। ইনি আরও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রাহা প্রভৃতি মহাশয়গণ সহ মাধাইপুরের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন, এখানে এখন সাঁওতালগণের বসতি হইতেছে। কয়েকটি পুরাতন বৃক্ষমূলে এক আধুনিক ক্ষুদ্র মন্দির, তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি এবং বাহিরে বৃক্ষমূলেও বহু দেব মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছেন। তৎসমুদায় পরীক্ষা করিয়া একখানি বাভ্রবী কায়া প্রাপ্ত হন। তথায় নারায়ণ মূর্ত্তিও অনেক আছে। মন্দির মধ্যে সপ্তাশ্ববাহিত রথারূঢ় সূর্য্য মূর্ত্তি এক্ষণে ধর্ম্মঠাকুররূপে পূজিত হইতেছেন। তথায় এক প্রস্তর ফলকে নবগ্রহ মূর্ত্তি অঙ্কিত আরও অন্যান্য যে সকল দেব মূর্ত্তি তাঁহাদের নয়নগোচর হইয়াছিল, তন্মধ্যে দশভুজা কাত্যায়নী মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তথায় অনুসন্ধানের বিষয় এত অধিক আছে যে, পুনরায় যেখানে

গমন করা প্রয়োজন। উৎকলের কোণার্ক মন্দিরের ন্যায় এই সূর্য্য মন্দিরের পরিত্যক্ত ভূমি যে বহু বিস্ময় পূর্ণ পুরাতত্ত্বের স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজসাহী কুসুম্বার পুরাতন মস্‌জেদে দুইখানি আরবী ভাষায় খোদিত ফলক আছে। একখানি হিজরী ৯১০, হোসেন সাহের এবং অপরখানি হিজরী ৯৬০ বাহাদুর সাহের শাসন সময়ের। উক্ত জেলার বাঘা নামক স্থানের মস্‌জেদ সংলগ্ন একখানি প্রস্তর ফলকের অপর পৃষ্ঠায় ভগ্ন দেবমূর্ত্তি আছে, তাহার বিবরণ সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। উভয় মস্‌জেদই ইঁহার সমধিক চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট মেরামত আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট —ইনি পুরাতন বৃষারূঢ় মহাদেব মূর্ত্তি সংযুক্ত একটি সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়া তাহার আলোকচিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষয়বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি সপ্তাশ্ব বাহিত অরুণ পরিচালিত বিচিত্র রথারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কার পূর্ব্বক তদবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করিয়া সম্মিলনে পাঠার্থ উপস্থাপিত করিয়াছেন। উহা কার্য্যবিবরণের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইল।

এই সম্মিলন সমক্ষে স্বরচিত সরল শিশু সাহিত্যের একখানি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইনি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীরামমৈত্রেয়—ইনি অক্ষয়বাবুর উপদেশ ক্রমে দিনাজপুরের অন্তর্গত পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিয়া তদবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যন্ত্রাদির অভাবে ছবি লইতে পারেন নাই। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ রঙ্গপুর পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার বরেন্দ্র অনুসন্ধানের বিবরণ এই সম্মিলনে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কার্য্যবিবরণের দ্বিতীয় ভাগে তাহা মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্—ইঁহার "পরবশতা" নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

মালদহ।

শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল,—মালদহে আবিষ্কৃত বাসুদেব ও বিষ্ণুমূর্ত্তি অবলম্বনে একটি এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত মহানন্দা কঙ্কাই টাঙ্গন প্রভৃতি নদীর পুরাতন খাতের মানচিত্র সহ একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—ইঁহার রচিত গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড রঙ্গপুর-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম্, এ—ইঁহার "শিক্ষা বিজ্ঞান" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এরূপ সারবান্ ও সুবৃহৎ গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

বগুড়া।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি, এল,—ইনি রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত দুই খানি ইজারা পাট্টা পত্রের, আদমদীঘি থানার অন্তর্গত রায়কালী গ্রামে প্রাপ্ত একটি সুবর্ণ মুদ্রার, রামচন্দ্র ও হনুমান মূর্ত্তি অঙ্কিত একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রার, রাণী ভবানীর জন্মস্থান ছাতিমগ্রাম পরিদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার সূতিকা গৃহোপরি স্থাপিত শিব মন্দির দোলমঞ্চ দশভুজা মূর্ত্তি ও তত্রত্য দীর্ঘিকার পূর্ব্ব তীরস্থ দ্বার এবং বুড়া শিবের আলোক চিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। প্রদর্শিত দ্রব্য তালিকায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য। চিত্রগুলিও কার্য্যবিবরণের সহিত মুদ্রিত হইল।

তাঁহার রচিত জনসাধারণের শিক্ষার উপযোগী কৃষি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্মিলন সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল,—বগুড়া মহাস্থানের জীয়ত কুণ্ডের মধ্যে প্রাপ্ত দুইটি মৃন্ময় বর্ত্তুল এবং আদমদীঘির নিকট প্রাপ্ত একটি রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন—আদমদীঘি থানার অন্তর্গত কালেঞ্জেশ্বরী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটি পুকুরের তলদেশ খননকালে প্রাপ্ত 'এনামেল' করা মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করিয়াছেন।

দিনাজপুর।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল,—ইনি কাজি হেয়াত মামুদ রচিত "জঙ্গনামা" ও অন্য কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা।

বগুড়া সম্মিলনের প্রস্তাবিত কালেঞ্জেশ্বরীর মন্দির সংস্কারের নিমিত্ত ইনি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা অনরেবল গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের নিকটে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ঐ মন্দির সম্মুখস্থ দীর্ঘিকাটি মহারাজ বাহাদুরের ব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছে এবং মন্দিরের অবস্থাদির বিষয় তদন্ত করিয়া জানাইবার জন্য তিনি স্থানীয় মফঃস্বল কর্ম্মচারিকে আদেশ করিয়াছেন। অবস্থাদি অবগত হইলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রবাবুকে আশা দিয়াছেন।

গরুড় স্তম্ভটিকে রক্ষার নিমিত্ত উহার তলদেশ বাঁচাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত দিনাজপুরবাসগিণের উপরে যে ভার দেওয়া হইয়াছিল, পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়া স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে তাহা সম্পন্ন

করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যান্য ধ্বংসোন্মুখ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি রক্ষা-কল্পে সম্মিলনের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গোয়ালপাড়া আসাম।

শ্রীযুক্ত অমৃতভূষণ আধকারী বি, এ,—ইনি আসামের মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের রচিত "নামঘোষা" অভিধেয় কীর্ত্তনাবলী সংগ্রহ করিয়া টীকাদি সহ গৌরীপুর রাজের ব্যয়ে মুদ্রিত করিতেছেন। তাঁহার "কামরূপী ভাষা" শীর্ষক আসামের সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের বিবরণ এই সম্মিলনে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ কার্য্যবিবরণের দ্বিতীয়ভাগে মুদ্রিত হইল।

সম্মিলনের পূর্ব্ব অধিবেশনে এই সম্মিলনের সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলির সমাধানকল্পে কয়েকটি জেলা হইতে ১০০৲ হিসাবে সাহায্য প্রার্থনা করা

অর্থাদি সংগ্রহ।

হয় কিন্তু এইভাবে পৃথক একটা সাহায্য করা নানা কারণে অসুবিধা জনক মনে হওয়ায় অনেকেই সম্মিলনের কেন্দ্র সভার সভ্য সংগ্রহের দ্বারা অর্থাগমের উপায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা সম্মিলন কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে আগামী বর্ষে তদ্দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা বিবৃত করা যাইবে। ফলতঃ সকল কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন। কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অর্থাভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে সম্মিলনের সার্থকতা কি, তাহা সুধীবৃন্দ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এই সম্মিলনের দ্বারা উত্তরবঙ্গের সাহিত্যালোচনার যে ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে, আনন্দের সহিত তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়া এই কার্য্য বিবরণের উপসংহার করিতেছি। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন সম্পাদক।

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যিক পঞ্জী।

বগুড়া।

(শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী—১২০০ শতাব্দীতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত নসিন্দা গ্রামে উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য বৌদ্ধাচার্য্য জিন্ধনির সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায় লজ্জাবশতঃ প্রাণত্যাগ করেন। উদয়ণাচার্য্য এই ঘটনায় ক্রোধান্ধ হইয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। তাহারই ফল স্বরূপ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ এবং আস্তিকতা প্রতিপাদন করেন।

কবিবল্লভ—প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৫২০ শকে) বগুড়া জেলার মহাস্থানের নিকট করতোয়া তীরবর্ত্তী আড়রা গ্রামে কবিবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। তাঁহার রচিত রসকদম্ব এবং আদিরস নামক কাব্যদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপর গ্রামে গদাধরের জন্ম হয়, লক্ষ্মীচাপর গ্রাম তালোড়া রেল ষ্টেসন হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে নাগর নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। তাঁহার বংশীয়েরা এখন পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের ব্রহ্মোত্তর ভোগ দখল করিতেছেন। ইনি নবদ্বীপ যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। গদাধর বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা রচনা করেন, তাহার লিপিকার ভ্রম ক্রমে "শিব্যন্তে" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিচ্যন্তে" লিখিয়া বসেন। সেই পত্র কোন

ক্রমে তথাকার জগদীশ পণ্ডিতের টোলের ছাত্রের হস্তে পতিত হয়। ছাত্রেরা উপহাস করিয়া সেই পত্রটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দেয়। গদাধর এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধিবলে সেই "শিচ্যন্তে" পাঠই বজায় রাখিয়া উহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহা পাঠ করিয়া জগদীশ বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারিনা, যে কোন্ পাঠ প্রকৃত।" নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ভুবন বিদ্যারত্ন গদাধরের বংশোদ্ভব। গদাধর অনেকগুলি টীকা, ব্রহ্ম নির্ণয় নামে বেদান্ত, কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা, মুক্তাবলী টীকা, তত্বচিন্তামণি দীধিতি এবং তত্বচিন্তা-মন্যালোকের "গদাধরী" নামে সুবৃহৎ ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'গদাধরী' নব্য ন্যায়ের অপূর্ব্ব গ্রন্থ এবং গদাধরের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই মহাগ্রন্থ সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সুকঠিন। তবে এ পর্য্যন্ত গ্রন্থখানির বিভিন্ন নামের ১৭৫ অংশ পাওয়া গিয়াছে।

কবি জীবন মৈত্র—বগুড়া জেলার একজন প্রসিদ্ধ কবি। বিষহরি পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান প্রণেতা। গ্রন্থ খানি দেবখণ্ড, বাণিয়া খণ্ড প্রভৃতি দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। কবির জন্ম বগুড়ার ৩ ক্রোশ উত্তর মহাস্থান নামক স্থানের করতোয়ার পূর্ব্বতীর লাহিড়ী পাড়া গ্রামে। রচনার সময় ১৫৫১ সাল বা ১৬৬৬ শক। কবির পরিচয়,—

শ্রীবংশী বদন মৈত্র জান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্ত রাম তাঁহার তনয়॥
অনন্ত নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাহিড়ী পাড়ায় বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

অন্যত্র—

আত্মারামের দুই পুত্র অনুপরাম অমর মৈত্র
আন্দিরাম অনুপ-নন্দন।

অন্যত্র—

সর্ব্বাগ্রজ দুর্গারাম তস্যানুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবি ভূষণ নাম বাস লাহিড়ী পাড়াগ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ॥

অন্যত্র—

স্বর্ণ মালাসুত কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গান অনন্ত নন্দন॥

কবির সহধর্ম্মিনীর নাম ব্রজেশ্বরী ছিল।

ঝড়ু পণ্ডিত ও বড়ু পণ্ডিত—কবিদ্বয়ের নাম হইতে ইঁহারা সহোদর ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইঁহাদের কবিত্বের খ্যাতি বগুড়া অঞ্চলে সুপরিচিত। কিন্তু ইঁহাদের রচিত কোন গ্রন্থ আছে কিনা জানিতে পারা যায় নাই।

পণ্ডিত আনন্দ তর্কালঙ্কার—ইনি পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্যরচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—ইনি সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্য-রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গৌরাকান্ত—মহাস্থানের কবিতা রচয়িতা। বগুড়ার পূর্ব্বপাড় চেল-পাড়ার নিকট নাড়ুলি গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল।

পঞ্চানন ওরফে ব্রজমোহন—খোষালচন্দ্রের পুত্র। ইনিও বহু পদাবলী ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইনি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

লালচন্দ্র দাস—ইনি বহু পদাবলী ও সঙ্গীত রচনা করেন। নিবাস সেরপুর; জাতি তিলি।

খোষালচন্দ্র দাস—ইনি লালচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চৈতন্যচরিত নামক গ্রন্থ রচয়িতা। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যায় ১০১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "প্রসিদ্ধ মধুকাণের "ঢপ" সঙ্গীতের অনুকরণে এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। একটি গান তারপর বিষয় বর্ণনা, এইরূপে সঙ্গীত অগ্রসর হইয়াছে। * * পত্রে পত্রে "১২৫১ সাল ৩০শে ভাদ্র খোষালচন্দ্র দাসস্য সাং সেরপুর" লেখা আছে। খোষাল দাসের নাম প্রাচীন অনেক গ্রন্থে লিপিকাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। লেখা ভঙ্গীও পণ্ডিতের অনুরূপ। এই খোষালচন্দ্র যিনিই হউন, সে সময় তিনি যে একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।" *

দুর্গাচরণ ওরফে বুনা চক্রবর্ত্তী—নিবাস সেরপুর। ইনি দ্রুত কবি ছিলেন। ফরমাইস মত যে কোন ছন্দের বা যে কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবের গীত তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। ইনি তরণীসেন বধ ও রাসলীলা নামক পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় গ্রন্থদ্বয় এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী—ইঁহার সঙ্গীত বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ইনি সেরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম জয়শঙ্কর চৌধুরী, ইঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। চৌধুরী মহাশয়ের সদ্ভাব উদ্দীপক সঙ্গীত-গুলি প্রকৃতই মনোরম। রাজধানীর নিকট ইঁহার জন্ম হইলে, রামপ্রসাদ দাশরথী প্রভৃতির ন্যায় ইনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ-গুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন,—

(১) সদ্ভাব-সঙ্গীত (২) সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি (৩) প্রমীলার চিতারোহণ

---

* ইহাদের অধস্তন পুরুষ শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু।

(৪) অঙ্গুরী সংবাদ (৫) যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (৬) সতীনিরঞ্জন (৭) শুম্ভ নিশুম্ভ বধ পাঁচালী (৮) কলঙ্কভঞ্জন (৯) ললিত লবঙ্গ কাব্য। প্রথম খানি ব্যতীত অন্যগুলি মুদ্রাযন্ত্রের মুখ দর্শন করিতে পারগ হয় নাই।

কিশোরী লাল রায়—বগুড়ার একজন দার্শনিক পণ্ডিত। নিম্ন-লিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

(১) Free Enquiry After Truth

(২) Essay on Happiness

(৩) দেবতত্ত্ব

(৪) তান্ত্রিক অভিধান।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল, এম, এস,—ইনি বগুড়ার একজন বিখ্যাত লেখক। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। (১) ফুল ও মুকুল (২) আর্য্যবিধবা (৩) রাণা প্রতাপসিংহ (৪) ধ্রুব (৫) কমলিনী (৬) গার্গী (৭) সীতা (৮) রত্নাকর (৯) রাধা (১০) মহাস্থান কাব্য।

—দাস গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। ইনিও একজন কবি ছিলেন। ইনি অল্প বয়সে অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পিতা "ফুল ও মুকুল" গ্রন্থের "মুকুল" ভাগে সেগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন।

রায় কালীকিশোর মুন্সী বাহাদুর—ইনি সেরপুরের মুন্সী কুলোদ্ভব। "হৃদয় কুসুম" এবং "ফুল মালিকা" নাম্নী কবিতা পুস্তিকাদ্বয় ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

যোগেন্দ্র নারয়ণ মুন্সী—ইনিও সেরপুরের মুন্সী কুলোদ্ভব। ইঁহার রচিত বহু সঙ্গীত অপ্রকাশিত আছে। তদীয় পুত্র কেবল মাত্র দুই খণ্ড মুদ্রিত করিয়াছেন এবং গ্রন্থের "গীতামৃত লহরী" নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। ইঁহার সঙ্গীতগুলি যথেষ্ট কবিত্ব পূর্ণ।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। নিবাস সেরপুর। ইনি "সেরপুরের ইতিহাস"*এবং "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও করতোয়া" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়াছেন। "প্রবাসী" "ভারতী" "বঙ্গদর্শন" "সাহিত্য" "ঐতিহাসিক চিত্র" "বাণী" "তিলি বান্ধব" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন।

শ্রীবেণীমাধব চাকী বি, এল—প্রবীণ সাহিত্যসেবী।

শ্রীসারদানাথ খাঁ বি, এল—ইনি একজন সুলেখক। ইনিই প্রথমে বগুড়ার বিখ্যাত কবি জীবন মৈত্রের বিষহরি পদ্মপুরাণ সম্পাদন করিয়া এক খণ্ড মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল—বগুড়ার অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। ইনি সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন।

শ্রীমোহিনীমোহন মৈত্র—ইনি জীবন মৈত্রের বিষহরি পদ্মপুরাণ অবলম্বন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহন মৈত্র—সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন—রায়কালী সাহিত্য সমিতির সম্পাদক। ইনি সাময়িক পত্রাদিতে বহু সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীরাজচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন—ইনি সংস্কৃত করতোয়া মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মুন্সী হামেদালি—ইনি 'মহসীন চরিত' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল—বগুড়া সাহিত্য সমিতির সম্পাদক। সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বক্‌সী—নির্ম্মলা নাম্নী পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বসারতুল্যা মিঞা খন্দকার—গোলেবকাওলী ও চল্লিশ আউলিয়া নামক গ্রন্থ প্রণেতা। নিবাস বগুড়া, চকলোকমান।

হেদায়তুল্যা—হাজার মস্‌লা নামক গ্রন্থ রচয়িতা। নিবাস বগুড়া, চকলোকমান। ইনি বগুড়ার কালেক্টরীর নাজির ছিলেন।

শ্রীরজনীকান্ত ধর—নিবাস পারসিমনা, ইনি "সঙ্গীত মুকুল" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কুচবিহার।

শঙ্করদেব—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক। ইনি কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক এবং রাজার উপদেশক ছিলেন। ১৩৭১ শক, ইংরাজী ১৪৪৯ অব্দে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি কণৌজ দেশান্তর্গত প্রসিদ্ধ শিরোমণি ভূঁঞা—চণ্ডীবর গিরির পৌত্র—কুসুমগিরির পুত্র। আসামের নওগাঁও জেলার বটদ্রবী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কৃত উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত 'নামঘোষা' প্রভৃতি ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে।

মাধবদেব—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তি ধর্ম্মপ্রচারক। শঙ্করদেবের শিষ্য, পশ্চিমের বাণ্ডুকা হইতে আগত রামকানাই গিরির পুত্র। ইনিও নরনারায়ণের উপদেশক ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী বরদোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাম ঘোষা' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি প্রচার করেন। শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের পদ ঘোষা, শরণ, নমস্কার, ভজন প্রভৃতি উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রচলিত আছে।

পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ—প্রসিদ্ধ প্রয়োগ রত্নমালা ব্যাকরণ প্রণেতা। ইনি রাজা নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। আসামে অদ্যাপি উক্ত ব্যাকরণ অধীত হইয়া থাকে।

রাম সরস্বতী—মহাভারত রচয়িতা। ইনি রাজা নরনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেন।

"পিতৃ যে মাতৃ যে অনিরুদ্ধ নাম থৈলা।
কবিচন্দ্র নাম গোট দেবানে বুলিলা॥
রাম সরস্বতী নাম নৃপতি দিলঙ।
ভারতর পদ মোক করা বুলিলন্ত॥

কবি পীতাম্বর—কুচবিহারের রাজা সমরসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর।
প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ভোগে পুরন্দর॥
তাহার তনয় যে সমরসিংহ নাম।
মহামায়া চরণে ভকতি অনুপম॥
মহাপুণ্য কথা তার আজ্ঞা পরমাণে।
পয়ার প্রবন্ধে শিশু পীতাম্বর ভণে॥

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ—ইনি নিজে একজন সুকবি ও গ্রন্থকার। ইনি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের অনুবাদ এবং চীন দেশের রাজকন্যার উপাখ্যান পদ্যে রচনা করেন।

ভণিতা—

অতঃপর নর কর পুরাণ শ্রবণ।
হৃদি সরোরুহে ভাব কালীর চরণ॥
তবে ভবে হবে ত্রাণ নাহিক সংশয়।
সত্য বলিলাম শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়॥ (ইতি ১ম অধ্যায়)।

শেষ—

ঋতু ভুজ হয় নেত্র বিশ্বসিংহ শাকে।
বারশত বেয়াল্লিশ সন বলে যাকে॥
সেহি সময়েতে এহি পদ চারুচয়।
বিরচিল শ্রীল শ্রীহরেন্দ্র নৃপবর॥

ইতি অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত।

চীন দেশীয় জনৈক রাজকন্যার উপাখ্যানের রচনার নমুনা,—

ক্ষয় কর ক্ষমা কর মম অপরাধ।
ক্ষয় হৈল দিন আসি মিলিল প্রমাদ॥
ক্ষয় কর ভয় কহে হরেন্দ্র ভূপাল।
ক্ষয় হয় যেন মম এ যে মায়াজাল॥
বেদ গ্রহভুজ শকাব্দা নিরুজ
মিথুন রাশিতে রবি।
উনবিংশতিক দিনে সাম্প্রতিক
সমাপ্ত হইল কবি॥

ইনি শ্রীমদ্ভাগবতেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার আমলে সাহিত্যচর্চ্চা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং ইঁহার সভায় অনেক কবি ও গ্রন্থকার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দামোদর দেব—বিজনী হইতে তাড়িত হইয়া রাজা প্রাণনারায়ণের আশ্রয়ে বাস করেন। কোচবিহারের পশ্চিমে টাকাগাছ গ্রামে তাঁহার পাট বিদ্যমান আছে। দামোদর দেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মত পদবন্ধ করিয়া প্রচার করেন।

গোবিন্দ মিশ্র—দামোদর দেবের শিষ্য। ইনি শঙ্করী, ভাস্করীমত, হনুমানের পৈশাচিক ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা, ও শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী
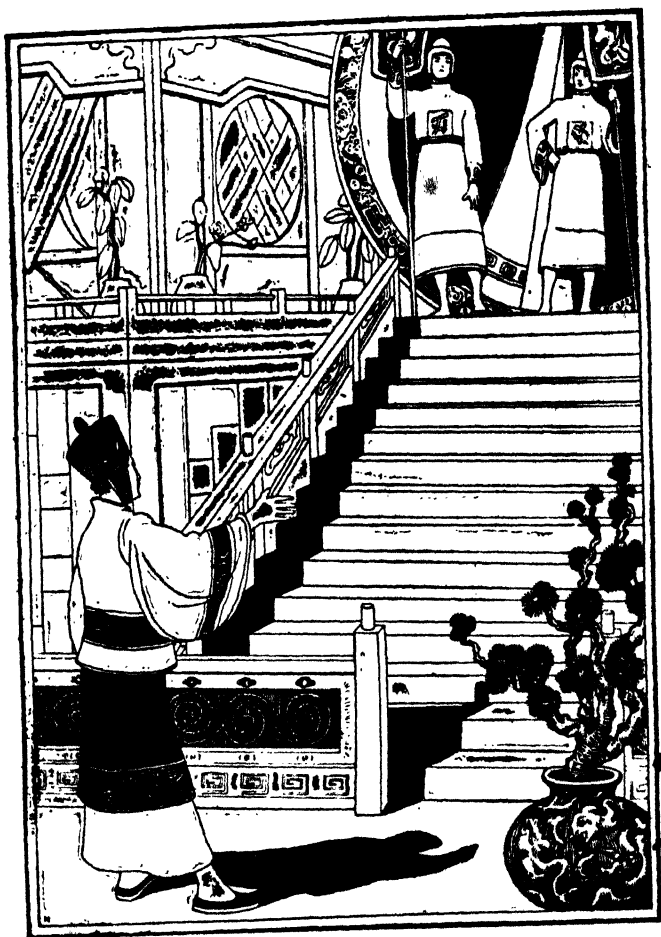
রাজপ্রাসাদের দ্বারে দৈবজ্ঞবেশী কামারলজমান। ১২২ পৃঃ।

টীকা এই পঞ্চটীকা আলোচনা ও সমন্বয় করিয়া গীতার পদ রচনা করেন। ইহা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে ? এ পর্য্যন্ত যতগুলি গীতা সম্পাদিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই গীতা খানিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কোন আপত্তির কারণ দেখা যায় না। রঙ্গপুর-পরিষদ হইতে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার কথা হইতেছে।

রাম রায়—ইনি দামোদর চরিত রচনা করেন। এই দামোদর চরিতে তাৎকালিক সামাজিক রীতিনীতি ও ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইনি দামোদরের প্রশিষ্য।

দ্বিজ রামেশ্বর—মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় ইনি মহাভারতের পদ রচনা করেন।

কৃষ্ণ মিশ্র—প্রহ্লাদ চরিত রচয়িতা। ইনি দ্বিজ রামেশ্বরের পুত্র।

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ—ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় মহাভারতের পদ রচনা করেন।

রত্ন পৃষ্ঠে মহারাজা প্রাণনারায়ণ।
জঙ্গম জল্পীশ যাক্ বোলে সর্ব্বজন॥
সেহি দিন মদন দেব ভোগে পুরন্দর।
বিশ্বসিংহ কুল-কুমুদিনী দিবাকর॥
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এক উপাসক তার।
আদিপর্ব্ব ভারতের রচিল পয়ার॥

বিশারদ—বনপর্ব্ব রচয়িতা। এখানি সম্পূর্ণ বন পর্ব্ব নহে ; ভারবীর কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যের অনুরূপ।

মাধব (২য়)—মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় ইঁহার আবির্ভাব। ইনি লক্ষ্মীনারায়ণের মহাপাত্র বিরূপাক্ষের অনুমতি লইয়া নরেশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম দেউ প্রজাপতির আজ্ঞায় "নাম-মালিকা" নামক গ্রন্থ রচনা

করেন। ইঁহার মতে কৃষ্ণ নাম প্রচারই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের কোন মূল নাই।

রাধাকৃষ্ণ—ইনি গোঁসানী মঙ্গল নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচয়িতা।

মুন্সী জয়নাথ ঘোষ—ইনি রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের আমলে রাজোপাখ্যান নামক কুচবিহারের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দ দাস—ইনি গরুড় পুরাণ ও গীতাসার নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ—রত্নমালা ব্যাকরণের টীকাকার।

মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর (বর্ত্তমান মহারাজা)—ইংরাজী ভাষায় শিকার বিষয়ক সচিত্র প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম "Big Games in Assam."

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম, এ, বি এল—রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক। সংস্কৃতে ইঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। ইনি রাজবংশী জাতির একমাত্র অত্যুজ্জ্বল রত্ন। ইঁনি গোবিন্দ মিশ্রের গীতা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ইঁহার গবেষণা প্রশংসনীয়। নিবাস কুচবিহার, মাথাভাঙ্গা।

দীনমণি দাসী—পঞ্চানন বাবুর ভগিনী। ইনি ভক্তিসম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

অখিল চন্দ্র পালিত—মেঘদূতের অনুবাদ করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

রাজসাহী।

কুল্লূক ভট্ট—প্রসিদ্ধ টীকাকার ইনি তাহিরপুর রাজের পূর্ব্বপুরুষ।

গুয়াথারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কুল্লূক ভট্ট মনুসংহিতার "মন্বার্থ মুক্তাবলী" নামক টীকা রচনা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া আছেন। সর্ উইলিয়ম জোন্স কুল্লূক ভট্টকে ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশান্তর্গত টীকাকারগণ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

নরোত্তম ঠাকুর—প্রসিদ্ধ ভক্ত কবি এবং গৌরাঙ্গ-পরিষৎ। পদ্মা তীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। ১৪৫৩।৫৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তমের মাতার নাম নারায়ণী। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্ত গৌড়েশ্বরের অধীন থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতেন। বাল্যকালে নরোত্তমের বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হন। শ্রীবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার সেখানে বন্ধুত্ব হয়। তিনি গোপালপুরের নিকট থেতুর গ্রামে বাসভূমি মনোনীত করেন। ইনি ঠাকুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৫০৪ শকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র সন্তোষ দত্ত ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন—সেই সময় উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণব মহাধিবেশন হয়। এত বড় সম্মিলনী—সেকালে আর হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সেকালের কোন বৈষ্ণবই এই মহোৎসবে যোগদান করিতে বিরত হন নাই। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী এই মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

ইনি প্রার্থনাগ্রন্থ, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, হাটপত্তন, চৌতিশাপদাবলী গ্রন্থ রচনা করেন।

পুরুষোত্তম দেব তর্কালঙ্কার—ইনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রস্তুত করেন। ঐ বৃত্তি "ভাষাবৃত্তি" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রাজসাহীর বুড়ীরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়গোবিন্দ গোস্বামী—হাস্যকবি—ইনি নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাজুরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বহু হাস্য-কবিতা এতদঞ্চলের লোকের কণ্ঠস্থ আছে।

দ্বিজ রামকান্ত—রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী প্রণেতা ভাগবতাচার্য্যের ভৃত্য বা শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শেষ জীবনে ইনি রঙ্গপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণি-কুণ্ডা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি ভাগবত দশম স্কন্ধের অনুবাদ করেন। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত মৈত্র কাশীবাস করিতে-ছেন। তাঁহারই যত্নে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—কাব্যচন্দ্রিকার টীকা প্রণেতা। ইঁহার নিবাস পুঁঠিয়ায়।

শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত—ইনি রাজসাহীর বেলঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বঙ্গবিদিত। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। (১) সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, (২) সুধাসিন্ধু (৩) কাশিনী নাম্নী রুদ্রাধ্যায়ের টীকা (৪) বিদ্বন্মনোরঞ্জন কাব্য—(৫) বাসুদেব বিজয় কাব্য (৬) কালীয়দমন কাব্য এই ছয়খানি সংস্কৃত এবং বিধবা বিবাহ খণ্ডন খানি বঙ্গ ভাষায় রচনা করেন।

গোবিন্দ দাস—পদমালা প্রণেতা। চৈতন্যদেবের ৮২ বৎসর পর রাজসাহী বুধরী গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

রামেন্দ্র সরস্বতী—তাহিরপুরের নিকটবর্ত্তী সাধনপুর নিবাসী। ইনি স্বভাব কবি ছিলেন।

মিলনা ধাওয়া—মুসলমান—ইনি গ্রাম্য গীত রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাজকিশোর জালিয়া—ইঁহার জাগের গান প্রসিদ্ধ।

রাজা রুদ্রকান্ত রায়—চৌগ্রামের রাজা। ইনি অতি দ্রুত কবি ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দাস—ইনি জ্ঞানাঙ্কুর নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সভ্যতার ইতিহাস নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়—বলিহারের রাজা। ইনি সুখ ভ্রম, সীতাচরিত, এখন আসি, স্বভাব-নীতি এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

৺মতিলাল রায়—সুপ্রসিদ্ধ যাত্রার দলের অধিনায়ক। ইনি পুঁঠিয়ার নিকটবর্ত্তী পীরগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বর্দ্ধমানে বাস করিয়াছিলেন। ইনি গুড়নইর মৈত্র কুলোদ্ভব। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করেন। (১) সীতাহরণ (২) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (৩) গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ (৪) নিমাই সন্ন্যাস (৫) ভীষ্মের শরশয্যা (৬) যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক (৭) বিজয় চণ্ডী (৮) লক্ষ্মণ-ভোজন (৯) পাণ্ডব নির্ব্বাসন (১০) কর্ণবধ (১১) ব্রজলীলা (১২) শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য (১৩) ভরত মিলন প্রভৃতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল—বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইঁহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য—যদিও ইঁহার জন্মস্থান কুমারখালী তথাপি কর্ম্মজীবন রাজসাহীতে বলিয়া ইঁহাকে রাজসাহীবাসী বলাতে দোষ হয় না। রাজসাহী হইতে অক্ষয় বাবুর নাম বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। (১) সিরাজুদ্দৌলা (২) মীরকাশিম, (৩) রাণী ভবানী (৪) সীতারাম (৫) গৌড়-কাহিনী।

শ্রীযদুনাথ সরকার এম, এল,—রাজসাহীর অধিবাসী এবং রায় চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী ইংরাজী ভাষায় ইনি "ঔরঙ্গজেব" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার মৌলিক গবেষণা নিত্য নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে। ইনি সাময়িক পত্রে বহু-

প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ফারসী ও উর্দ্দু ভাষাতেও ইনি সুপণ্ডিত।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,—বিখ্যাত লেখক। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কাগজগুলিতে রাজেন্দ্র বাবুর সারগর্ভ রচনা নিয়মিত প্রকাশ হইয়া থাকে। ইঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল—"উৎসাহ"নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ কাগজেই ইঁহার রচনা প্রকাশিত হয়। ইনি আজগুবি গল্প, চণ্ডীদাস রচিত, কবির ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং কতকগুলি মুসলমান বৈষ্ণব গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এম, এ,—দিঘাপতিয়ার তৃতীয় রাজকুমার। ইঁহার সৎকীর্ত্তি ক্রমে বঙ্গবিশ্রুত হইতেছে। ইনি বরেন্দ্র দেশের ঐতাহাসিক তথ্যানুসন্ধান জন্য যথেষ্ট শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন এবং লুপ্তপ্রায় কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষদের যোগে মুদ্রিত করিতেছেন। ইনি "মোহনলাল" নামক একখানি বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দুবালা—দিঘাপতিয়ারাজের ভগিনী। রাজসাহীর ইনি একমাত্র স্ত্রী কবি। ইনি "শেফালিকা" প্রভৃতি কয়েক থানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রাজা শ্রীশশিশেখরেশ্বর রায়—তাহিরপুরের রাজা। বৈষয়িকতত্ত্ব, রেশমতত্ত্ব, এবং কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি শিল্প ও কৃষি নামক দুইখানি পত্র পরিচালন করিয়া থাকেন।

গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী—ইনি তাহিরপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পুঁঠিয়ার

রাণী শরৎ সুন্দরীর জীবনী ও ঋতু বিহার নামক কাব্য গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী—প্রসিদ্ধ দেবী-যুদ্ধ প্রণেতা। শ্রীহট্টে ইঁহার জন্মস্থান হইলেও এক্ষণে রাজসাহী বাসী বলিলেও চলে। বিবিধ মাসিক পত্রে ইঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

শ্রীকালীনাথ চৌধুরী—রাজসাহীর ইতিহাস প্রণেতা। ইনি রাজসাহীর অধিবাসী এবং বঙ্গজ কায়স্থ-কুলোদ্ভব।

শ্রীশ্যামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাগলের পাগলামী নামক প্রসিদ্ধ সাধন সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা। রাজসাহীর মহাদেবপুর নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম স্থান।

৺ বিশ্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(চিন্ময়ী চরণাশ্রিত আত্মারাম) ভক্ত-যোগী সাধন সঙ্গীত এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সত্বরেই রঙ্গপুর পরিষৎ তাঁহার অমূল্য ভক্তি গাথাগুলির উদ্ধার সাধন করিবেন।

তারিণীচরণ ঠাকুর—ভবানীপুর কাহিনী প্রণেতা। নিবাস বরিয়া পাকুড়িয়া। ইঁহারা নাটোররাজের গুরু বংশীয়।

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন—রাজসাহী পুঁঠিয়া নিবাসী। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি রচনা করিয়াছেন। মঞ্জরী, হাফেজবচন, মাদুলী, কুমুদ, কৌমুদী।

শ্রীতিনকড়ি আচার্য্য—নূতন প্রবন্ধ লেখক।

মহারাজা শ্রীজগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর—নাটোরের বড় তরফের রাজা। সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন।

শ্রীবিনোদ বিহারী রায়—পদ্য আয়ুর্ব্বেদ রচয়িতা। নিবাস মালো-পাড়া রাজসাহী।

শ্রীশ্রীরাম মৈত্র—সাময়িক পত্রের লেখক। ইঁহার পুরাতত্ব অনুসন্ধানের ফল রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র—সামায়িক পত্রের লেখক। সম্প্রতি ইনি "আত্মবোধ" নামে এক খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। নিবাস আতাইকুলা, রাজসাহী।

পাবনা।

অদ্ভুত আচার্য্য—প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচয়িতা, ইঁহার আসল নাম নিত্যানন্দ "অদ্ভুতাচার্য্য" উপাধি। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এমন কি এই রামায়ণ ব্যতীত এ প্রদেশের লোক অন্য রামায়ণের নাম কম জানিত। মিঃ বুকানন হামিল্টন তাঁহার রঙ্গপুর বিবরণীতে এই রামায়ণ এতদঞ্চলে কিরূপ সুপ্রচারিত ছিল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। কবির জন্মভূমি পাবনা জেলার সাঁতোল গ্রামের নিকট সোনাবাজু পরগণার বরবরিয়া গ্রামে ছিল। অমৃতকুণ্ডা, নোমগ্রাম, কবির পিতার অধিকারে ছিল বলিয়া কবি রামায়ণে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত সাঁতোলের নিকট উক্ত গ্রাম দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। কবি অদ্ভুতাচার্য্য প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম—প্রসিদ্ধ পদাঙ্কদূত রচয়িতা। পাবনা জেলার অন্তর্গত ঘুরকা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক এবং নাটোরাধিপতি মহারাজা রামজীবনের একজন সভাসদ ছিলেন। ইনি ১৬৪৫ শকে পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের জজ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ

ন্যায়পঞ্চানন ইঁহার পৌত্র। এই কৃষ্ণনাথের শিষ্য লঘুভারত প্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ—সুপ্রসিদ্ধ লঘুভারত নামক সংস্কৃত কাব্যেতিহাস প্রণেতা। ইনি পাবনা জেলার শালখিয়া গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন।

রামপ্রসাদ মৈত্র—নিবাস নাকালিয়া, জেলা পাবনা। ইনি ইংরেজ আমলের প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া সমসাময়িক ইতিহাস কবিতাকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা আছে।

গুরুপ্রসাদ সেন—ইনি পাবনার সুকবি রজনী কান্তের পিতা। ইনি মুন্সেফ ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ব্রজ ভাষাতেও ইনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি "পদচিন্তামণিমালা" নামক সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিবাস ভাঙ্গাবাড়ী পাবনা।

রজনীকান্ত সেন—বিখ্যাত হাস্য কবি ও সুগায়ক। বর্ত্তমান-কালে ইনি উত্তরবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি ছিলেন। ইঁহার জন্ম ১২৭২ সনের ৭ই শ্রাবণ—গত ১৩১৭। ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় ইনি অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করেন। বাণী, কল্যানী, অমৃত এই তিন খানি সঙ্গীত বিষয়ক। মৃত্যুশয্যায় আনন্দময়ী ও অভয়া নাম্নী দুই খানি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিবাস ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা। জাতি বৈদ্য।

শ্রীশশধর রায় এম, এ, বি, এল—ইনি একজন প্রধান লেখক। ত্রিদিব বিজয়, বাঘব বিজয় প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্রতী আছেন। নিবাস তলট, পাবনা। ইঁহার পরবশতা নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সম্প্রতি

প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসাহী শাখা-সাহিত্য-পরিষদের ইনি সুযোগ্য সম্পাদক।

সৈয়দ ইস্মাইল হোসেন সিরাজী—প্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। উচ্ছ্বাস, স্ত্রীশিক্ষা, মহা-নগরী, কর্ড্ডোভা, উদ্বোধন, নবউদ্দীপনা, অনল প্রবাহ।

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী—ইনি একজন সুকবি। কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার সম্ভব অবলম্বনে অনেকগুলি কবিতা মাসিক পত্রে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ—আলিগড় কলেজের প্রফেসর। ইঁহার অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তক গুলি বঙ্গে সুপরিচিত। নিবাস তেতুলিয়া পাবনা।

শ্রীযাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুর—কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব সিবিল জজ্‌ হিন্দু কুলশাস্ত্র প্রকাশে ব্রতী হইয়া ইনি মহদুপকারের সূচনা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় উহা সমাধা করিতে পারেন নাই। নিবাস ভারেঙ্গা পাবনা। ইংরেজীতে Native States of India গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দ চৌধুরী— 'বীণা" নামক সঙ্গীত পুস্তক রচয়িতা। নিবাস তাঁতিবন্দ পাবনা।

শ্রীশশিভূষণ সরকার এম, এ—অধুনা লুপ্ত "প্রতিবাসী" সম্পাদক ও সুলেখক। নিবাস হলুদঘর পাবনা।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল—ইনি "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" নামে একখানি আবশ্যকীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী—প্রসিদ্ধ বক্তা ও সুলেখক।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস—ইনি রঙ্গপুরের শিল্প বাণিজ্যের বিবরণ

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ এবং অনেকগুলি সারগর্ভ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সাহিত্য জগতের উপকার সাধন করিয়াছেন। নিবাস বোথর, জেলা পাবনা। কালীকান্ত বাবুর অনেক গুলি রচনা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে ও হইতেছে। ইঁহার যত্নে উত্তরবঙ্গের বহু অজানিত পূর্ব্ব গ্রন্থ বিবরণ লিখিত হওয়ায় গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র সান্যাল—আর্য্যজাতি ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণেতা। বেড়া স্কুলের শিক্ষক।

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী—প্রসিদ্ধা স্ত্রী কবি। ইনি পাবনা হরিপুরের প্রসিদ্ধ "চৌধুরী" বংশের কন্যা। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ইঁহার সহোদর। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিনটি ভাষাতেই প্রসন্নময়ী শিক্ষালাভ করেন। স্বামীর নাম ৺কৃষ্ণকুমার বাগ্‌চি। ইনি চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে "আধ আধ ভাষিণী" নাম্নী কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি মনস্বীবর্গ তাহার প্রশংসা করিয়া লেখিকার সাহিত্যানুরাগে উৎসাহ প্রদান করেন। তৎপর ১২৮৭ সালে ইঁহার "বনলতা" এবং তৎপরে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। নিহারিকা, আর্য্যাবর্ত্ত (ভ্রমণ) অশোকা (উপন্যাস) প্রভৃতি।

হৃদয়নাথ গোস্বামী—একজন সঙ্গীত পদকর্ত্তা। নিবাস হাটুরিয়া।

তারিণীশঙ্কর সান্যাল—স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ রচয়িতা। নিবাস সলপ।

যাদবচন্দ্র গোস্বামী—স্কুলপাঠ্য অনেক গুলি গ্রন্থ রচয়িতা। নিবাস হাটুরিয়া।

যাদবচন্দ্র ঘটক—বারেন্দ্র পঞ্চগোত্রের কুলশাস্ত্র প্রণেতা। নিবাস ভারেঙ্গা।

[illegible]তনু তর্করত্ন—বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার আচার্য্য। হিন্দুরঞ্জিকার শাস্ত্রীয় লেখক। নিবাস হাটুরিয়া।

বেণীমাধব মৈত্র—ইনি ইংরাজীতে ৪।৫ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

যদুনাথ সার্ব্বভৌম—বিবিধ শাস্ত্র প্রণেতা।

শ্রীগোপালমোহন মৈত্র—সঙ্গীতপ্রবাহ নামক গ্রন্থ রচয়িতা।

শ্রীবনমালী কুণ্ডু—ইনি একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। নিবাস পোতাজিয়া।

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী—ইনি একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। নিবাস পাঁড়কোণা।

আব্দুল মজিদ চৌধুরী—সুলতান বলখি নামক গ্রন্থ রচয়িতা। নিবাস পাবনা, জানকী গাঁতি।

মালদহ।

গোলাম হোসেন—সুপ্রসিদ্ধ রিয়াজউস্ সালাতিন নামক বাঙ্গালার ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ইলাহি বক্স—গোলাম হোসেনের প্রশিষ্য। ইনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "খুরসেদ জাহাঁ নামা" নামক পৃথিবীর ইতিবৃত্ত সংকলন করেন।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল—মালদহের প্রসিদ্ধ লেখক। ইনি বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রাদিতে বহু সারগর্ভ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক

প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গের পাঠক বৃন্দের নিকট রাধেশবাবুর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। অল্পদিন হইল ইঁহার সম্পাদকতায় "গৌড় দূত" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতেছে।

পণ্ডিত **শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী**—গৌড়ের ইতিহাস ও নামকোষ নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছেন। ইনি মালদহের এক জন প্রবীণ লেখক। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রাদিতে ইঁহার রচনা প্রকাশ হইয়া থাকে। গৌড়ের ইতিহাস ১ম খণ্ড (হিন্দুরাজত্ব) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার দ্বিতীয় খণ্ড (মুসলমান রাজত্ব) তিনি পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অভিজ্ঞ। পালি প্রকাশ নামে একখানি পালি ব্যাকরণ এবং মিলিন্দ পঞ্‌হো নামক পালি বৌদ্ধ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ—ইনি "শিক্ষা বিজ্ঞান" নামে প্রকাণ্ড একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য এবং সদ্ব্যবহার আধুনিক কালে বাস্তবিক দুর্ল্লভ। শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রে ইঁহার সারগর্ভ রচনা সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীহরিদাস পালিত—ইনি বিংশ বৎসরাবধি মালদহের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী আছেন। ইঁহাকে মালদহের জীবন্ত ইতিহাস বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সাময়িক পত্রাদিতে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম, এ—মেদিনীপুর কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ও বিবিধ সাময়িক পত্রের লেখক।

দিনাজপুর।

কবি জগজ্জীবন ঘোষাল—মনসা-মঙ্গল নামক বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত "কোচআ-মোরা" গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। সে সময় ইঁহার গ্রন্থ খুবই প্রচলিত ছিল।

দ্বিজ জগন্নাথ—"দিনাজপুরের কবিতা" ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইনি রচনা করেন। ইনি পাবনার রামপ্রসাদ মৈত্রের ন্যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক কবিতা রচনা করিতেন।

মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি—দিনাজপুর গঙ্গারামপুরে ১২৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। (১) নিবাত কবচবধ, (২) রসকাদম্বিনী, (৩) ভগবচ্ছতকম্, (৪) ধীরানন্দ তরঙ্গিণী, (৫) কাব্য বোধিকা। ইনি দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত ছিলেন। এবং সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—"রাধিকা" নামক কাব্য গ্রন্থ প্রণেতা।

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল—দিনাজপুর পত্রিকার সম্পাদক এবং সুলেখক।

শ্রীবরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল—ইনি সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্ট স্তোত্র রচনা করিতে পারেন। ইঁহার দেবদেবী বিষয়ক বহু স্তোত্র রচিত আছে।

জলপাইগুড়া।

রাজা সর্ব্বদেব রায়কত—জলপাইগুড়ী রাজবংশে বিদ্যাচর্চ্চা বঙ্গীয় শিক্ষার যুগ প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভ হইতেই পরিলক্ষিত হয়। এই

বংশের স্বনামখ্যাত রাজা সর্ব্বদেব রায়কত সংস্কৃত নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ১২৫৬ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

রাজা মকরন্দ দেব রায়কত—রাজা সর্ব্বদেবের পুত্র। সংস্কৃত কলাপাদি ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ করিয়াছিলেন। কাব্যাদি শাস্ত্র পাঠারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় রাজ্যাধিকার লইয়া মোকর্দ্দমায় বিব্রত হইয়া পড়ায় পাঠ পিপাসা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই।

কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত—ইনিও জলপাইগুড়ীর প্রসিদ্ধ রায়কত রাজবংশীয়। বিবিধ সাময়িক পত্রে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। ইঁহার সাহিত্য প্রেম প্রশংসনীয়।

মুন্সী জিয়ারতুল্লা আহাজ—এবারতনামা নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

রঙ্গপুর।

দ্বিজ কমললোচন—চণ্ডিকা বিজয় নামক সুবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার পিতা যদুনাথও একজন কবি ছিলেন। ইনি রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার ঘাঘট নদীর তীরবর্ত্তী চড়কাবাড়ী গ্রামে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয় কাব্য রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

যদুনাথ—কমললোচনের পিতা চণ্ডিকাবিজয় গ্রন্থের কোন কোন স্থলে যদুনাথের ভণিতাযুক্ত সুন্দর সুন্দর রচনা দেখা যায়। বোধ হয় যদুনাথও কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন।

কৃষ্ণজীবন—অভয়া-মঙ্গল নামক কাব্য প্রণেতা। ইনি জাতিতে মোদক ছিলেন। কবির বাসস্থান বাহারবন্দ পরগণার অন্তর্গত বজরা গ্রামে। মহারাণী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধকপ্রবর মহরাজা রামকৃষ্ণের

সভায় কবি এই অভয়া-মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বজ্‌রা গ্রাম তিস্তা নদীতীরে।

কৃষ্ণহরি দাস— নিবাস রঙ্গপুরের উত্তর মহীপুর গ্রামে। ইনি সত্যপীরের গান, জঙ্গনামা, নবিনামা প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুমুসলমানের সামঞ্জস্যের চেষ্টায় রচিত করেন। ইনি বৈষ্ণব অদ্বৈতবাদী উপনিষদের মত অবলম্বন করিয়া সকল ধর্ম্মের বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতার নাম পঞ্চমী, ইনি জাতিতে রাজবংশী।

রতিরাম—ইনি রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি। ইঁহার রচিত জাগের গান রঙ্গপুরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইঁহার রচনায় উপমাদি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইংরেজ আমলের প্রথমে ইটাকুমারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার জাগের গানে সমসাময়িক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইনি জাতিতে রাজবংশী ছিলেন।

দ্বিজ রামকান্ত--রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিলেও আজীবন রঙ্গপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণিকুণ্ডা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী প্রণেতা ভাগবতাচার্য্যের ভৃত্য বা শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি ভাগবৎ দশমস্কন্দের অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত মৈত্র এক্ষণে কাশীবাস করিতেছেন।

রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার—ইনি রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ পল্লী ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। ইনি ন্যায়ের টীকা রচনা করেন। ১২৬০ সালের ৮ চৈত্র তারিখে ইঁহার স্বর্গারোহণ হয়। (রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ)

পরমানন্দ ন্যায়রত্ন—ইনি সংস্কৃত ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি

ছিলেন। স্বয়ং নৈয়ায়িক হইলেও কবিত্ব সম্পদে তাঁহার তুলনা ছিল না। ইঁহার সুমধুর লেখনী হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুললিত সংস্কৃত কবিতা নিঃসৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে বিলুপ্ত। সংস্কৃতজ্ঞ হই[illegible]বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের অভাব ছিল না। ইনি ব[illegible]হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তৎসমুদয় [illegible] তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গানন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অধিকারে আছে। নাওডাঙ্গা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন, শেষজীবন ৺কাশীধামে অতিবাহিত হয়।

শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার্থিদিগের সুবিধার জন্য ইনি সংক্ষিপ্ত কলাপসার ব্যাকরণ নামক সরলভাষায় একখানি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ৺বিশ্বেশ্বরের সায়াহ্নারতি স্তোত্রটি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। নিবাস নাওডাঙ্গা।

হরানন্দ বিদ্যানিবাস—ইনি রঙ্গপুরের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। সমগ্র উত্তরবঙ্গে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা এই মহাত্মার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। স্বীয় আলয়ে টোল সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। অকুণ্ঠিতচিত্তে বহুছাত্রকে আপন আলয়ে স্থান দিয়া বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন। ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শিক্ষার্থী অধ্যয়নার্থ ইঁহার নিকট আসিতেন। ইনি কয়েকখানি দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থের সরল টিপ্পনী প্রণয়ন করেন।

শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার—কাকিনার রাজকবি। ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত কবি—বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার "বিজয়িনী কাব্য" জগতে বিজয়িনী হইয়া রহিয়াছে। ইনি স্বনাম ধন্য

পুরুষ—অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন,—বিজয়িনী কাব্য, দিল্লি মহোৎসব কাব্য, শান্তিশতক হেয়োদ্বাহ কাব্য। ইনি ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্ররত্ন—"ন্যায়মুকুল" নামক গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইটাকুমারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর—রঙ্গপুর নলডাঙ্গার [illegible] লাহিড়ী জমিদার বংশোদ্ভব। জন্ম ১২৩৫ সাল মৃত্যু ১৩০৩ সাল। ইনি অর্থবান্ হইয়াও শাস্ত্র চর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যে আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করেন।

(১) কাল্যর্চ্চন চন্দ্রিকা। (২) কৃষিতত্ত্ব। (৩) শক্তি ভক্তিরস কণিকা। (৪) শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি। (৫) প্রতিষ্ঠা লহরী। (৬) যাত্রা পদ্ধতি।

এতদ্ব্যতীত মাসিক পত্রাদিতে ইঁহার অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে।

শিবপ্রসাদ বক্সী—ইনি কোচবিহার রাজের প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে এই গৌরব মণ্ডিত উচ্চপদে সমারূঢ় হন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বিস্তর দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইনি তাহার নকল করাইয়াছিলেন। "আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট" নামক স্মৃতি বিষয়ক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করেন। গ্রন্থখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইঁহার সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুত প্রমদারঞ্জন বক্সী মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ হইতে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাজি হেয়াত মামুদ—রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। অম্বিয়া

বাণী, জঙ্গনামা, মহরম পর্ব্ব, হেতুজ্ঞান প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিবাস ঘোড়াঘাটের নিকট বাগদুয়ার পরগণার অন্তর্গত ঝারবিশিলা গ্রামে। ১১০০ বঙ্গাব্দের প্রথম ভাগে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। আজিও কাজি সাহেবের সমাধি উক্ত গ্রামে অযত্নে পড়িয়া আছে।

বরহাণ উল্ল্যা—কেরামত নামা রচয়িতা, আত্মপরিচয় ;—

মহাগুণবান্ সেখ দিদার মামুদ।
তাহার কৃপায় পাই পরম সম্পদ॥
সেই সাহেব হয় আমার পীর মুরসীদ।
তাহার ঠাঁই হৈয়াছি তালিব মুরিদ॥
সেখ মসএদ নামে পিত্রি তাহার তনয়।
সেখ গিন্দিতে আমার কুরশিকুন হয়॥
শত কোটী বন্দেগী মোর ওস্তাদের পাএ।
অজ্ঞান শরীরে জ্ঞান দিয়াছে মহাশএ,
তাঁহার প্রসাদে পাই বসিতে সভাএ॥

ভণিতা—

কহে কবি ব্রাণ উল্লা শুন ধনিগণ।
মন্দ কর্ম্মেতে ধন নষ্ট না কর কদাচন॥

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

আমিরুদ্দিন বশুনিয়া—প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। নিবাস রঙ্গপুর জেলার মটুকপুর গ্রামে। ইনি আম্‌পারার তফসির (ভাষ্য) গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা কোরাণের অধ্যায় বিশেষের পদ্যানুবাদ।

আসফ মামুদ—আসফ হুরি একদিল সাম্ন পুথি রচয়িতা। রচনা-ফারসী মিশ্রিত। নিন্দনীয় নহে। কবির পরিচয়।

বসবাস করি যেথা কদিমি মোকাম।
হরিপুর গ্রাম বলি জান তার নাম॥
রঙ্গপুর এলাকায় মিঠাপুথর থানা।
তাহার এলাকা বটে আমার ঠিকানা॥
আসফ মামুদ মোগুল জান মোর নাম।
মোগুলীর কার্য্য মোরা করেছি মোদাম॥
বাবাজীর নাম মেরা শুন বেরাদর।
জএমুল্লা মণ্ডল নাম জান কেবল্লার॥
চামু সরকার ছিল মেরা দাদাজির নাম;
দেখিতে সুন্দর ছিল বড়া গুণধাম॥
বারসত এক চল্লিশ সালের বিচেতে।
রচনা হইল পুঁথি জান সকলেতে॥
তেরই আশ্বিন ছিল রোজ বুধবার।
কলম করিনু বন্দ ফজলে খোদার॥
পড়িয়া শুনিয়া সবে দোআ দিবে মোরে।
আখেরে তরায় আল্লা রোজ মাহস্বরে॥
এহিতক হৈল মেরা আরজ কালাম।
সবার খেদমতে মেরা হাজার ছালাম॥

তেলেঙ্গা সাহা ফকির—মোনাই যাত্রা প্রণেতা নিবাস রঙ্গপুর—কেতোয়ালী থানার অধীন পালিচড়া গ্রামে। ইনি একজন ভক্ত কবি এবং সমদর্শী ছিলেন। সাধারণতঃ তেলেঙ্গা গীদাল নামে পরিচিত।

সেখ দোস্তমহম্মদ—জঙ্গনামা নামক বৃহৎ কাব্য রচয়িতা।

পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। নিবাস পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাগ-দুয়ার গ্রামে।

নাজের মহম্মদ সরকার—মোনাই যাত্রা পুস্তক রচয়িতা। নিবাস রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ চাযক পাড়া।

রাজমোহনরায়চৌধুরী—পরগণে কুণ্ডীর স্বনাম খ্যাত আদর্শ ভূম্যধিকারী। উত্তরবঙ্গে ইঁহারই প্রযত্নে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয়। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে তাৎকালিক সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হিন্দু কলেজ হইতে উত্তীর্ণ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিক্ষককে নৌকাপথে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার সূচনা করেন। এই প্রকারে ইংরেজী শিক্ষায় জাতি নাশ আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে রঙ্গপুরে প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থার দ্বারা উত্তরবঙ্গে জ্ঞানালোক বিস্তারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বীয় বাসস্থান সপ্তপুষ্করিণী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয়ে মফঃস্বলের মধ্যে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক ১২৫৪ সাল ইংরেজী ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ হইতে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামক মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্রের সূচনা করিয়া উত্তরবঙ্গের যুগান্তর সাধন এবং সাহিত্য জগতে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত, পারসীক, ইংরেজী ও বাঙ্গালা এই চারি ভাষা আয়ত্ত করিয়া তদানীন্তন রাজপুরুষ ও পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছিলেন। রঙ্গপুরের সাধারণ হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত ইঁহার স্মৃতি চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। অন্তিমে গঙ্গা লাভ আশায় নৌকাপথে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া ১২৫৪ সালে এই মহাত্মা স্বর্গারোহণ করেন।

গুরুচরণ রায়—রাজমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গপুর

বার্ত্তাবহ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। ১২৫৪ সাল হইতে ১২৫৮ সাল পর্য্যন্ত ৪ বৎসর কাল ইনি অতি দক্ষতার সহিত ঐ পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১২৫৮ সালের ৩রা ভাদ্র তারিখে পরলোক গমন করেন।

ভীমলোচন সান্যাল—ইনি "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" প্রেসের পণ্ডিত ছিলেন। পত্রিকার অশুদ্ধ সংশোধন ও রচনাদি কার্য্যে ইঁহাকেই নিযুক্ত থাকিতে হইত। ইঁহার পরে তারাশঙ্কর মৈত্রেয় মহাশয় ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—কুণ্ডী গোপালপুর নিবাসী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুচরণ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পরে বার্ত্তাবহের জীবনকাল ১২৬১ সাল পর্য্যন্ত উহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

কবিবর কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী—রঙ্গপুর, কুণ্ডী, গোপালপুরের অন্যতম ভূম্যধিকারী বিদ্যোৎসাহী ও সুকবি ছিলেন। ইনি প্রাগুক্ত মহাত্মা রাজমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র। মহাত্মা রাজমোহনের প্রবর্ত্তিত ইংরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষার ফল এই ভূম্যধিকারী গৌরব কালীচন্দ্রেই সর্ব্বপ্রথম প্রতিভাত হয়। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়াই রাজমোহন স্বর্গগামী হইয়াছিলেন, কবি কালীচন্দ্রই বার্ত্তাবহকে অষ্টবর্ষ কাল পরিচালন করিয়া স্বর্গগামী হইলে বার্ত্তাবহেরও জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। রঙ্গপুর ইংরেজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সম্পাদকতা কার্য্যে কালীচন্দ্র রাজমোহনের মৃত্যুর পর হইতেই নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার রচিত কবিতাবলী বার্ত্তাবহ, প্রভাকর, ভাস্কর প্রভৃতি সাময়িক বহু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রেমরসাষ্টক," "স্বভাব দর্পণ," "কাব্য-শেবধি" নামক গ্রন্থত্রয় ইনি রচনা করিয়া বাঙ্গলা গদ্য ও পদ্য রচনার পথ প্রদর্শক হন। ইঁহারই উৎসাহে ও বিঘোষিত পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধানাধ্যাপক রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বাঙ্গলার আদি নাটক "কুলীন

কুলসর্ব্বস্ব" রচনা ও গদ্য গ্রন্থ পতিব্রতোপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসাহিত করিয়া ইনি পদ্মিনী উপখ্যাননামক বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র, এবং দ্বারকানাথ অধিকারী মহাশয়ত্রয় কালীচন্দ্রের উৎসাহ প্রণোদিত হইয়া পঠদ্দশাতেই বাঙ্গলা পদ্য ও গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইনি এই প্রকারে অর্থাদির সদ্ব্যবহার করিতেন। জাতীয় বঙ্গভাষার গঠনকার্য্যে সহায়তা করিয়া সাহিত্যজগতে অমর হইয়া আছেন ও উত্তরবঙ্গকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎকামী হইয়া প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সুদূর কলিকাতা হইতে পথশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক কালীচন্দ্রের গোপালপুরস্থ বাসভবনে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত অপেক্ষা কালীচন্দ্রের কবিত্ব-প্রভাব কোনও অংশে হীন ছিল না। উত্তরবঙ্গের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে এতদিন তাহা প্রচ্ছন্নই ছিল, অধুনা উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। ১২৩০ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১২৬১ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন তারিখে মৃত্যু হয়। মাত্র একত্রিংশ বর্ষ আয়ুষ্কালের মধ্যে যে প্রতিভা বঙ্গভাষার এরূপ ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিয়াছিল, না জানি আর কিছুকাল সুযোগপ্রাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা কি যুগান্তর উপস্থিত হইত!

কাশীচন্দ্র রায় চৌধুরী।—কবিবর কালীচন্দ্রের অগ্রজ। বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় ইনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সেকালের রাজনৈতিক আলোচনায় তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বার্ত্তাবহ পত্রে মুদ্রিত নবপ্রবর্ত্তিত রাজবিধি সম্পর্কীয় আলোচনাগুলি ইঁহারই দক্ষলেখনী প্রসূত। রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভায় ইনি প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি ছিলেন। তৎব্যপদেশে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা বঙ্গভাষায়

অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কালীচন্দ্র, ভীমলোচন সান্ন্যাল ও কাশীচন্দ্রকে লইয়া কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় একটি কবিতা রচনা করিয়া প্রভাকরে মুদ্রিত করেন। তাহার আদ্য চরণটি এইরূপ—

"কাশী মসী এক জোড়া
তার মাঝে ভীম খোঁড়া"।

শ্রীকালীমোহন রায় চৌধুরী—পরগণে কুণ্ডীর জমিদার বংশের সাহিত্যিক প্রতিভা কালীচন্দ্র কাশীচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাচিত হয় নাই। এই বংশের প্রবীণ লেখক কালীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় অভিনব ছন্দবোধ শব্দসাগর নামক সুবৃহৎ অভিধান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থ সাহায্যে ছন্দ মিলাইয়া পদ্যাদি রচনার পক্ষে শিক্ষার্থিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। এতদ্ব্যতীত বহু প্রাদেশিক শব্দার্থও লিখিত হইয়াছে। ইনি মুন্‌সেফী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি উপভোগ করিতেছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—ইনি কুণ্ডীর অন্যতম জমিদার বংশীয় ও প্রাগুক্ত মহাত্মা রাজমোহনের পৌত্র। বংশগত সাহিত্যানুরাগের অধিকারী হইয়া উত্তরবঙ্গে নির্ব্বাণোন্মুখ সাহিত্যালোচনা পুনরুদ্দীপিত করেন। ইঁহারই প্রযত্নে ও প্রস্তাবে ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গ বিখ্যাত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শাখা রঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা হইতে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। এই উভয় অনুষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকত্ব ইনি নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া অদ্বিতীয় কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সমগ্র বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ইনি স্মরণীয় হইয়াছেন। এই আদর্শ সাহিত্য শ্রমে উত্তরবঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছে। সাহিত্যগত-প্রাণ এই উদীয়মান লেখকের

বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে প্রাচীন কামরূপ, রঙ্গপুরে মহম্মদীয় তীর্থ, প্রাচীন মুদ্রা এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার দ্বাদশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধ কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় শেষোক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে লেখকের গবেষণার প্রশংসা করিয়া পরিষৎ পত্রিকায় এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি রঙ্গপুরের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। বাল্যকালে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুতে লিখিত "ঈশ্বর গুণ কীর্ত্তন" কবিবর কালীচন্দ্রের পৌত্র রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে লিখিত "স্মৃতিলোপ" এবং সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত "ভিক্টোরিয়া শোকে ভারত" প্রভৃতি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশ করিয়া কবিত্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানবর্ষে গবর্ণমেণ্ট হইতে রঙ্গপুরের যে "গেজেটিয়ার রিপোর্ট" প্রস্তুত হইতেছে, তাহার উপাদান সংগ্রহে ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর্ জে. ভাস্ স্কোয়ার আই, সি, এস্ মহোদয়কে ইনি মুখ্যতঃ সাহায্য করিতেছেন। কালেক্টর বাহাদুর ইঁহার সংগ্রহ নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

মুন্সী সেখ ফজল করিম—বিখ্যাত উদীয়মান মুসলমান কবি। ভূতপূর্ব্ব বাসনা পত্রের সম্পাদক এবং ত্রিস্রোতা, পরিত্রাণ প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। ইঁহার বাস রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনা নামক স্থানে। বহু মাসিক পত্রে ইঁহার লিখিত কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনারেবল খান মৌলবী তসলীম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর, বি, এল,—প্রবীণ সাহিত্যসেবী এবং সুলেখক। অতি নিপুণতার সহিত সমগ্র কোরাণের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতেই

ইঁহার প্রতিষ্ঠা সুদূরব্যাপ্ত হইয়াছে। ইঁহার ন্যায় শিক্ষিত ও অমায়িক মুসলমান বিরল।

শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী—কাকিনাধিপতি মহাত্মা শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম নানা কারণে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ইনি রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নানা ভাষায় ও বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া সতত সাহিত্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। কবিবর কালীচন্দ্রের সমসাময়িক এবং কমলদন্তাহরণ শম্ভুবংশ চরিত প্রভৃতি নানা গ্রন্থের রচনা করাইয়াছিলেন। কালীচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর রঙ্গপুর বার্ত্তাবহের দুরবস্থা দেখিয়া ইনি অতি সমাদরের সহিত সেই যন্ত্রাদি স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গিয়া "রঙ্গপুর দিক প্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। সেই পত্রিকাখানি অদ্যাপিও রঙ্গপুরের গৌরবস্বরূপ জীবিত আছে. ইহার ন্যায় প্রাচীন সংবাদপত্র বঙ্গে এখন বিরল। শম্ভুচন্দ্র বহু সঙ্গীত নিজে রচনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পাওয়া যায় না। সুকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইঁহার এবং পরবর্ত্তী কালে ইঁহারই বংশধর রাজা মহিমারঞ্জনের রাজভবনে দ্বার পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী—কুণ্ডীর ন্যায় এই ভূম্যধিকারী বংশও সাহিত্যালোচনায় অগ্রণী ছিলেন। রাজা মহিমারঞ্জনের ন্যায় কৃতবিদ্য ভূম্যধিকারী সমগ্র বঙ্গের মধ্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার নীরব সাহিত্যসেবার নিদর্শন স্বরূপ বহুমূল্য গ্রন্থাগার ও চিত্রশালা আজও কাকিনা রাজধানীর অলঙ্কার স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ইনি অশেষ সাহিত্যানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ১২৬০ সালের ২২ মাঘ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২০শে চৈত্র তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছেন। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের যত্নে ইঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—রঙ্গপুর—মন্থনার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার রচিত হস্তিতত্ত্ব নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। ইনি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সেতারাদি যন্ত্রবাদনে অসীম নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইঁহারই প্রযত্নে রঙ্গপুরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

চন্দ্রকিশোর রায় গুণাকর—প্রসিদ্ধ সম্পাদক এবং সুলেখক। প্রসিদ্ধ "লক্ষ্মী-সরস্বতী" নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মিসেস আর, এস, হোসেন—পায়রাবন্দের বিখ্যাত জমীদার বংশের কন্যা। ইঁহার রচনা শিক্ষিতা হিন্দু মহিলার অনুরূপ। ইঁহার বিহার প্রদেশে বিবাহ হইলেও মাতৃ ভাষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ আছে। মাসিক পত্রিকাদিতে লিখিয়া থাকেন। "মতিচূর" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ—ইনি রুড়কির ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্ব অধিক নম্বর পান। ইঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। ইনি উদ্ভিদ্ তত্ত্ব সম্বন্ধে এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে প্রায় দশ সহস্র টাকার প্রয়োজন। ইঁহার নিবাস ভূতছাড়ায়।

শ্রীতারাশঙ্কর মৈত্র—কমলদত্তা হরণ রচয়িতা। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকার কার্য্যালয়ে পণ্ডিতী করিয়া যখন তাহা উঠিয়া যায়, তখন কাকিনার শম্ভুচন্দ্ররায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে থাকিয়া রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদকতা করেন।

৺কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি বাল্যাবধি সাহিত্যনিষ্ঠ। রঙ্গপুর জেলাজজের সেরেস্তাদারী কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার "কাব্যকোবিদ" উপাধি ছিল। "স্ত্রীশিক্ষা" ও "এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য" নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই। ইঁহার বাল্য কবিতাবলী রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি রঙ্গপুরের নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন—বর্ত্তমানে উত্তরবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। ইঁহার বহু বিষয়িণী প্রতিভা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করেন। (১) খেদাবলী, (২) শোকতরঙ্গিণী, (৩) ছন্দোব্যাকরণ, (৪) সংশয় নিরসন, (৫) চন্দ্রদূতকাব্য, (৬) প্রশান্ত কুসুম কাব্য, (৭) অশ্রু বিসর্জ্জন কাব্য, (৮) অশ্রুবিন্দু, (৯) রাজ্যাভিষেক, (১০) রত্নকোষ, (১১) সুভদ্রাহরণ। ইনি ইটাকুমারীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

৭ জগদীশ্বরী দেবী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পত্নী। ইনি দ্রৌপদী কাব্য রচনা করেন এবং মাসিক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন।

শ্রীকোকিলেশ্বর বিদ্যারত্ন এম্, এ,—ইনি প্রসিদ্ধ কবি শ্রীশ্বরের উপযুক্ত পুত্র। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত। উপনিষদের উপদেশ গ্রন্থ ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। মাসিক পত্রে ইঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী—নলডাঙ্গার জমিদার এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই ইনি সুশিক্ষিত। ইনি "রচনা শিক্ষা" নামক

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কাব্য ব্যাকরণতীর্থ উপাধিতে ইনি ভূষিত, হইয়া স্বীয় আলয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন।

শ্রীকিশোরীলাল রায়—বক্তা ও সুলেখক। ইনি জাপান সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। নিবাস কাকিনা।

শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য—জানকী বল্লভ চরিত রচয়িতা। নিবাস কুরসা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি. এল—ইনি তরুণ বয়সে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি একজন সুলেখকও বটেন সাময়িক পত্রাদিতে লি খয়া থাকেন।

শ্রীবিধুরঞ্জন লাহিড়ীএম, এ, বি,এল—ইনি ইংরাজীতে একজন সুপণ্ডিত; বঙ্গসাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ আছে। ইনি ইংরাজীতে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া ইংরেজী মাসিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নিবাস নলডাঙ্গা। বঙ্গবাসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক। ইনি বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও রঙ্গপুরের পল্লী বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের উপকার সাধন করিতেছেন। সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন। নিবাস নাওডাঙ্গা।

শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী—পল্লী সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক। ইঁহার যত্নে হাজারী বেলপুকুর গ্রামে রঙ্গপুর পরিষদের অধীন পল্লী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন ১। সাধুসঙ্গীত ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৩। দেবীযুদ্ধ গীতাভিনয় ৪। কুরুপত্নী হরণ, ৫। লক্ষ্মীনারায়ণ উপাখ্যান, ৬। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ৭। সংকীর্ত্তন পালা—(মান, মাথুর, গোষ্ঠ, গোপী গোষ্ঠ, প্রভাস, সুবলমিলন) প্রথম খানি ব্যতীত অন্যগুলি অমুদ্রিত রহিয়াছে।

"চ" পরিশিষ্ট।

—:*:—

THE BENGALEE.

Calcntta, Janury 21, 1910 A. D. Vol LI. No 19.

NORTH BENGAL LITERARY CONFERENCE.

SOME DELEGATES' VISIT TO GAUHATI.

(From Our Correspondent.)

Gauhati, Jan, 20.

Some delegates to the North Bengal Literary Conference, to be held at Gauripur, on the 22nd, visited the shrine of Kamakshaya yesterday. They were received at Pandughat by Babus Mohendra Mohan Lahiri, pleader, and Kali Charan Sen, Government pleader, Gauhati, and conducted to the shrine by *pandas*, headed by Bishnu Prosad Sarma Doloi. They had a splendid reception at Kamakshaya and were sumptuously entertained by Bishnu Prosad.

A public reception was offered to them by the leading men of Gauhati, in the evening, at the local theatre hall, which was fully packed. Pandit Padmanath Bidyabinode, President, Gauhati Literary Society, read a paper welcoming the delegates, and narrating shortly the useful work done by the Society. Babu Ram Das Brahmo, pleader delivered a speech giving interesting historical facts regarding Assam. Babu Surendra Chandra Roy Chowdhury, Secretary, Sahitya

Parisad, Rangpur Branch and N. B. Literary Conference, in a few well-chosen words, dwelt on the useful work done by the Gauhati Literary Society and requested the Gauhati gentlemen to be present at the Gauripur Conference. Babu Akshoy Kumar Moitra of Rajshahi, in a humorous speech, re ferred to the splendid relics of Assam, which offered sufficient, intellectual food. He also dwelt shortly on the originality of Indian sculpture and illustrated his lecture with magic lantern, which evoked much enthusiasm. Babu Jogindra Chandra Chakravarty, delegate from Dinajpur thanked the public of Gauhati for the hearty reception offered to the delegates. Babu Banomali Chakravarti, Professor, Cotton College, thanked the delegates for taking the trouble of coming to Gau hati to meet them. A sweet song brought the proceedings to a close. The meeting was a splendid success. The delegates had a sumptuous dinner at Mohendra Babu's house. They visit the Basistha Asram to-day and leave for Gauripur by the evening train.

THE BENGALEE.

January 23, 1910, Vol. LI. No. 20,

A TRIP TO BASISTHA ASRAM.

From Gauhati, on the 20th January delegates to the North Bengal Literary Conference visted the rockcave Arundhuti and the well-known Basistha *asram*, about seven miles from Gauhati. This morning a large party

of the leading men of Gauhati accompanied the delegates and spared no pains to make the trip a success. The way to Basistha *asram* was partly by the Shillong Motor Service road through the most pictursque part of Assam surrounded on all sides by magnificent hills. The rock cave Arundhuti is a splendid work of nature, the space inside measuring 38 by 23 feet, several old trees growing on the top of the cave and sending roots down, forming a beautiful net work. The cave is situated at the foot of the hills and Basistha *asram* is situated higher up the hill side on the edge of a rock down which three streems *Lalita*, *Sandhya* and *Kanta* are rolling continuously down beating on the huge rocks. Streaks of Sun's rays falling upon the silvery foams through tree-tops on hillsides and pilgrims bathing and chanting hymns presented a scene most sublime and beautiful. The legend says, it was here that the great saint Basistha attained *Siddhi.* A stone inscription in Sanskrit describes that the original temple, built by the independent ancient Kings of Cooch Behar partially washed down, fell into decay. The new temple on the old foundations by old materials is in course of construction by the Committee consisting of the leading men of Gauhati. The Committee seems lacking in funds to complete the work. All the members of the party performed ablutions in the icecold waters of the Basistha "kundu" in the middle of the rocks and had a hearty meal of "khichuri" squatting on the stone-blocks which presented a most enjoyable picture. Photographs of

the fountain gushing down the gorges were taken. The young gentlemen of Gauhati entertained the party with sweet songs. The party left at 2 'o'clock and halted at the farmhouse of Babu Mohendra Mohon Lahiri, pleader, at the foot of the hills. Mohendra Babu was untiring in his efforts to make the party successful. Babu Prokash Chanra Sinha, Deputy Magistrate, offered light refreshment to the delegates before they left for Gauripur by the evening mail. The Railway staff of all stations behaved most obligingly. The delegates carried pleasant recollections of the picturesque Assam and its hospitable and amiable people.

THE BENGALEE.

Calcutta, Janury 23, 1910 A. D. No 20 Vol LI.

NORTH BENGAL LITERARY CONFERENCE.
ARRIVAL OF DELEGATES

(From Our Own Correspondent.)

Gauripur, Jan. 21.

The following delegates to the Literary Conference arrived at Gauripur this morning:—Babus Surendra Chanda Roy Chowdhury, Secretary of the Parishad, Rungpur Branch and N.B. Lit. Conference, and Manindra Chandra Roy Chowdhury with others from Rungpur, Babu Akshoy Kumar Moitra from Rajshahi, Babu Jogindra Chandra Chakravarti from Dinajpur, and others.

Babu Dwijesh Chandra Chakravarti, Dewan, Gauri-

pur Raj, attended the railway station and offered cordial reception to the delegates. Arrangements for morning tea were made at Golakganj. The President-elect, Professor Padmanath Bidyabinode, M.A., Cotton College, Gauhati, arrives this evening. The Conference sits to-morrow morning at 9 'o'clock. The subjects Committee meets to-night. Many delegates are expected this evening. Splendid arrangements have been made for the reception of the delegates.

THE BENGALEE

Janury 25th, 1910, No 21 Vol LI.

North Bengal Literary Conference.

SESSIONS AT GAURIPUR.

(From Our Special Correspondent.)

Gauripur, Jan. 22.

The Conference met punctually at 9-30 a. m. The President was escorted to the pandal by the volunteers with silk banners on silver spears, and the Hon'ble Raja Probhat Chandra Barua, Chairman of the Reception Committee was attended by delegates. After all had taken their seats, Mohamahopadhyaya Pandit Dhireswar Kaviratna of Kamrup recited a Sanskrit *sloka*, invoking the blessing of God. Pundit Baroda Kanto Roy Bidya-ratna, Dinajpur, then recited in his melodious voice, resounding the spacious hall, a Sanskrit *sloka* of his own composition. A song specially composed for the occasion was sung in chorus.

The Hon'ble Raja Bahadur then delivered his address, according a hearty welcome to the delegates and thanking them for coming to Gauripur in this cold weather at great personal inconvenience. He had invited the Conference here with a view to afford opportunities to the Bengal and Assam literary men for interchange of thoughts and ideas. He was glad delegates came from Calcutta and several district in North Bengal and Assam. This happy union would lead to researches showing that the picturesque Assam do by no means occupy an inferior position in the world in literature, science, arts, social customs and manners, Kamrup in Assam was the Nabadwip in Bengal. The great saint Basistha had his *asram* here. He referred to nine of the beautiful carved stone works of Usadevi in Tejpur, the stone relics of Dhenubhanga hills in Tejpur, the ruins of the palace of Raja Parikshit on the banks of the Gadadhar river, the Nababigarh known as Raja Mansingh's *garh*, the Muhammadan mosques in Rangamati, the legendary Netadhopani *ghat*, Dhubri, and an old Sikh temple at Dhubri. He said there were various other old relics, offering ample materials for study. He deplored that people of Assam are doing no research work. He referred to the life and teaching of Sankardev. The speaker hoped that this union would lead to immense results in the field of literary research. He concluded with apologies to the literary men for having occupied the position of the Chairman of the Reception Committee of the literary union.

Babu Jogindra Chandra Chakravarti of Dinajpur then proposed that Pandit Padmanath Bidyabinode M. A., Professor of the Cotton College, Gauhati, do take the chair. He said, this conference, he considered was a token of God's blessing upon the workers in the field of Bengalee literature. It widened infinitely the range of work which was confined only to Bengal. It would unite the two provinces and both would be benefited by mutual interchange of thoughts and idea. He proposed a vote of thanks to the Raja Bahadur for taking the lead in this matter, and it was seconded by Pundit Taranath, Smritiratna of Gauhati, who read a poem in Sanskrit. It was supported by Munshi Nizamuddin Khandkar, Dhubri. The President then took his seat.

Babu Akshoya Kumar Moitra of Rajshahi then proposed that the Conference records its profound sorrow at the deaths of Mr. Romesh Chandra Dutt and Raja Mohimaranjan Roy Choudhury of Kakina and that the Bengalee literature suffered irreparable loss at their death. He need not say much about Mr. Romesh Chandra Dutt. Raja Mohimaranjan was a silent devotee of the Bengalee literature and was the principal supporter of the Rangpur Sahitya Parishad. The literary union was greatly indebted to him. The speaker said, he was performing a "Nandimukh," before a religious ceremony according to Hindu rites. Babu Baidya Nath Sanyal of Bogra supported the resolution, He said, the modern Bengalee leterature owed much to both the deceased.

He asked the audience to follow in their footsteps Babu Pyarilall Dutt of Dhubri supported the resolution. He said, he had no words but had tears which was the best expression of sorrow. The speaker said "Babn Akshoya Kumar is the best *purohit* of the Nandimukh, let Akshoya be immortal." The proposal was unanimously carried.

The president then asked the Secretary of the Rangpur Parishad to thank the gentlemen who had expressed their sympathy with the Conference. The Secretary read about 100 letters and telegrams expressing full sympathy with the Conference. Amongst others he mentioned the names of Kumar Sarat Kumar Rai of Dighapatia, Babu Ramendra Sundar Trivedi, Calcutta, Amarendra Nath Pal Choudhury, Krishnagar, Jogendranarain Chaudhury, Dinajpur, Rai Calicadas Datta Bahadur, Cooch Behar, Babu Mrityunjoy Roy Choudhury, Rangpur, Jyotis Chanera Bandyopadhaya, Rangpur, M. C. Barua, Gauhati, Indranath Banerjee, Burdwan. Mr. Provat Kumar Mukerjee. Barrister, Gaya, Sir Goroodas Banerjee, Babu Baikuntha Nath Sen Murshidabad, Mr. A. Chaudhury, Calcutta, Babu Pyarisankar Das Gupta, Bogra, Kumar Anirudranarain, Coech Behar and Babu Surendranath Banerjea, Calcutta. The Secretery proposed a vote of thanks to the gentlemen.

The president then delivered his address before a large number of delegates form Calcutta, Rajshahi, Rungpur, and Bogra. Amongst others we noticed Babu Rajendra Lall Acharjya, Bogra, Jotindra Mohon Roy

Chaudhury, Rangpur, Sasadhar Rai and Kisori Mohan Choudhury, Rajshahi, Byomkesh Mustafi, Calcutta, Bireswar Sen, Retired Police Superintendent, Krishnagar, and Satindra Sebak Nandi, Calcutta.

After invoking the blessings of God the President hoped the range of literary activity would be widened by this union. The selection of the site in Goalpara district, he said, was very wisely made and he quoted the authority of the *Joginitantra* showing that most part of modern Eastern Bengal and Assam and Cooch Behar was included in old Kamrup; Pragjyotishpur was its capital. The "Raghubansam" of Kalidas would support this view.

The President then referred to Banbhatta's "Harsha-charit." The descriptions of Houentsang, the Chinese traveller, and several copper plates found in different places disclosed the ancient civilisation of Assam. From time immemorial, till the tenth century A. D. traces of continued civilisation are found. The present Tejpur was the ancient Sonitpur. After Assam was conquered by the British in 1826 certain European officer changed the name of Sanitpur into Tezpur. Assam was the kingdom of several Hindu kings. Many old relics buried under earth, several stone relics found during the construction of the Assam Bengal Railway, the stone relics of Tejpur buried underneath the earth have been found. Thanks are due to Government for the steps taken to preserve the ancient pillars of Dimapur, the relics of Ahom Rajas of Gargon. Mr. Gait in his

paper "Report on the Progress of Historical Researches in Assam, 1897." has given short accounts of some relics after 4 years' labour. Mr. Gait collected materials from "Booronji" or historical accounts of Assam. The President deplored a lack of research work by local scholars. Few people knew the accounts of Raja Rudra Sinha of Sibsagar Udashin, Satyasraba and similar other matters. He urged the scholars in Assam to take up research work. He referred to the visit paid by Akshoya Babu and other delegates to Gauhati and hoped it would stimulate the study of ancient relics in Assam. He then dwelt on the connection between Assamese and Bengali languages. During the time of Ahom Raja Assamese was court language. The Ahom Rajas came from Burmah. After the British conquest Bengalee was court language. Sir George Campbell introduced Assamese language into Pathsalas, but Bengalee continued in middle and Entrance schools. Since 1898 Assamese was introduced into these latter schools also. The Calcutta University has now introduced Assamese into F. A., and B. A., courses of study. Recently the High Court has ordered Civil court forms to be printed in Assamese. Thus a gradual and complete separation between Assamese and Bengalee has taken place.

The speaker then deplored the tendency to regard Assamese as a separate language and said it had widened the gulf between Assam and Bengal. He refused the argument that Assamese was the common language

of the people of Goalpara by quoting statistics from Census report which showed that only 246 men out of 10,000 spoke Assamese and 6926 spoke Bengalee. Bengalee was still taught in Upper Primary schools in Kamrup Hills, Kasiramdas's Mahabharat, Kirthibash's Ramayana are still read in Kamrup. Bengalee was the common language to the hill tribes of Assam, but they have been completely separated now as they are taught their own language. If Assames was regarded as a separate language Bengalee scholars would greatly enrich it and the forgotten history of Assam would have been restored. There is no attempt at independent research in Assam which Bengalee scholars would have done. The census reports showed that only thirteen and a half lacs of people spoke Assamese, while five crores spoke Bengalee. If There was union of Assamese with Bengalee the intellectual gifts of Sankardev would have been knewn to these 4 crores. He regretted the tendency of Assamese authors to use colloquial expressions in their work. It was a mistake to suppose that Bengalee language was introduced by the Bengalee officers of Government. He quoted a letter about 30) years ago, which was more Bengalee than Assamese. The letter was most interesting. It showed that Kamrup was under the Moghul Emperors and Bengalee was the court language. He quoted another letter written about 350 years ago in support of the view. The language of the latter was also Bengalee. He requested the Bengalee scholars to study Assam Booroonji. He then spoke shortly

on the Bengalee language and said that Sanskrit terms ought largely to be used by writers in Bengalee. He said the Literary Union ought to be a union of scholars for the discussion and interchange of thoughts and attention ought to be paid more to substantial work than pomp and splendour. He concluded with the hope that the Union would be a success (long cheers.)

ANNUAL REPORT.

The President then asked the Secretary of the Rungpur Parishad to read the report of last year's proceedings. He briefly narrated the work done during the year. A Literary Association had been established at Maldah, a Committee has been formed for erecting a memorial hall in honor of the late Raja Mohimaranjan Roy of Kakina, which would be a literary hall and museum of North Bengal. He then referred to the works done by several gentlemen entrusted with various duties last year. He also mentioned the names of several living and dead literary men.

Babu Panchanon Sarkar of Cooch Behar proposed and Babu Abhoyanath Chakravarti of Gouripur seconded that the report be adopted. Babu Kunja Behari Mukhopadhyaya of Rungpur supported the proposal and it was carried *nem con.*

The Secretary then shortly narratcd the contents of several papers written by persons who were absent. Babu Kalikanta Biswas sent a paper on certain historical places in North Bengal ; it contained accounts of several places in Pabna, Rajshahi, Bogra, and Dinajpur.

Babu Benode Behary Roy of Malopara, Rajshahi, sent a paper on Raja Birat and Matsya desh. Pandit Annada Charan Bidyalankar proposed that the two papers placed before the Conference be adopted. Babu Dwijesh Chandra Chakravarti, Dewan, seconded and Babu Haragopal Das Kundu supported it and it was carried *nem con.* The Conference adjourned at 12 o'clock. Itsits again at 2 P. M.

THE BENGALEE.

Calcutta, Jauuary 21, 1910 No. 22 Vol LI.

NORTH BENGAL LITERARY CONFERENCE.

SESSIONS AT GAURIPUR.

(From Our Special Correspondent.)

Gauripur, Jan. 22.

The Conference met again at 3 p. m. Choudhury Amanatulla Ahmed, a member of the Cooch Behar Council; and Moulvi Mahmed Halim, Professor of the Victoria College, Cooch Behar, attended the Conference. The latter delivered a neat speech in Bengalee. He said education in Persian was not sufficient. He was a Bengalee, and Bengalee was his mother tongue. He regretted the spirit of those Mahomedans, who advocated Urdu or unintelligible Benglee to be their mother tongue. There should be one language of all Bengalees to bring about unity. The real road to unity amongst all classes

in Bengal lay through Bengali language and all Mussalmans ought to follow that course. Hindu writers should try to make their works attractive to Mahomedans. No writer of one class should attact another class. Hindus and Mussalmans were like the two eyes of Bengal. The danger to one would endanger the other. He exhorted the Hindus and Musalmans to sympathise each other as the only way to progress. He quoted Persian text to illustrate mutual sympathy between man and man. He regretted that Mussualmans did not largely attend the Conference and concluded with a recitation from the Koran. The lecturer was heartily cheered.

Srijut Rajendralall Acharjya, B.A., then read his paper on "the worship of sun god." The sun was worshipped in India for a long time and images of the sun god carved in stones were to be found in various ruins even now. Mr. Ferguson thought that Indians had borrowed their archetecture from the Greeks. The lecturer thought such misconceptions would be removed by Indian scholars. The old Rishies of the Rigveda attributed seven horses to the Sun's chariot. Did they mean the seven colours of Sun's rays ? He quoted Thornton and Rees Davies to prove that the Rishis of old knew as much as modern science proved by means of instruments. Caledonia and the Islands of the Mediterranian sea worshipped Sun god. Various other races were worshippers of the Sun. He quoted Purans showing that the Sun was always regarded as having seven horses, in India. The images of Sun gods found in Bogra and other places

showed* that the seven horses of the images were in accordance with the *dhyans* in the Sastras. Sun worship prevailed not only in India but throughout the civilised world. Sun worship is also mentioned in the Ramayana. He mentioned the temple of sun at Konarak. Mr. Ferguson considered this temple to have been built in the Ninth Century. Mr. Ferguson thought that it was the most exquisitely built in the whole world and about 28 crores of rupees had beeu spent for building this temple, a splendid specimen of Bsngalee Art. Emperor Akbar used to hold worship of the sun. The Images of sun were found also in Budha Gaya. The sculptured images of the sun god found in North Bengal suggested the existence of Sun's temples in this province. The lecturer asked the Literary men of North Bengal to make researches. The lecture was highly appreciated.

Mr. Byomkesh Mustafi of Calcutta next placed before the Conference a paper on Vedic literature written by Pandit Kokileswar Bhattacharya who was absent. It was a learned and philosophical discourse on the vedic deities.

The Coference then adjourned till 6 p. m. when Babu Akshay Kumar Moitra illustrated his lecture with magic lantern slides. Several pictures of Budha, Bodhisatta and sun god were shown, illustrating the Hindu sculptors' ideal of expressing the internal man through art. The lecture was highly appreciated. It formed an interesting addition to the programme. After the lantern lecture the Conference adjourned till next morning.

The local Theatre party staged "Harischandra" for the entertainment of the delegates.

SECOND DAY.

(From Our Special Correspondent.)

Gauripore, Jan. 23.

To-day the Conference met at 9 a. m. Babu Rajendra Lal Acharjya sang a song composed by him. Pundit Harasundar Tarkaratna delivered a short speech. Babu Jagadish Nath Mukhopadhyaya, Librarian, Rungpur Parishad, showed several exihibits, photographs of ancient temples, monuments, palaces, images inscribed in bricks, old manuscripts, old swords and shields presented by the Moghal Emperor to the Gauripur Raj. Amongst the exhibits the most interesting were several guns of the oldest time.

Two documents were exhibited bearing the signature of the renowned Rani Bhawani about the year 1187B. S. One *Sanad* with the signature of Rani Satyavati, about the year 1112 B, S. was also shown.

Akshoy Babu in a short speech described the guns giving a short history and explaining the beanty, originality of Indian Art.

Pandit Bireswar Kaviratna then read certain inscriptions on an ancient copper plate.

Babu Kisorimohan Chowduri (Rajshahi) moved the first resolution. That with a view to give effect to the

resolutions passed at the previous Conferences, the Rungpur Sahitya Parishad Committee be the standing committee of the Conference.

The resolution was seconded by Chowdhury Amanatulla Ahmed (Cooch Behar ; supported by Babu Saroda Nath Khan (Bogra) and unanimously crried.

The second resolution was as follows :

That the Rangpnr Parishad Committee take steps to increase the number of members to procure funds and meet the expenses of the Conference.

Babu Bidhuranjan Lahiri (Rungpur) proposed, Babu Prasanna Kumar Ghose (Goalpara) seconded and Babu Suresh Chandra Dasgupta (Bogra) supported and the resolution was carried unanimously.

Babu Sasadhar Roy (Rajshahi) proposed that the Rungpur Sahitya Parishad should frame rules regulating the work and proceedings of the Conference and that these rules, etc. be placed at the next Conference.

Babu Kali Krishna Goswami (Rungpur) seconded, Babu Ananda Chandra Sen (Goalpara) supported and the resolution was carried unanimously.

Babu Akshoy Kumar Moitra proposed that for the education of the masses primary treatises on agriculture and historical stories and ethnology be written.

He said literature had two branches—one for the learned and the other for the common people. Primary treatises were necessary for the education of children and common people.

The speaker said that some steps had already been

taken by some active literary men in this direction. He mentioned Babu Baidyanath Sanyal of Bogra who was compiling treatises on agricuiture. Others were also working. He hoped next year three such publications would be made,

Babu Atul Chandra Gupta (Rungpur) seconded and Babu Mohendra Nath Adhicary (Cooch Behar) supported and the resolution was carried unanimously.

Babu Gopal Krishna De then read a paper on Assamese language written in the same :language by the President. The paper was very interesting. The writer maintained that Assamese language had been related to Sanskrit grammar, like the Bengalee language and showed the similarity between Assamese and Bengalee languages by various illustrations. The writer showed how the present Assamese language differed from the old Assamese.

He then read a paper of his own composition in Bengalee on Assam dealing with the verious interesting features of Assam. He appealed to the Bengali scholars to study Assamese lectures and work hermoniously with the Assamese scholars.

Then Akshoy Babu exhibited two other old interesting guns of the Gauripur Raj. One was of purely Indian make and called "Nalikastra" made long before the advent of the English. The second gun was made in the sixteenth century and was of European make.

Then Conference than adjourned till 1 P. M.

The Conference met again at 2-30 P. M. Babu Amrita

Bhusan Adhicary, B. A., Gauripur, read a paper on old Kamrupi language, treating the subject historically. Some other papers were taken as read as there was no time.

The Chairman of the Reception Committee, the Hon'ble Raja Bahadur, then in well-chosen words expressed his gratification that so many gentlemen had accepted his invitation and come to Gouripur.

Babu Byomkesh Mustafi then expressed his heart-felt gratitude to all delegates for the most cordial reception accorded to them. He thanked the Raja Bahadur for his amiable hospitality. And also thanked the Secretary Babu Surendra Chandra Roy Chaudhury.

Babu Mathura Mohan Barua (Gauhati) said a few words expressing delight at the Conference and thanked all for its success.

The President then delivered his concluding address. He thanked cordially the Raja of Gauripur for inviting the Conference to the Rajbati and according a most hearty reception to all the delegates. The President also thanked the Raj officers, the volunteers, and all Gauripur people for their untiring efforts in making the reception of delegates a splendid one. He particularly mentioned the sweet and amiable manners of the Raja Bahadur, who was seen everywhere looking after the comforts of his guests. The President said he was afraid that his inaugural address had given rise to the misconception that he was against the retention of Assamese as a separate language. He

meant nothing like that. He had said and meant that Assamese must not be introduced into Goalpara. The Assamese language should have Sanskrit as its basis, so that other people might understand the language. He meant that Bengalee and Assamese scholars should work harmoniously and enrich each other's literature. He concluded by expressing a hope that this Conference would lay the foundation of a union of Assam with Bengal and would lead to most splendid results in literature. The President was vociferously cheered.

The Secretary Surendra Babu then thanked the President for having accepted the office under most adverse circumstances.

The Conference then dissolved. Greatest enthusiam prevailed and the Conference was a splendid success. The party was photographed before departure. All delegates leave by the evening mail.

THE ADVOCATE OF ASSAM.

Gauhati, Sunday, August 28th, 1910.

The North Benal Literary Conference at Gauripur.

It is with feelings of unmixed pleasure that we look back upon the incidence of the latest session of the North Bengal Literary Conference, which came off in January last in Gauripur of Assam. The sitting of a Conference of *Literati* of Bengal in Assam, might sound as a most curious affair to be sure. But, the

session was organised for with the special object of promoting a state of better feelings among the writers of both Assam and Bengal and for the purpose of mutual acquaintance with correct information regarding the two countries—their language and literature. And, we as supporters of cordiality among the various races of India, can not but publicly observe here, that the enlightened Rajah of Gauripur deserves being thanked by us all, for putting forth all the resources of his hospitality and available historical information, in order to impress upon the Bengali *Litterati* with the ancient grandeur of Assam, and to disabuse their minds of those ridiculous and absurd ideas which irresponsible writers have, from time to time, endeavored to immortalise by rushing headlong to print.

দেশবার্ত্তা

উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলন।

গৌরীপুর (গোয়ালপাড়া)।

বিগত ৯ই মাঘ শনিবার এবং ১০ই মাঘ রবিবার গোয়ালপাড়া জেলাস্থ গৌরীপুররাজবাটীতে "উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের" তৃতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১। ১ম দিন সভার কার্য্যারম্ভে গৌহাটীর স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ন সংস্কৃত কবিতাপাঠরূপ মঙ্গলাচরণ করেন। অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে ভাবগর্ভ একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃত এবং ইতিহাসের প্রফেসর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, তাঁহার 'অভিভাষণ' পাঠ করেন। সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক রঙ্গপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, আর, এ, এস, মহাশয় বিগতবর্ষের কার্য্যাবলীর বিশেষ উল্লেখ করিয়া সম্পাদকের উচিত কার্য্য সুসম্পন্ন করতঃ সমবেত সভ্যমণ্ডলীর ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে নানাপ্রবন্ধপাঠ এবং রাত্রিতে আলোকচিত্রপ্রদর্শন, বক্তৃতা এবং স্থানীয় "নাট্যাভিনয়" হয়।

২। ২য় দিন কার্য্যারম্ভের প্রথমে "নামঘোষাকীর্ত্তন" নামে এতদ্দেশীয় সংকীর্ত্তন হয়। পরে ৺কাশীধামের "শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের" মহোপদেশক শ্রীহট্টনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাঙ্খ্যরত্ন মহাশয়,

অতি চিত্তাকর্ষক, মহোপদেশপূর্ণ সংস্কৃত পদ্য পাঠ করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বি, এল সংস্কৃতভাষায় শ্রীশ্রীদুর্গার একটি স্তোত্র ও রাজসাহীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব হয় এবং যথারীতি তাহা সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে সভাপতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

দেশবার্ত্তা

১ম বর্ষ—২৯ সংখ্যা, ১৮ মাঘ, ১৩১৬।

সম্পাদকীয়।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এবারকার উত্তরবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনে, আমাদের পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ, সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পদ্মনাথ যোগ্য ব্যক্তি। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী ও অনাময় করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করুন।

৩। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে গৌহাটী "কর্জ্জনহল" লাইব্রেরিয়ান "আসাম" শীর্ষক এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধপাঠে তিনি যে আসামতত্ত্বজ্ঞ, তদ্বিষয়ে বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

৪। এই সভায় কলিকাতা, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, কুচবিহার, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানের শতাধিক সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ ও দেবদেবীর

প্রতিমার ফটো এবং প্রস্তরখোদিত প্রতিমা, তাম্রফলকাদি ও অনেক পুরাতন হস্তলিখিত গ্রন্থাদি প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল।

৫। সভাভঙ্গের অনতিপূর্ব্বে অনারেবল রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় বিনয়নম্রতাপূর্ণ এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

৭। ১১ই তারিখ সোমবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় গৌরীপুরের সহৃদয় ছাত্রবৃন্দ, একখানি শকট পুষ্পাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে তাহাতে উপবেশন করাইয়া, এবং শকটের সম্মুখে সৈন্যের ন্যায় ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, পতাকাসহ দ্রুতগতিতে শকট বহন করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ উৎসাহ ও নিঃস্বার্থকার্য্যে সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছেন।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা /০	১১	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
„	১৭	অব্যহিত	অব্যবহিত
।০	৪	সখ্যতা	সখ্য
„	১১	গোলকগঞ্জ	গোলোকগঞ্জ
„	১২	সাহিত্যিকসনের	সাহিত্যিকগণের
২	১৮	স্থরেশ্চন্দ্র	সুরেশচন্দ্র
৩	২৩	স্থরেশ্চন্দ্র	সুরেশচন্দ্র
৫	২০	ব্যাঙ্কার	ব্যাঙ্কার
৮	১৩	মুস্তোফী	মুস্তফী
৯	১০	কার্য্যাবলির	কার্য্যাবলীর
১১	১৫	হের	হের
১৫	৬	। (পূর্ণচ্ছেদ)	পূর্ণচ্ছেদ হইবে না
১৫	১৯	পদ্মনাথ	পদ্মনাথ
১৮	১০	(ক) পরিশিষ্ট	(খ) পরিশিষ্ট
২০	১১	প্রবাহমানা	প্রবহমানা
২১	৯	—আসামের	—আসামের—
২২	৯	কবিয়া	করিয়া
৩১	২১	Gone away	Gone away ;
৩২	১৯	আসামবাসির	আসামবাসিগণের
৪১	২	(খ) পরিশিষ্ট	(ঙ) পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২	৩	অক্ষরকুমার	অক্ষয়কুমার
৪২	৪	প্রবন্ধাবলম্বনে	দ্বিতীয় প্রবন্ধাবলম্বনে
৪২	৬	রজনী	২। রজনী
৪২	২১	ব্যধিত	ব্যথিত
৪৩	১২	মুস্তোফী	মুস্তফী
৪৫	৮	সভাপতি রচিত	সভাপতি মহাশয় রচিত
৪৫	৯	আমানতুল্ল্যা	আমানতুল্লা
৪৬	১৭	পারিষদকে	পরিষদকে
৫০	১১	ধনরিতরনৈঃ	ধনবিতরণৈঃ
৫১	১০	প্রবর্ত্তক ও শঙ্করদেব মাধবদেব	প্রবর্ত্তক শঙ্করদেব ও মাধবদেব
৫১	২১	করমান	ফরমান
৫৩	৩	উদ্ধত	উদ্ধৃত
৫৩	১৫	আনিয়াছিলেন।	আনিয়াছিলেন
৫৪	৪	আমান্নুতুল্লা	আমানতুল্লা
৫৫	২১	কিছুমাত্র কথা	কিছুমান কথা
৫৫	২২	অসমীয়া এবং ঐ ভাষারই লিখিত একটী প্রবন্ধ পঠিত হইল ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন	অসমীয়া ভাষায়ই লিখিত একটি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পঠিত হইল।
৫৬	২০	সম্মিলের	সম্মিলনের
৫৭	৯	আমান্নুতুল্লা	আমানতুল্লা
৫৭	১৫	সাহিত্যিকে	সাহিত্যিকের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯	১৩	মুস্তোফী	মুস্তফী
৬০	৮	এই এই	এই
৬০	৯	তাহাকে	তাঁহাকে
৬০	১৪	অধিবাসীবৃন্দ	অধিবাসিবৃন্দ
৬২	২	বাঞ্ছনীয়।	বাঞ্ছনীয়
৬৪	১২।১৩		পাদটীকা ৫৭ পৃষ্ঠার নিম্নে যাইবে
৬৫	৩	কর্ম্মি বিভাগ	কর্ম্মবিভাগ
৬৮	২১	বড়ুয়া	বড়ুয়া
৬৯	১৫	মুস্তোফী	মুস্তফী
৬৯	২০	দেবশর্ম্মণঃ	দেবশর্ম্মা
৭০	৮	রায়চৈধুরী	রায় চৌধুরী
৭০	১৩	সমনপুন্নানন্দ	সমণ পূর্ণানন্দ
৭০	২১	গিরীশচন্দ্র দাস এম,এ,	গিরীশচন্দ্র দাস
৭১	১	সচীব	সচিব
৭৫	১২	সবসুথ	সঙ্গসুথ
৭৭	২৪	R.	N.
৮১	১৫	Gossaim	Gossain
৮৪	৪	সমাধী	সমাধি
৮৫	৩	ভটাচার্য্য	ভট্টাচার্য্য
৮৫	১৫	নওগাঁ	আসাম
৮৬	১২	কাণিশ	কার্ণিশ
৮৭	৪	'ইতিহাস' মালা	'ইতিহাসমালা'

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯১	৩	১৮৯৩	১৫৯৩
৯১	১৬	৫ ৬	৫—৬
৯২	১৬	কাণ্ডনাথ	কান্তনাথ
৯৩	১৩	ভুবনয়াম	ভুবনরাম
৯৩	২০	উমাচরণ সেন বি,এ বি,এল	উমাচরণ সেন
৯৪	১	উপেন্দ্রনাথ সেন বি,এ, বি,এল বি,এল,	উপেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, বি, এল
৯৪	৭	বরদাকান্ত	বরদাচরণ
৯৫	২	তাঁহার	তাহার
৯৫	১১	প্রাকৃতিক	প্রকৃতিক
৯৭	১৫	বঙ্গদর্শনে	নব্যভারতে
৯৯	১৫	বালিকাবঙ্গবিদ্যালয়ের	বঙ্গবালিকাবিদ্যালয়ের
১০০	৯,১২,১৩, ১৪	কুণ্ডিল	কুণ্ডিন
১০০	২৩	বিপ্লেন	রিপ্লেন
১০১	১৮	মার্সেল	মার্সেন
১০২	১২	ষ্টপল্টন	ষ্টেপল্টন
১০৩	৯	কুণ্ডিল	কুণ্ডিন
১১২	২২	বাসগিণের	বাসিগণের
১১৪	৪,৫,৭	উদয়ণাচার্য্য	উদয়নাচার্য্য
১১৫	৯	তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের	তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের
১১৫	৯	গদাধরী	গাদাধরী
১১৫	১৭	১৫৫১	১২৫১
১১৭	২০	দাশরথী	দাশরথি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৮	২১	নারয়ণ	নারায়ণ
১২০	১১	দেশান্তর্গত	পুরান্তর্গত
১২০	১৩	বটদ্রবী	বটদ্রবা
১২০	১৪	স্কন্দ	স্কন্ধ
১২৫	১৬	হইয়াছেন	হইয়াছে
১২৮	২৪	গিরীশ্চন্দ্র	গিরীশচন্দ্র
১৩২	৫	মহানগরী, কর্ডোভা	মহানগরীকর্ডোভা
১৩২	২১	দুর্গাচন্দ্র	দুর্গাচরণ
১২৪	৪০	অম্বিয়া	আম্বিয়া
১৪১	৬	উল্ল্যা	উল্লা
১৪৫	৪	অধকারী	অধিকারী
১৫১	৯	লিথয়া	লিখিয়া
১৫২	১০,১৫	Kamakshya	Kamakya
১৬০	২২	Sanitpur	Sonitpur
১৬০	২৯	Gargon	Gargaon
১৬১	৭	Udashin; Satyasraba	(তুলিয়া দিতে হইবে)
১৬২	৫	Kamrup Hills	Kamakya Hills
১৬২	১৬	There	there
১৬২	১৮	4	5
১৬৫	৪	atract	attack
১৬৫	২৩	Rees	
১৬৬	১০	Bsngalee	Bengalee
১৬৯	১৯	Verious	Various